পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 166 Sunday, 18 May, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৬৬ সংখ্যা ❋ ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার, ১৮ মে, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের জেহাদি এজেন্ডা তুলে ধরবে ভারত!

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ জাতীয় স্বার্থে একজোট হয়ে গিয়েছে শাসক ও বিরোধী শিবির। পহেলগাঁও সন্ত্রাস এবং অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের জঙ্গিবাদের মুখোশ গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চায় ভারত। শুধু রাষ্ট্রসংঘ নয়, সেই লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভারত থেকে প্রতিনিধি দল পাঠানো হবে। ওই প্রতিনিধিদলে শাসক ও বিরোধী দুই শিবিরেরই সাংসদরা থাকবেন। আর সেই দলের নেতৃত্বের অন্যতম মুখ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরকে। শনিবারই সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক প্রতিনিধি দলের সমস্ত নেতার নাম ঘোষণা করেছে। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, সাত সদস্যের সর্বদলীয় প্রতিনিধিরা দ্রুত প্রধান সঙ্গী দেশে যাবেন। বার্তা পৌঁছে দেবেন যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা জিরো-টলারেন্স নীতি নিয়েই চলব। মতপার্থক্য সত্ত্বেও রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় ঐক্যের উজ্জ্বল প্রতিফলন এটা। শশী থারুর ছাড়া এই দলগুলিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে আরও ছ'জনকে। তাঁরা হলেন- রবিশংকর প্রসাদ (বিজেপি), সঞ্জয়কুমার ঝা (জেডিইউ), বৈজয়ন্ত পাণ্ডা (বিজেপি), কানিমোঝি করুণানিধি (ডিএমকে) ও সুপ্রিয়া সুলে (এনসিপি)। প্রসঙ্গত, শশী থারুরের নাম কিন্তু কংগ্রেসের তরফে দেওয়াই হয়নি। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে চারজনের নাম দিয়েছিলেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আনন্দ শর্মা, লোকসভায় কংগ্রেসের ডেপুটি লিডার গৌরব গগৈ, রাজ্যসভার সাংসদ ড. সইদ নাসির হুসেন এবং লোকসভার সাংসদ রাজা ব্রার। কিন্তু শশীকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সরকারের প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন শশী। এরপরই তাঁর এই দলভুক্তি। আগামী ২২ মে থেকে এই সফর শুরু হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো দেশে যাবে প্রতিনিধি দলগুলি। প্রতিটি প্রতিনিধি দলে ৫-৬ জন করে সাংসদ থাকবেন। মনে করা হচ্ছে শশীর নেতৃত্বাধীন দল যাবে আমেরিকায়। পাশাপাশি সুপ্রিয়া সুলের দল যাবে ওমান, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইজিপ্টে। রবিশংকর প্রসাদের নেতৃত্বাধীন দল যাবে সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরিন ও আলজেরিয়ায়। অন্যদিকে সঞ্জয় ঝার দল যাবে জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায়। দলগুলিতে থাকতে পারেবন অনুরাগ ঠাকুর, অপরাজিতা সারঙ্গি, মণীশ তিওয়ারি, আসাদউদ্দিন ওয়েইসি, অমর সিং, রাজীবপ্রতাপ রুডি. শমীক ভট্টাচার্য, প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী প্রমুখ। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি শারীরিক অবস্থার কারণে যেতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন।

দিল্লিতে বড় ধাক্কা খেল এএপি ইস্তফা ১৫ জন কাউন্সিলরের

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ দিল্লিতে বড়সড় ধাক্কা খেল আম আদমি পার্টি। একসঙ্গে ১৫ জন কাউন্সিলর এএপি-র প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। বিদ্রোহী কাউন্সিলররা দিল্লি পৌর কর্পোরেশনে এএপি-র দলনেতা মুকেশ গোয়েলের নেতৃত্বে একটি পৃথক দল গঠন হচ্ছে বলে জানা গেছে। সমস্ত পৌর কাউন্সিলর আম আদমি পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং একটি নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই দলের নাম রাখা হয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থ বিকাশ পার্টি। ইস্তফা দেওয়া কাউন্সিলররা হলেন - মুকেশ গোয়েল, হেমচাঁদ গোয়েল, দিনেশ ভরদ্বাজ, হিমানি জৈন, উষা শর্মা, সাহেব কুমার, রাখি কুমার, অশোক পান্ডে, রাজেশ কুমার, অনিল রানা, দেবেন্দ্র কুমার প্রমুখ। এএপি থেকে পদত্যাগের বিষয়ে মুকেশ গোয়েল বলেন, প্রায় ১৫ জন কাউন্সিলর আম আদমি পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থ বিকাশ পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করেছেন। ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও, আমরা দিল্লির জনগণের সেবার জন্য কাজ করতে পারিনি। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে আমরা কাজ করতে পারিনি। এএপি থেকে পদত্যাগের বিষয়ে হিমানী জৈন বলেন, আমরা একটি নতুন দল গঠন করেছি, ইন্দ্রপ্রস্থ বিকাশ পার্টি। আমরা এএপি থেকে পদত্যাগ করেছি। গত আড়াই বছরে কর্পোরেশনে এমন কোনও কাজ করা হয়নি যা করা উচিত ছিল। আমরা ক্ষমতায় ছিলাম, তবুও আমরা কিছুই করতে পারিনি। আমরা একটি নতুন দল গঠন করেছি, কারণ আমাদের আদর্শ হল দিল্লির উন্নয়নের জন্য কাজ করা। আমরা সেই দলকে সমর্থন করব যে দল দিল্লির উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। এখনও পর্যন্ত ১৫ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন। আরও অনেকে যোগ দিতে পারেন।

ট্যাংরার একই পরিবারের ৩ সদস্য 'খুনে' গ্রেপ্তার বড় ছেলে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ ট্যাংরার দে পরিবারের তিন সদস্য খুনের ঘটনায় অবশেষে গ্রেপ্তার পরিবারের বড় ছেলে প্রণয় দে। আজ, শনিবার এনআরএস হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। তারপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করে শিয়ালদহ আদালতে পেশ করা হয়। ৩০ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ট্যাংরায় অভিজাত দে পরিবারের দুই স্ত্রীর হাতের শিরা ও গলা কেটে ও কিশোরী মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর নাবালক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন দুই ভাই প্রণয় ও প্রসূন। বাড়ির ছোট ছেলে প্রসূন দে গ্রেপ্তারির পর জেলে রয়েছেন। তিনিই পরিবারের তিন সদস্যকে খুন করেছিলেন বলে অভিযোগ। দাদা প্রণয় দে সঙ্গী ছিলেন ভাইয়ের। এদিন তাঁকেও গ্রেপ্তার করল পুলিশ। উল্লেখ্য, দুর্ঘটনার পর থেকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে এনআরএসে ভর্তি ছিলেন।

খাস কলকাতার বহুতলে ভয়াবহ আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ ভরদুপুরে খাস কলকাতায় ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এজেসি বোস রোডের অফিস বিল্ডিং জ্বলে উঠল দাউদাউ করে। শনিবার দুপুর তিনটে নাগাদ মিন্টো পার্কের কাছে ওই বহুতলটি থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরতে দেখেন পথচারীরা। দেখা যায়, ৬তলার এসি থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়।প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, ওই বিল্ডিংটি একটি অফিস। শনিবার হওয়ায় অফিস বন্ধ ছিল, তাই প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। জানা

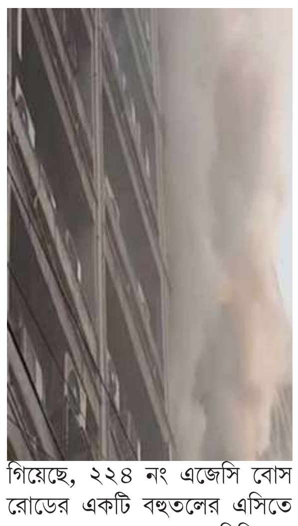

গিয়েছে, ২২৪ নং এজেসি বোস রোডের একটি বহুতলের এসিতে আগুন লাগে। ৬ তলার বিল্ডিংয়ে একের পর এক এসি পুড়তে থাকে দাউদাউ আগুনে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে আগুন নেভাতে হিমশিম দশা হয় দমকল কর্মীদের। এজেসি বোস রোড সংলগ্ন ফ্লাইওভার থেকে জল ছুঁড়ে আগুন নেভাতে হয়। আরও দমকলের ইঞ্জিন সেখানে পৌঁছে কাজ শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও পকেট ফায়ার রয়েছে। এখনও জলের ধারা অব্যাহত।দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এসিতে আগুন লাগায় তা এতটা ভয়াবহ আকার নেয়। যদিও শনিবার অফিস ছুটি থাকায় প্রাণহানি এবং বড়সড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এসিগুলির ক্ষতি হয়েছে। বহুতলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন দমকল আধিকারিকরা। দিনেদুপুরে এই ঘটনায় ফ্লাইওভারের উপর একে একে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পথচলতি মানুষজন।

বিস্ফোরক জয়রাম

আই এম এফ এর ভোটে মার্কিন চাপে নতি স্বীকার ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ শনিবার বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) নির্বাহী বোর্ডের বৈঠকে পাকিস্তানের জন্য ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নতুন ঋণ বিবেচনার সময় ভারত ভোটদানে বিরত ছিল, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কাছে মোদী সরকারের নতি স্বীকারের প্রমাণ। রমেশ দাবি করেছেন, যে ৯ মে এই বৈঠকে ভারত ভোটদানে বিরত থাকলেও নির্বাহী বোর্ডে না ভোট দেওয়ার বিধান ছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে কংগ্রেস পার্টি ইতিমধ্যেই এই ঋণের বিরোধিতা করার জন্য জোরালো আহ্বান জানিয়েছিল। রমেশ লিখেছেন, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। মোদী সরকার ৯ মে আইএমএফ নির্বাহী বোর্ডের বৈঠকে মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছে। তিনি আরও বলেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এখন আইএমএফ-এর ৯ মে, ২০২৫-এ পাকিস্তানের জন্য ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণ অনুমোদনের সমালোচনা করছেন। কিন্তু মোদী সরকার সচেতন হওয়ার

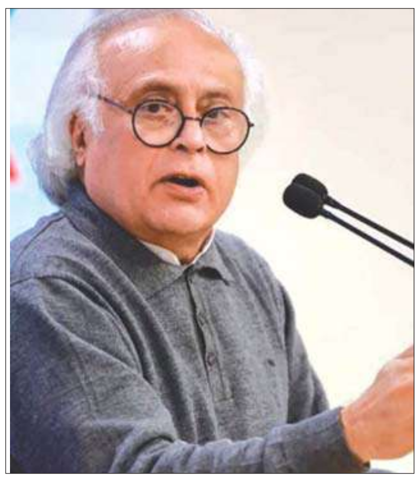

আগেই, গত ২৯ এপ্রিল কংগ্রেস বলেছিল যে আইএমএফ নির্বাহী বোর্ড ৯ মে এই বিষয়ে বৈঠক করছে এবং ভারতের উচিত এটির বিরোধিতা করা। তিনি অভিযোগ করেন যে ভারত ৯ মে কেবল ভোটদানে বিরত ছিল। পরে মোদী সরকারের সমর্থকরা দাবি করেন যে ভারতের কাছে এটিই একমাত্র বিকল্প ছিল। রমেশ এই দাবিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, নির্বাহী বোর্ডে ' ভোট দেওয়ার বিধান রয়েছে। রাশিয়া ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে ইউক্রেনের জন্য একটি ঋণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ' ভোট দিয়েছিল এবং ভারত নিজেই ২০০৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জিম্বাবুয়ের বহিষ্কারের বিষয়ে 'না' ভোট দিয়েছিল। এই সমালোচনার পূর্বে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শুক্রবার আইএমএফ-এর কাছে পাকিস্তানের জন্য ঋণ পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি, পাকিস্তান আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের একটি বড় অংশ তার দেশে সন্ত্রাসী অবকাঠামোর জন্য ব্যয় করবে। ভারত চায় আইএমএফ পাকিস্তানের জন্য ঋণ দেওয়ার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করুক। তিনি ভুজ এয়ার ফোর্স স্টেশনে এয়ার ওয়ারিয়র্সদের উদ্দেশে এই বক্তব্য রাখেন।

তৃতীয় দিনে পড়ল অবস্থান কর্মসূচি, রাস্তাতেই বসে পড়লেন চাকরিহারারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ বিকাশ ভবনের সামনে এখনও বসে চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। গত বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা থেকে তাঁদের অবস্থান কর্মসূচি চলছে। শনিবার তা তৃতীয় দিনে পড়ল। বিকাশ ভবনের সামনের রাস্তায় তাঁরা বসে আছেন। শনিবার এবং রবিবার ছুটির দিন, ফলে বিকাশ ভবন বন্ধ থাকে। তাই ওই দু'দিন নতুন করে জোরালো কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করেননি আন্দোলন কারীরা। আন্দোলন কারীদের মূল দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে চাকরি তাঁদের হারাতে হয়েছে, সসম্মানে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। তার জন্য নতুন করে আর কোনও পরীক্ষায় তাঁরা বসতে চান না। গত বৃহস্পতিবার এই দাবি নিয়ে চাকরিহারারা বিকাশ ভবন ঘেরাও করেছিলেন। চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের অবস্থান মঞ্চে গেলেন প্রতীকী রবীঃদ্রনাথ ঠাকুর। শনিবার অবস্থান মঞ্চে গেলেন প্রতীকী কবিগুরু! আইএনটিইউসির সেবাদলের তরফে আন্দোলনকারীদের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাতেই এই অভিনব

উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রতীকী রবীন্দ্রনাথের কথায়, শিক্ষকদের মারধর করা, অপমান করা মানে শিক্ষাকেই অপমান করা। বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনের সামনে পুলিশ এটাই করেছে। পুলিশের কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানাতে এবং শিক্ষকদের আন্দোলনের পাশে থাকার বার্তা দিতে এই অভিনব আয়োজন। এদিন বিকাশ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ কর্মীদের গোলাপ ফুলও তুলে দেন তিনি। কেন? প্রতীকী রবীন্দ্রনাথের কথায়, বাংলা মানেই শান্তি, সম্প্রীতির জায়গা। সেই বার্তা পুলিশকেও আরও একবার মনে করিয়ে দিতে চেয়েছি। প্রসঙ্গত, হকের চাকরি ফেরানোর দাবিতে বৃহস্পতিবার থেকে বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলন তীব্রতর করেছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। আন্দোলন হঠাতে ওই দিন রাতে পুলিশের তরফে শিক্ষকদের ওপরে বেধড়ক লাঠি চালানো করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর আঃদোলন আরও তীব্রতর করার ডাক দেয় চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের অধিকার মঞ্চ। তাদের সাফ কথা, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান আন্দোলন জারি থাকবে।

তীব্র গরমে স্বস্তি, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে প্রবল ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ তীব্র গরমে হাসফাঁস দশা। এই পরিস্থিতিতে ভালো খবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শনিবার বিকেলে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়বৃষ্টি সম্ভাবনা। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ঝড়বৃষ্টিতে ভিজতে পারে বলেই জানিয়েছেন আবহবিদরা। উত্তরবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, গত ১৩ মে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং উত্তর আন্দামান সাগরের কিছু অংশে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ঢুকে পড়েছে। পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে আগামী দুই- তিনদিনের মধ্যে মৌসুমী বায়ু নতুন করে মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় ঢুকে পড়বে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বাকি অংশেও চলে আসবে মৌসুমী বায়ু। এদিকে আবার উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং মধ্য অসমে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। যেটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঝুঁকে রয়েছে। পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে রয়েছে সক্রিয় আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। পূর্ব মধ্য ও উত্তর-পূর্ব আরব সাগর এবং সংলগ্ন গুজরাট ও কঙ্কন উপকূলে রয়েছে আরও একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। নিম্নচাপ অক্ষরেখার দাপটও রয়েছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে। বীরভূম,পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকবে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯.২ ডিগ্রি। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৯ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৬ থেকে ৮৭ শতাংশ। বিকেলের পর ঝড়বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। মঙ্গলবারের মধ্যে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমবে বলে অনুমান। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৩০-৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এদিকে, অসম, মেঘালয়ে প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা। অরুণাচল প্রদেশেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বিজেপির প্রশংসার পঞ্চমুখ পি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ ভারতীয় রাজনীতিতে যখন বিরোধী ঐক্য ও বিজেপি বিরোধিতার নতুন নতুন ধারা তৈরি হচ্ছে, ঠিক তখনই প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে জল্পনা। বিজেপির সাংগঠনিক ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তিনি যেন বিরোধী শিবিরে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিলেন। একদিকে তিনি স্বীকার করছেন যে বিজেপিকে হারাতে হলে শক্তিশালী বিরোধী জোট অপরিহার্য, অন্যদিকে তাঁর বক্তব্যেই ফুটে উঠেছে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া ভঙ্গুরতা ও অনিশ্চয়তা। চিদম্বরম বলেন, বিজেপির মতো এত মজবুত সংগঠিত কোনও রাজনৈতিক দল নেই। প্রতিটি বিভাগে বিজেপি শক্তিশালী। এটা আর পাঁচটা রাজনৈতিক দল নয়। নির্বাচন কমিশন থেকে থানা পর্যন্ত সংস্থা বিজেপির নিয়ন্ত্রণ করা বা করায়ত্ত করার ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর এই বক্তব্যে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিজেপির শক্তি নিয়ে এমন প্রকাশ্য স্বীকৃতি বিরোধীদের মনোবলে প্রভাব ফেলতে পারে। একই সঙ্গে বিরোধী জোটের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কথাও চিদম্বরম তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন, ইন্ডিয়া জোট এখনও অটুট কি না, তা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। যদি অটুট থাকে, তা হলে খুবই খুশি হব। কিন্তু মনে হচ্ছে, এই জোট ভঙ্গুর। যদিও আবার তা জোড়া লাগানো যায়। সময় রয়েছে। অনেক কিছু ঘটার বাকি। এই বক্তব্য স্পষ্টই বোঝাচ্ছে, বিরোধী জোটের বর্তমান অবস্থা নিয়ে চিদম্বরম নিজেই সন্দিহান। চিদম্বরমের এই মন্তব্যে স্বভাবতই প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিজেপি। তাদের বক্তব্য, চিদম্বরমের এই স্বীকারোক্তিই প্রমাণ করে যে কংগ্রেস বা ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্য নেই। বিজেপি দাবি করছে, দেশবাসী বুঝে গেছে কে কাজ করছে এবং কারা শুধু বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ প্রশ্ন তুলেছেন, চিদম্বরম নিজে বিজেপির মোকাবিলায় কী করছেন? তিনি চিদম্বরমের বক্তব্যকে নেতিবাচক বলে উল্লেখ করে বলেন, এই সময়ে আমাদের দলীয় ঐক্য এবং নেতৃত্বে আস্থা জোরদার করা উচিত। নিজেদের ঘরের লোক যখন বিজেপির প্রশংসা করেন, তখন দলীয় কর্মীদের মনোবল ভেঙে পড়ে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে বিভিন্ন রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে মতানৈক্য তৈরি হয়েছিল। তাতেই ধাক্কা খেয়েছে জোটের কাঠামো। অনেকেই বলেছিলেন, ইন্ডিয়া মঞ্চ কেবলমাত্র লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে তৈরি হয়েছিল, তার দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্ব নেই। চিদম্বরম এই প্রেক্ষিতে বলেন, তামিলনাড়ুতে জোটের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ভোটের সময় জোট তৈরি করা যায় না। জোট গঠনের পর তা পাঁচ বছর ধরে রক্ষা করতে হয়। কেরল, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে রাজনৈতিক জোট বহু বছর ধরে টিকে রয়েছে, হার-জিত সত্ত্বেও। চিদম্বরমের বক্তব্যের মধ্যে একদিকে যেমন বাস্তবতা রয়েছে, অন্যদিকে বিরোধীদের জন্য এটি একটি সতর্কবার্তাও বটে। বিজেপিকে হারাতে গেলে কেবলমাত্র নির্বাচনের সময় একত্রিত হলে চলবে না, বরং দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক জোট এবং পারস্পরিক বিশ্বাস গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উঠে এসেছে তাঁর কথায়।

লাদেন নিকেশের প্রসঙ্গ টেনে সিঁদুরের প্রশংসা ধনকড়ের

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ আমেরিকা যেভাবে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করেছিল, ঠিক একইভাবে পহেলগাঁও হামলার বদলা নিয়েছে ভারত। দিল্লির একটি বেসরকারি কলেজের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন দেশের উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। পাশাপাশি অপারেশন সিঁদুরের প্রশংসা করে তিনি জানান, এই অভিযানের মাধ্যমে ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নতুন এক 'মানদণ্ড' সৃষ্টি করেছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ারে আছড়ে পড়ে দু'টি যাত্রীবাহী বিমান। পেন্টাগনের গায়েও আছড়ে পড়ে একটি বিমান। আল কায়দার পাঠানো আত্মঘাতী জঙ্গিদের ওই হামলার পর ' আফগানিস্তান' শুরু করে মার্কিন ফৌজ। জানা যায়, আমেরিকার বুকে এই সন্ত্রাসী হামলার মূল ষ।যন্ত্রী ছিল লাদেন। অবশেষে ২০১১ সালের ২ মে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে এক বাংলোয় মার্কিন কমান্ডো বাহিনীর 'টিম সিক্স'-এর অভিযানে মৃত্যু হয়েছিল তার। সেই অপারেশনের নামই ছিল 'নেপচুন স্পিয়ার'। লাদেন নিকেশের সেই প্রসঙ্গ টেনে ধনকড় বলেন, ৯১১ হামলার মূল ষ।যন্ত্রীকে মার্কিন সেনা যেভাবে খতম করেছে, ঠিক সেই ভাবেই ভারত পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বুকে জঙ্গিঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে পহেলগাঁওহামলার বদলা নিয়েছে। তিনি বলেন, এটা ভারতের কর্তব্য ছিল এবং গোটা বিশ্ব সেটি দেখেছে। এরপরই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করেন। বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মোদি যে বার্তা দিয়েছেন তা অভূতপূর্ব। গোটা বিশ্ব সেটা বুঝতে পেরেছে।

উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও হামলার পর গত ৬-৭ মে পাকিস্তানে জঙ্গিদের আঁতুড়ঘরে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে ভারত। ২৩ মিনিটের এই অভিযানে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। মৃত্যু হয় শতাধিক জঙ্গির। তবে সন্ত্রাসের বুকে আঘাত হানতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে পাকিস্তান। পাল্টা হামলা চালানোর চেষ্টা হয় ভারতের উপর। যদিও ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেই হামলা রুখে দেওয়ার পাশাপাশি পাকিস্তানের বায়ুসেনা ঘাঁটি-সহ অন্তত ১১টি সেনাঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে বুঝিয়ে দেয় বাড়াবাড়ি করলে ফল ভালো হবে না। এরপরই পাকিস্তানের তরফে আসে সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাব। ভারত সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি।

পাক মদতপুষ্ট খলিস্তানিদের কোমর ভাঙতে শুরু অ্যাকশন

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ অপারেশন সিঁদুরের পর এবার পাক মদতপুষ্ট খলিস্তানিদের কোমর ভাঙতে অ্যাকশনে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। খলিস্তানি জঙ্গি সংগঠন বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের (বিকেআই) সদস্যদের খুঁজতে দেশের ১৫টি জায়গায় চলেছে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান। গ্যাংস্টার হ্যাপি পাসিয়ানের সঙ্গে জড়িতদের খুঁজতে এই অভিজান বলে খবর। যার যোগ রয়েছে পাকিস্তানের খলিস্তানি জঙ্গি হরবিন্দর সিং ওরফে রিন্দা এবং আইএসআইয়ের সঙ্গেও। যাদের মদতে গত কয়েক মাসে পাঞ্জাবে একের পর গ্রেনেড হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ। গত বছরের ডিসেম্বরে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার এক থানায় গ্রেনেড হামলা হয়। যার সঙ্গে যোগ ছিল হরবিন্দর সিংয়ের। সেই থেকেই এনআইএয়ের হিটলিস্টে রয়েছে হরপ্রীত সিং। বিকেআইয়ের অন্যান্য সদস্যদের খুঁজতে গতকাল অভিযানে নামে তদন্তকারীরা। চিরুনি তল্লাশি চলে গুরুদাসপুর, বাটালা, অমৃতসর এবং কাপুরথালা জেলায়। সেখানকার বেশ কিছু সন্দেহজনক জায়গা থেকে মোবাইল এবং ডিজিটাল ডিভাইস-সহ অপরাধমূলক উপকরণ এবং বিভিন্ন নথি জব্দ করেছেন তাঁরা। এই হ্যাপি পাসিয়ানের সঙ্গে যোগ রয়েছে

আমেরিকার খলিস্তানি জঙ্গি হরপ্রীত সিংয়েরও। গত এপ্রিল মাসেই এনআইএ-র হিটলিস্টে থাকা বব্বর খালসা সংগঠনের সদস্য হরপ্রীতকে আমেরিকায় গ্রেপ্তার করে এফবিআই। গত ৭ মাসে পাঞ্জাবে কমপক্ষে ১৬টি গ্রেনেড হামলার ঘটনা সামনে এসেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা মনোরঞ্জন কালিয়ার বাড়ির সামনে বোমাবাজির ঘটনা। গত ৭ এপ্রিল রাতে পাঞ্জাবের জলন্ধরে নেতার বাড়ির সামনে বোমা ছোড়া হয়। এমনই ১৪টি বোমাবাজির ঘটনায় উঠে এসেছিল হরপ্রীত ওরফে হ্যাপি পাসিয়ানের নাম। এছাড়া চলতি বছরে চণ্ডীগ। গ্রেনেড হামলার চার্জশিটেও এনআইএ হরপ্রীত-সহ মোট চারজনের নাম নথিভুক্ত করেছিল। দীর্ঘ দিন ধরে এই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে এনআইএ ও পাঞ্জাব পুলিশ। উল্লেখ্য, বিদেশের মাটিতে বিশেষ করে কানাডা, আমেরিকা ও ব্রিটেনে খলিস্তানি জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। মার্কিন মুলুকে ঘাঁটি গেড়ে থাকা ভারতের কুখ্যাত খলিস্তানি জঙ্গিদের লিস্ট ইতিমধ্যেই আমেরিকায় পাঠানো হয়েছে। এদিকে, কানাডার নয়া প্রধানমন্ত্রী মার্ক কারনিও ভারতের দিকে বন্ধুত্বের আশ্বাস দিয়ে খলিস্তানি চরমপন্থা দমনের বার্তা দিয়েছেন।

ভারত চলতি বছরেও বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধির প্রধান অর্থনীতি হিসাবে নিজের জায়গা ধরে রাখতে সক্ষম হবে

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ বিশ্ব অর্থনীতির নড়বড়ে অবস্থা সত্ত্বেও, ভারতে এখনও আশার আলো। রাষ্ট্রসংঘ জানিয়েছে, ভারত চলতি বছরেও বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধির প্রধান অর্থনীতি হিসাবে নিজের জায়গা ধরে রাখতে সক্ষম হবে। রাষ্ট্রসংঘের আশা, চলতি অর্থবছরে ভারতের বৃদ্ধির হার হবে ৬.৩ শতাংশ। সূত্রে খবর, রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সম্ভাবনার সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে, ভারতের বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে শক্তিশালী পারিবারিক ব্যয়, দৃঢ় সরকারি বিনিয়োগ এবং ক্রমবর্ধমান পরিষেবা রপ্তানি। জানুয়ারিতে বৃদ্ধির অনুমান ৬.৬ শতাংশ থেকে সামান্য সংশোধিত হলেও ভারত এখনও অন্যান্য বৃহ অর্থনীতির তুলনায় এগিয়ে রয়েছে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। পরের

বছর ভারতের অর্থনীতি ৬.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যদিও এটি পূর্বের প্রত্যাশার চেয়ে সামান্য কম। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উত্তেজনা এবং নীতিগত অনিশ্চয়তার দিকে ইঙ্গিত করে রাষ্ট্রসংঘ বলেছে, ' অর্থনীতি একটি অনিশ্চিত মুহূর্তে রয়েছে। অনেক দেশ এখন আগের অনুমানের চেয়ে ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।' প্রসঙ্গত, অন্যান্য প্রধান অর্থনীতির সঙ্গে তুলনা করলে ভারতের পরিসংখ্যান চিত্তাকর্ষক বলে মনে হচ্ছে। চিনের প্রবৃদ্ধি ৪.৬ শতাংশ, আমেরিকা ১.৬ শতাংশ, জাপান ০.৭ শতাংশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন মাত্র ১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। জার্মানিতে -০.১ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিও দেখা যেতে পারে।

স্বস্তির বৃষ্টি মুম্বইয়ে, দহনজ্বালা থেকে পরিত্রাণ পেল বাণিজ্যনগরী

মুম্বই, ১৭ মে ঃ স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। শনিবার সকালে মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। এই বৃষ্টির সৌজন্যে গরমের দহনজ্বালা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন বাণিজ্যনগরীর বাসিন্দারা। দক্ষিণ মুম্বইয়ের কোলাবা, মেরিন লাইনস, বাইকুল্লা, পারেল, লালবাগ, দাদর এবং বান্দ্রা এলাকায় সকাল থেকে বৃষ্টিপাতের ফলে বিভিন্ন স্থানে জল জমে গিয়েছে।আন্ধেরি এবং বোরিভালি এলাকার মধ্যেও মাঝেমধ্যে বৃষ্টিপাত হয়েছে। সকাল থেকেই আকাশে কালো মেঘ ঢেকে যায়, যা গরম থেকে স্বস্তি এনেছে। বৃষ্টির মধ্যেও লোকাল ট্রেন পরিষেবা সুচারুভাবে চলেছে। আইএমডি অনুসারে, মুম্বই শহর জুড়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে মুম্বইয়ে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টিপাত হচ্ছে।

বেঙ্গালুরুতে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন, নেতৃত্ব দিলেন শোভা করন্দলাজে

বেঙ্গালুরু, ১৭ মে ঃ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পরাক্রমকে সম্মান জানিয়ে বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত হল তিরঙ্গা যাত্রা। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি সংহতি ও সম্মান জানাতে শনিবার বেঙ্গালুরুর থানিসান্দ্রায় কর্ণাটক বিজেপি কর্মীদের দ্বারা আয়োজিত তিরঙ্গা যাত্রা মিছিলের নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শোভা করন্দলাজে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শোভা করন্দলাজে বলেন, আমরা সমস্ত দেশপ্রেমিক আমাদের দল, বর্ণ অথবা ধর্ম নির্বিশেষে সারা দেশে তিরঙ্গা যাত্রা আয়োজন করছি। আমরা সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়েছি এবং আমাদের দেশের নিরাপত্তার জন্য তাদের এবং সরকারকে আশীর্বাদ করছি।

কংগ্রেস নিজস্ব দলের নেতাদেরই বিশ্বাস করে নাঃশেহজাদ পুনাওয়ালা

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ শশী থারুরকে নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে কংগ্রেসের অন্দরে। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বে কূটনৈতিক বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে ভারত সরকার। এই আবহে ৭ সাংসদের একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলে রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরও। তাতেই আপত্তি কংগ্রেসের। কংগ্রেসের এই আপত্তিতে কটাক্ষ করলেন বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তাঁর কথায়, কংগ্রেস নিজস্ব দলের নেতাদেরই বিশ্বাস করে না।শনিবার শেহজাদ বলেছেন, কংগ্রেস নিজস্ব দলের নেতাদেরই বিশ্বাস করে না। ডঃ শশী থারুর ক্রমাগত পাকিস্তানের বক্তব্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং ভারত সর্বপোরি ধারণাটি চালু করেছেন। কিন্তু কংগ্রেস দেশের চেয়ে নিজস্ব দলকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং সংঃ দহজনক নামগুলি সামনে এনেছে, যার মধ্যে সেইসব মানুষও রয়েছে যাদের নির্বাচনের সময় পাকিস্তান জিন্দাবাদের স্লোগান দেওয়া হয়েছিল। এটি কংগ্রেসের তুচ্ছ এবং তোষণ মানসিকতার একটি উদাহরণ। ডঃ শশী থারুর বলেছেন, তিনি সর্বদা দেশের সেবা করার জন্য উপলব্ধ। এর অর্থ হল তিনি ভারতকে কংগ্রেসের উপরে স্থান দিয়েছেন।

অপারেশন সিঁদুর-কূটনীতিঃকেন্দ্র পাঠাচ্ছে সর্বদলীয় প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ পহেলগাম সন্ত্রাস এবং 'অপারেশন সিঁদুর' সংক্রান্ত পরিস্থিতি দিয়ে বিভিন্ন দেশের কাছে পৌঁছতে কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার সমান্তরালে এক অভিনব পন্থা নিল নরে ঃদ্র মোদী সরকার। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সাংসদদের নিয়ে তৈরি প্রতিনিধি দলকে ভাগে ভাগে বিদেশের বিভিন্ন সরকারের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, ২০ মে নাগাদ শুরু হবে এই বিদেশ সফর।শনিবার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে, ভারত ঐক্যবদ্ধ। ৭টি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল শীঘ্রই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার দেশগুলিতে সফর করবে, সন্ত্রাসবাদের প্রতি আমাদের শূন্য-সহনশীলতার বার্তা বহন করবেন। রাজনীতির ঊর্ধ্বে, পার্থক্যের ঊর্ধ্বে জাতীয় ঐক্যের একটি শক্তিশালী প্রতিফলন। অপারেশন সিঁদুর ও সীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অব্যাহত লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে, ৭টি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল এই মাসের শেষের দিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য-সহ গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার দেশগুলিতে সফর করবে। নিম্নলিখিত সাংসদরা সাতটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন -১) শশী থারুর, কংগ্রেস।২) রবি শঙ্কর প্রসাদ, বিজেপি।৩) সঞ্জয় কুমার ঝা, জেডিইউ।৪) বৈজয়ন্ত পান্ডা, বিজেপি।৫) কানিমোঝি করুণানিধি, ডিএমকে।৬) সুপ্রিয়া সুলে, এনসিপি।৭) শ্রীকান্ত একনাথ শিন্ডে, শিবসেনা

বিহারে ভোট-প্রস্তুতিতে নির্বাচন কমিশন, মোতিহারিতে যোশীর নেতৃত্বে টিম

মোতিহারি, ১৭ মে ঃ বিহারের ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিল নির্বাচন কমিশন। বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে, কমিশনার বিবেক যোশীর নেতৃত্বে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের একটি টিম মোতিহারিতে পৌঁছে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট স্টোরেজ গুদাম পরিদর্শন করেছে।শনিবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৌরভ জোরওয়াল বলেছেন, শনিবার নির্বাচন কমিশন আবারও আমাদের এফএলসি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছে, এফএলসি কীভাবে কাজ করছে তা দেখার জন্য। তাদের চিন্তা ছিল, সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা প্রতিদিন এসে এফএলসি কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করবেন।নির্বাচন কমিশনার বিবেক যোশী বলেছেন, প্রস্তুতি এখনও চলছে এবং প্রচুর সময় আছে, তবে আমরা সময় সূচী অনুসারে প্রস্তুত থাকার জন্য কাজ করছি। পর্যবেক্ষণ করতে আসা কর্মকর্তারা তা করবেন এবং এসভিইইপি-এর মাধ্যমে তাদের ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

দিল্লির হাসপাতালগুলিতে ওষুধের অভাব থাকা উচিত নয় ঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শনিবার সকালে মঙ্গোলপুরীর সঞ্জয় গান্ধী হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁকে স্বাগত জানানো হয়, বিজেপি সাংসদ যোগেন্দ্র চান্দোলিয়াও উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে তিনি বেশ কয়েকজন রোগীর সঙ্গে কথা বলেন এবং হাসপাতালের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন করেন।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, এই এলাকায় আর কোনও বড় হাসপাতাল না থাকায় সঞ্জয় গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের ওপর অনেক চাপ রয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ২৭০০ রোগীর বহির্বিভাগে (ওপিডি) চিকিৎসা করা হয়। হাসপাতালে শয্যার অভাব রয়েছে, আজ, আমরা নতুন ভবনটি পর্যালোচনা করেছি এবং এটি সম্পন্ন করার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছি। নতুন ভবনটি সম্পন্ন করার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করব। দিল্লির হাসপাতালগুলিতে ওষুধের কোনও ঘাটতি থাকা উচিত নয়। হাসপাতালে মানুষ যাতে সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা পান তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ চলছে।

তামিলনাড়ুর করুরে বাস ও ট্যুরিস্ট ভ্যানের সংঘর্ষে মৃত ৪, আহত ১৪ জন

করুর, ১৭ মে ঃ তামিলনাড়ুর করুরে বাস ও ট্যুরিস্ট ভ্যানের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৪ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৪ জন। মৃতদের মধ্যে ৮ বছরের একটি নাবালিকাও রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকালে বেঙ্গালুরু থেকে নাগেরকয়েলগামী একটি দ্রুতগামী ওমনি বাস কারুর-সালেম হাইওয়েতে বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, প্রথমে একটি ট্র্যাক্টর এবং পরে একটি ট্যুরিস্ট ভ্যানকে ধাক্কা মারে বাসটি। শনিবার সকালে করুর জেলার ভেন্নাইমালাইয়ের কাছে সালেম-কারুর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটছে।সকাল ৫টা নাগাদ বাসটি একটি ট্র্যাক্টরের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর বিপরীত লেনে চলে যায় এবং সামনের দিকে আসা একটি ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসটি বেঙ্গালুরু থেকে নাগেরকয়েল যাচ্ছিল, পর্যটক ভ্যানটি থুথুকুডি জেলার কোভিলপট্টি থেকে ইয়েরকাড যাচ্ছিল।আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং নিহতদের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য করুর সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত চারজনের মধ্যে দু'জন হলেন - ডি শশিকুমার (৪২) এবং দক্ষিণিকা (৮)। শশিকুমার ছিলেন ট্যুরিস্ট ভ্যানের চালক।

১৪ বছর আগে প্রতিবেশীকে খুন, প্রৌঢ়কে যাবজ্জীবন সাজা দিল আদালত

হুগলি, ১৭ মেঃইটের আঘাতে খুন হয়েছিলেন এক ব্যক্তি। সেই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছিল কাশিনাথ মণ্ডল নামে অভিযুক্তকে। মামলায় দোষী সাব্যস্ত হল সে। শনিবার যাবজ্জীবন সাজা শোনাল চন্দননগর আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। দীর্ঘ ১৪ পর ওই খুনের ঘটনায় সাজা হল।২০১১ সালের ২৬ জুলাই হুগলির তারকেশ্বর বাসস্ট্যান্ডে দুই প্রৌঢ়ের মধ্যে বচসা হয়েছিল। দুজনের বাড়িই তারকেশ্বর মুক্তারপুর এলাকায়। বচসা চলাকালীন রাস্তায় পড়ে থাকা ইট দিয়ে আঘাত করা নবকুমার খাঁড়া নামে ওই ব্যক্তিকে। সেই আঘাতে মৃত্যু হয় তাঁর। খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ কাশিনাথ মণ্ডল নামে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।গত ৭ মে চন্দননগর আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে এই খুনের মামলা উঠেছিল। বিচারক জগজ্যোতি ভট্টাচার্য অভিযুক্তকে দ্রুত হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেন। আদালতের নির্দেশে ফের কাশিনাথ মণ্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে মোট ১৩ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।শনিবার বিচারক ওই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন। এছা।াও ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। দীর্ঘদিন পর বিচার পেয়ে খুশি মৃতের পরিবার। সাজা ঘোষণার পর নবকুমারের ছেলে তরুণকুমার খাঁড়া বলেন, প্রতিবেশী কাশিনাথের সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না। নেহাতই রাগের বশে বাবাকে খুন করা হয়। এর আগেও একজনকে ছুরি মারায় অভিযুক্ত ছিলেন তিনি। সেই যাত্রায়. তিনি বেঁচে গেলেও বাবাকে খুন করার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছেন।

ইসরোর ১০১-তম মিশন, পিএসএলভি-সি ৬১-এর উৎক্ষেপণের কাউন্টডাউন শুরু

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃমহাকাশ কর্মসূচির ১০১-তম অভিযানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করতে চলেছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। ইসরো-র পিএসএলভি-সি৬১ রকেট ভোর ৫ঃ৫৯ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে পৃথিবী পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ, ইওএস-০৯ উপগ্রহ নিয়ে. উৎক্ষেপণ করবে।এই অভিযানটি ইওএস-০৯-কে সূর্যের সমকালীন মেরু কক্ষপথে স্থাপন করবে। ইওএস-০৯ বিভিন্ন ক্ষেত্রের কার্যকরী প্রযোগের জন্য অবিচ্ছিন্ন এবং নির্ভরযোগ্য রিমোট সেন্সিং ডেটা সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই অভিযানে একটি সিন্থেটিক অ্যাপারচার রাডার পেলোড রয়েছে, যা সমস্ত আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে পৃথিবী পর্যবেক্ষণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য চিত্র সরবরাহ করতে সক্ষম। এই উৎক্ষেপণের জন্য শনিবার সকালে কাউন্ট ডাউন শুরু হয়েছে।

দিল্লিতে বড় ধাক্কা খেল এএপি ইস্তফা ১৫ জন কাউন্সিলরের, দল গঠনেরও ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ দিল্লিতে বড়সড় ধাক্কা খেল আম আদমি পার্টি। একসঙ্গে ১৫ জন কাউন্সিলর এএপি-র প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। বিদ্রোহী কাউন্সিলররা দিল্লি পৌর কর্পোরেশনে এএপি-র দলনেতা মুকেশ গোয়েলের নেতৃত্বে একটি পৃথক দল গঠন হচ্ছে বলে জানা গেছে। সমস্ত পৌর কাউন্সিলর আম আদমি পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং একটি নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই দলের নাম রাখা হয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থ বিকাশ পার্টি।ইস্তফা দেওয়া কাউন্সিলররা হলেন - মুকেশ গোয়েল, হেমচাঁদ গোয়েল, দিনেশ ভরদ্বাজ, হিমানি জৈন, উষা শর্মা, সাহেব কুমার, রাখি কুমার, অশোক পান্ডে, রাজেশ কুমার, অনিল রানা, দেবেন্দ্র কুমার প্রমুখ। এএপি থেকে পদত্যাগের বিষয়ে.মুকেশ গোয়েল বলেন, প্রায় ১৫ জন কাউন্সিলর আম আদমি পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থ বিকাশ পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করেছেন। ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও, আমরা দিল্লির জনগণের সেবার জন্য কাজ করতে পারিনি। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে আমরা কাজ করতে পারিনি।এএপি থেকে পদত্যাগের বিষয়ে হিমানী জৈন বলেন, আমরা একটি নতুন দল গঠন করেছি, ইন্দ্রপ্রস্থ বিকাশ পার্টি। আমরা এএপি থেকে পদত্যাগ করেছি। গত আড়াই বছরে কর্পোরেশনে এমন কোনও কাজ করা হয়নি যা করা উচিত ছিল। আমরা ক্ষমতায় ছিলাম, তবুও আমরা কিছুই করতে পারিনি। আমরা একটি নতুন দল গঠন করেছি, কারণ আমাদের আদর্শ হল দিল্লির উন্নয়নের জন্য কাজ করা। আমরা সেই দলকে সমর্থন করব যে দল দিল্লির উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। এখনও পর্যন্ত ১৫ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন। আরও অনেকে যোগ দিতে পারেন.।

আমাদের সকল সংগঠনকে নিয়ে একসাথে কাজ করতে হবেঃমন্ত্রী অরূপ রায়

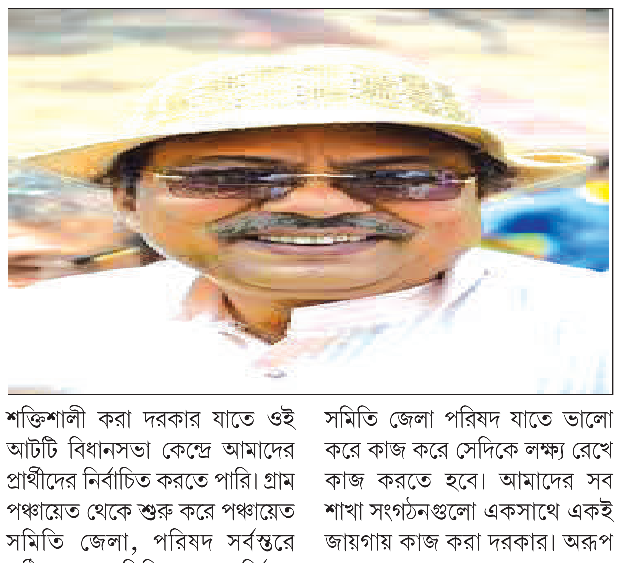

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়াঃআমাদের সকল সংগঠনকে নিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে। শক্তিশালী দল যাতে হয় সেই দিকে নজর দিয়ে কাজ করতে হবে। যে গ্যাপটা হয়েছিল তা পূরণ করতে হবে। হাওড়া সদরের আটটি ব্লককে শক্তিশালী করা দরকার,' মন্তব্য অরূপ রায়ের। শুক্রবার হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ওই মন্তব্য করেন তিনি। হাওড়া সদরে দলে রদবদল নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অরূপ রায় বলেন, এটা কেন করা হয়েছে দল বলতে পারবে। দল যে দায়িত্ব দিয়েছে সে দায়িত্ব আমাদের যথাযথভাবে পালন করতে হবে। গৌতম চৌধুরীকে নিয়ে কাজ করতে হবে। গৌতমের অভিজ্ঞতা অপেক্ষাকৃত কম থাকলেও ও কর্মঠ এবং লড়াকু ছেলে। তাকে সঙ্গে নিয়ে দলকে শক্তিশালী করতে হবে। যে গ্যাপটা হয়েছিল তা পূরণ করতে হবে। হাওড়া সদরের আটটি ব্লককে শক্তিশালী করা দরকার যাতে ওই আটটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থীদের নির্বাচিত করতে পারি। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি জেলা, পরিষদ সর্বস্তরে সঠিকভাবে দিদির ভাবমূর্তিকে সামনে রেখে তার যোগ্য সম্মান দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজ হয়। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ যাতে ভালো করে কাজ করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে। আমাদের সব শাখা সংগঠনগুলো একসাথে একই জায়গায় কাজ করা দরকার। অরূপ রায় আরও বলেন, আমাদের সকল সংগঠনকে নিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে। আমি বর্তমান সভাপতিকে সঙ্গে নিয়ে চলব। আগে যেরকম পরামর্শ দিয়েছি সেই রকমই পরামর্শ দেব। ১৯৯৮ সালে যখন তৃণমূল কংগ্রেস দল তৈরি হয় তখন আমাকে দল হাওড়া জেলার সভাপতি করেছিল। তখন হাওড়ায় ভাগ ছিল না। ২০১৩ পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে ভাগ হয়েছে। গৌতম চৌধুরীকে বরাবর পরামর্শ দিয়ে এসেছি। এখন গৌতম চৌধুরী বিধায়ক হয়েছে। আগে তাকে যে পরামর্শ দিয়েছি এখন সেই পরামর্শই দেব যাতে ও ভালো লিডার হয়। শক্তিশালী দল যাতে হয় সেই দিকে নজর দিয়ে যথোপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া হবে। পুরসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে এদিন অরূপ রায় বলেন, পুরসভা নির্বাচন যে কোনওদিন হতে পারে। পুরসভা নির্বাচনের জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। কর্মীদের একত্রিত করে ভালো ভাবমূর্তি সম্পন্ন প্রার্থী সামনে রাখতে হবে। তাহলেই নির্বাচনে বিপুলভাবে জিততে পারব।

জনগণের কল্যাণই সরকারের অগ্রাধিকার, মন্তব্য রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃজনগণের কল্যাণই দিল্লি সরকারের অগ্রাধিকার, জোর দিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তিনি বলেছেন, এখনও পর্যন্ত আমরা পূর্ববর্তী সরকারগুলির ঋণ পরিশোধ করে আসছি। আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য হলো জনগণের কল্যাণ। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শনিবার সকালে দিল্লির শালিমার বাগ এলাকার সিঙ্গালপুর গ্রামে জলের পাইপলাইন উদ্বোধন করেছেন।এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, জনগণের স্বার্থে কাজ করা উচিত কোনও কাজ বন্ধ করা উচিত নয়। প্রতিটি কাজ সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং সততার সঙ্গে করা সরকারের দায়িত্ব এবং আমরা তা পূরণ করব।

হলদওয়ানিতে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন, সশস্ত্র বাহিনীকে কুর্নিশ মুখ্যমন্ত্রী ধামির

হলদওয়ানি, ১৭ মে ঃজম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর 'অপারেশন সিঁদুরে' ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পরাক্রমকে সম্মান জানাতে 'তিরঙ্গা যাত্রা'র আয়োজন করা হচ্ছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। এবার উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানিতে আয়োজিত হল তিরঙ্গা যাত্রা। শনিবার সকালে তিরঙ্গা যাত্রার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃঢ় নীতি ও নেতৃত্বের কারণে, এখন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনা করতে পেরেছি। 'তিরঙ্গা শৌর্য সম্মান যাত্রা' কেবল একটি যাত্রা নয়, এটি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহস ও বীরত্বকে স্যালুট ও সম্মান জানানোর একটি সুযোগ।'

আইন, আদালত মানে না ডিএ প্রসঙ্গে সরকারকে তোপ দিলীপের

কলকাতা, ১৭ মে ঃসুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার রায় নিয়ে শনিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দিলীপ ঘোষ বললেন, ''এটা প্রথম নয়। আগেও কোর্ট বহুবার বলেছে। সরকার মানেনি। বলেছে টাকা নেই। যে সরকার তার সন্তানদের ভরণ পোষণ করতে পারে না তাদের কি ক্ষমতায় থাকা সাজে?বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ আরও বলেছেন, আইন, আদালত মানে না। নিজের পক্ষে রায় গেলে সেটা রায়। বিপক্ষে গেলে সেই রায় মানে না। এখন মানুষকে ভাবতে হবে আলাদা আলাদা আন্দোলন হবে, নাকি সরকারকে পাল্টে নিজের অধিকার বুঝে নেবেন।'' উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে, ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া থাকা, ডিএ-র ২৫ শতাংশ, আগামী তিন মাসের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য, রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

মুম্বই বিমানবন্দর ও তাজ হোটেলে বোমার হুমকি, সতর্ক পুলিশ

মুম্বই, ১৭ মে ঃ বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হল মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। এছাড়াও মুম্বইয়ের তাজমহল প্যালেস হোটেলও বোমার হুমকি পেয়েছে। এক হুমকি ইমেল চিন্তা বাড়িয়েছে মুম্বই পুলিশের। শনিবার সকালে মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং তাজমহল প্যালেস হোটেলে ইমেলের মাধ্যমে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে, যেখানে সন্ত্রাসী আফজাল গুরু এবং সেবক্কু শঙ্করের 'অন্যায়' মৃত্যুদণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হুমকিটি মুম্বই বিমানবন্দর পুলিশের অফিসিয়াল ইমেল আইডিতে পাঠানো হয়েছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং পূর্ণ তদন্ত চলছে।

আইসিস স্লিপার সেলের দুই সদস্যকে মুম্বই থেকে গ্রেফতার করল এনআইএ

মুম্বই, ১৭ মেঃশনিবার আইসিস স্লিপার সেলের দুই সদস্যকে মুম্বই থেকে গ্রেফতার করল এনআইএ। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ধরা হয়ে তাদের। ধৃতদের নাম আবদুল্লা ফাইয়াজ শেখ ওরফে ডাইপারওয়ালা এবং তালহা খান। তারা দীর্ঘদিন ধরে গা ঢাকা দিয়েছিল ইন্দোনেশিয়ায়।এনআইএ সূত্রের খবর, ধৃতরা ২০২৩ সালে পুনেতে আইইডি বিস্ফোরক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে যুক্ত ছিল। আইসিস স্লিপার সেলের সঙ্গে যুক্ত ধৃত দুই যুবক ভারত জুড়ে বড় নাশকতার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু পুলিশের কাছে সেই খবর পৌঁছতেই ধরা পড়ার ভয়ে তারা দেশ থেকে পালিয়ে যায়।মাস খানেক তারা গা ঢাকা দেয় ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়। এর পর বছর দুই বাদে ভারতে ফেরার পরিকল্পনা করে তারা। গোপন সূত্রে

প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ

কলকাতাঃবর্ষা শুরু হওয়ার আগে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি তথা দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। নবান্নে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের সচিবের সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সীমান্তরক্ষী বাহিনী, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, উপকূলরক্ষী বাহিনী, আবহাওয়া অফিস এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রতিনিধিরা। এছাড়া সব জেলাশাসকও ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন। নবান্ন সূত্রে খবর, বৈঠকে আবহাওয়া অফিসের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, স্বাভাবিক সময়েই বর্ষা আসবে। মুখ্যসচিব সেচ দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতিটি বাঁধ কী অবস্থায় আছে খতিয়ে দেখতে হবে। যেখানে প্রয়োজন, সেখানে মেরামতির ব্যবস্থা করতে হবে। বোরো চাষের জন্য জলের অভাব যাতে না হয়, সেদিকেও সেচ দপ্তরকে নজর দিতে বলা হয়েছে। জেলাশাসকদের বলা হয়েছে, পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী মজুত রাখতে হবে। আশ্রয় শিবিরগুলিকে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে নিচু এলাকার লোকজনকে যাতে দ্রুত ওই শিবিরগুলিতে আনা যায়, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যু দপ্তর, জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর ও স্বাস্থ্য দপ্তরকে বলা হয়েছে, যদি বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়, তার মোকাবিলার জন্য সবরকমভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। বর্ষায় দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখা দিলে মৎস্যজীবীদের যাতে আগেভাগে ফিরিয়ে আনা যায়, তারও প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। মস্য দপ্তরের সচিব রোশনী সেন জানিয়েছেন, দুর্যোগে মস্যজীবীদের কোনও নৌকা যদি বিপদে পড়ে, তাহলে দ্রুত তার অবস্থান জানা এবং উদ্ধারের জন্য এবার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

রাশিফল

মেষঃ পরিবার ও কাজ, দুটিই আপনার মনোযোগ চাইবে বলে, আপনি দোটানায় ভুগবেন। সন্ধ্যাটি আপনি মজা করার জন্য রেখে দেবেন। আপনি জনপ্রিয়.হতে চান এবং শীঘ্রই আপনার এই আকাঙ্খা পূরণ হবে।

বৃষঃআজকে আপনি দিনের বেশিরভাগ সময়টাই, আপনার স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার পিছনে ব্যয়.করবেন। ব্যাবসায়িক ভোজনের মাধ্যমে, কিছু বাকি থাকা লেনদেন সফল হবে।

মিথুনঃ মতপার্থক্য আপনাদের সম্পর্কের ব্যবধান আরও বাড়িয়ে তুলবে। বাদানুবাদের ক্ষেত্রে আপনার প্রিয়তমের মতামতকে সম্মান করতে শিখুন।

কর্কটঃপ্রেম ও স্পম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে আরও বেশি ক্ষমাশীল হতে হবে ও মানিয়ে চলতে হবে। সম্পর্কে শান্তি ও ঐক্যমত্য বজায় রাখার মূল চাবিকাঠি হলো সমঝোতা।

সিংহঃ আপনার প্রেমের জীবনে সমণ্বয় বজায় রাখার জন্য আপনাকে লোকের সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতার উন্নতি করতে হবে। আপনি আপনার প্রিয়তমের আবেগের অপরিচিত দিক আবিষ্কার করবেন এবং ফলে সবকিছু আরও ভালো এগোবে।

কন্যাঃআজকে আপনার মন উদার এবং স্নায়ু শক্ত থাকবে। সহ্যশক্তি, আশাবাদ এবং অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতা দেখতে পাওয়া যাবে। কলা বিভাগের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করুন।

তুলাঃ আপনার প্রিয়তমের রোমান্টিক মেজাজে আপনি সায় দেবেন, যার ফলে প্রেম বিকশিত হবে।

বৃশ্চিকঃআজকের দিনে শুধু মাত্র হৃদয় সংক্রান্ত বিষয় নয়, কাজ সম্পর্কিত বিষয় সামলানোর ক্ষেত্রেও আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য যৌথ আর্থিক পরিকল্পনার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ধনুঃ আজ আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার ইচ্ছে হবে। সৌন্দর্যের জন্য অল্প কিছু টাকা খরচ করা যেতেই পারে, বিশেষ করে চুলের জন্য। কেনাকাটাও হতে পারে। আপনি পোশাক ও গয়নায় টাকা খরচ করতে চাইবেন।

মকরঃ আপনি নামি ব্র্যান্ড ও ভোগ্যপণ্যের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এখন হাত কামা।চ্ছেন। তবে এখনও আশার আলো আছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে বেশ কিছু টাকা ঢুকতে চলেছে। আর বলাই বাহুল্য, এতে আপনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। এবার আপনি টাকার মূল্য বুঝবেন এবং মুক্তহস্তে টাকা খরচ করা বন্ধ করবেন। কাজের জায়গায় স্বচ্ছন্দ্য থাকবেন।

কুম্ভঃ আজকের দিনটা আপনারই। কাজের জায়গায় আপনার চেষ্টা আপনার হয়ে কথা বলবে। আজ আপনি সবার প্রশংসা কুড়োবেন। কাজকে আর গুরুভার বলে মনে হবে না। আপনি বরং এটা বেশ উপভোগই করবেন। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

মীনঃ বিতর্ক ও মতপার্থক্য আজ আপনাকে একঘরে করার চেষ্টা করবে। আপনি এমনিতে নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আজ একটু ক্লান্ত ও বিরক্ত বোধ করবেন। তবে মন খারাপ করার কিছু নেই, দিনের শেষের দিকে আবার হালকা

আবহাওয়া

ফের গরমের দাপট শুরু হল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, গরমে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিও। আবার দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলায় ১৮-২১ মে তাপপ্রবাহেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার থেকে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। চলবে সোমবার পর্যন্ত। ওই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে। আগামী চার দিনের জন্য ওই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।গরমে পিছিয়ে থাকবে না উত্তরবঙ্গও। আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। সোম ও মঙ্গলবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। ওই দুই জেলার কোনও কোনও জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি থাকতে পারে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি লসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৬টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল১১টা৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৪মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মনিটে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপন কেন্দ্রের উদ্বোধনঃ উলুবেড়িয়া

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৭ মেঃ শনিবার উলুবেড়িয়া-১ নং ব্লকের মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের সূচনা হল। মহেশপুরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপন ও পরিবেশ উপযোগী ব্যবহার কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় এক উৎসবমুখর পরিবেশে। শনিবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্রশেখর প্রামাণিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আজিজুল ইসলাম মোল্লা, মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূজা মাখাল, উপপ্রধান শেখ সাহাবর আলি সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পঞ্চায়েত কর্মীবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে বিডিও রিয়াজুল হক বর্তমান সময়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘‘আজকের দিনে বর্জ্য শুধুই ফেলার জিনিস নয়সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটিই হয়ে উঠতে পারে সম্পদের উৎস। এখান থেকে সংগৃহীত প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত করে রাস্তা নির্মাণ, এমনকি পোশাক তৈরিও সম্ভব। তিনি আরও বলেন, এই কেন্দ্র স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সভাপতি অতীন্দ্রশেখর প্রামাণিক বলেন, ‘‘স্বচ্ছ ভারত মিশনের লক্ষ্য পূরণে এই ধরনের প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাই প্রতিটি পঞ্চায়েতেই এমন ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠুক।

স্থানীয় মানুষজন এই উদ্যোগে অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং আশাবাদী যে এর ফলে গ্রামের পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ রক্ষায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে বলে সকলেই আশাবাদী।

নতুন কোর কমিটির বৈঠক সিউড়ীর পরিবর্তে বোলপুরে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর,১৭ মেঃ রবিবার বোলপুর পুরসভার এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আসছেন ক্রিকেটের কিংবদন্তী খেলোয়াড় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেক্ষত্রে সিউড়ী মিটিং ভেন্যু হলে অনেকের অসুবিধা হতো। তাই সকলের অনুরোধ মেনেই পূর্ব নির্ধারিত সিউড়ীর পরিবর্তে বোলপুরে হতে চলেছে কোর কমিটির বৈঠক। এবার বৈঠক ডেকেছেন চেয়ারম্যান আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ কোর কমিটির আহ্বায়ক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বিকাশ রায় চৌধুরীকে। তিনিও অনুব্রত মণ্ডলের মতো কোর কমিটির একজন সাধারণ সদস্য মাত্র। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এতদিন যেভাবে সংগঠন চলছিল, যে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তিতেই আলোচনা হবে। এবার থেকে মাসে দু’দিন করে মহকুমাভিত্তিক কোর কমিটির বৈঠক হবে। দলের নির্দেশ মেনে বৈঠক ডাকার দায়িত্বে এখন থেকে আশিসবাবুরই। সাংগঠনিক রদবদলের পর দায়িত্ব পেয়েই বৈঠকে বসতে চলেছে বীরভূমে তৃণমূলের কোর কমিটি। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ বোলপুরে জেলার দলীয় কার্যালয়ে হবে বৈঠক। নবগঠিত কোর কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠিয়ে বৈঠকের কথা জানিয়েছেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলের সঙ্গে আলাদাভাবে কথাও বলে জানিয়েছেন তিনি। রবিবারের বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখ থাকার কথা। উল্লেখ্য, গত দেড় মাসে ধরে কোনও বৈঠক করেনি বীরভূমের তৃণমূলের কোর কমিটি। ১৯ এপ্রিল সিউড়িতে কোর কমিটির বৈঠক বসার কথা ছিল। কিন্তু তৎকালীন কোর কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে সেই বৈঠক ডাকেননি। ফলে সেই বৈঠক হয়নি। এবার শুক্রবার তৃণমূলে সাংগঠনিক রদবদলেও বীরভূম জেলা সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কোর কমিটিকে।

বাদ পড়েছেন আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। তিনি এখন কেবলমাত্র কোর কমিটির সদস্য। সাতজনকে নিয়ে তৈরি কোর কমিটিতে আমন্ত্রিত সদস্য দুই সাংসদ শতাব্দী রায় ও অসিত মাল। শুক্রবার এই দায়িত্ব পেয়েই কোর কমিটির চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকের ডাক দেন।

রায়দীঘিতে আখ চাষ করে ভালো আয়ের মুখ দেখলো চাষিরা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর,১৭ মেঃ রায়দিঘীতে আখ চাষ করে ভালো আয়ের মুখ দেখলো এখন কৃষকরা।রায়দিঘী বিধানসভার মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের উত্তর কুমরাপাড়া এলাকার কৃষকদের মুখে এবার হাসি ফুটেছে আখ চাষ করে। অন্যান্য ফসলের তুলনায় কম খরচে বেশি লাভের সুযোগ পাওয়ায় এই এলাকার বহু কৃষক এখন আখ চাষের দিকে ঝুঁকেছেন। উত্তর কুমরাপাড়া এলাকার কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, আখ চাষ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আগে ধান বা অন্যান্য প্রচলিত ফসল চাষ করে যে লাভ হতো, তার থেকে অনেক বেশি আয় হচ্ছে এই আখ চাষে। একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ কম, তেমনই বাজারে আখের চাহিদা থাকায় বিক্রি করতেও কোনো সমস্যা হয় না। প্রতি বিঘা জমিতে আখ চাষ করে কৃষকরা লক্ষাধিক টাকা পর্যন্ত আয় করছেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। উত্তর কুমরাপাড়ার এক কৃষক সৌরভ মন্ডল জানান,আগে আমরা অন্য ফসল ফলাতাম, তাতে অনেক সময় লোকসানও গুনতে হতো। কিন্তু যখন থেকে আখ চাষ শুরু করেছি, তখন থেকে আমাদের আর্থিক কষ্টের অনেকটা সমাধান হয়েছে। এখন ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার খরচ এবং সংসারের অন্যান্য খরচ ও ভালোভাবে চালাতে পারছি এই চাষ করে। আরেক কৃষক অশোক মন্ডল বলেন,আখ চাষে পরিশ্রম একটু বেশি হলেও লাভ অনেক বেশি। সরকার যদি আমাদের আরও সহযোগিতা করে, যেমন উন্নত মানের বীজ সরবরাহ এবং ন্যায্য দামে আখ কেনার ব্যবস্থা করে, তাহলে এই এলাকার আরও অনেক কৃষক আখ চাষের দিকে ঝুঁকবে। তবে এব্যাপারে জেলাকৃষি দফতরের আধিকারিকদের মতে, মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের মাটি আখ চাষের জন্য খুবই উপযোগী। কৃষকদের আগ্রহ এবং ভালো ফলন দেখে আগামীতে এই এলাকায় আখ চাষ আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়। এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ আখ ক্ষেত, কোথাও কৃষকরা আখ কাটছেন, আবার কোথাও আঁটি বাঁধছেন। কৃষকদের মুখে তৃপ্তির হাসি স্পষ্ট। উত্তর কুমরাপাড়ার এই আখ চাষ নিঃসন্দেহে অন্যান্য এলাকার কৃষকদের জন্যও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে আনলো। আর তাই এই চাষের দিকে এগিয়ে আসছে কৃষকরা।

ছাগল প্রতিপালন করে সাবলম্বী হয়ে তাক লাগালো সুন্দরবনের এক দম্পত্তি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৭ মেঃ ছাগল চাষ করে স্বাবলম্বী হয়ে তাক লাগালো সুন্দরবনের এক দম্পতি। এবার ছাগল চাষ করে তাক লাগিয়ে দিলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের গোপালনগর এলাকার এক দম্পতি। কয়েক মাসের মধ্যে উত্থান যেন লটারি জেতার গল্পকে হার মানাবে। সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুস্থ দরিদ্র অসহায় মানুষ হিসাবে এক ডাকে যাদের নাম মনে পড়ে সেই দেবল মাইতি এবং তার স্ত্রী মিতা মাইতি বর্তমানে প্রায় শতাধিক ছাগলের মালিক। আজ থেকে মাত্র এক বছর আগের কথা, মাইতি দম্পতি পাঁচটি ছাগল নিয়ে পথ চলা শুরু করে, বর্তমানে শতাধিক ছাগল প্রতিপালন করছে তাঁরা। বর্তমানে ব্লাক বেঙ্গল, বিটেল, যমুনাপারি, বার্বারী, সিহোরি নামক একাধিক প্রজাতির ছাগল চাষ করে মাসিক প্রায় চল্লিশ হাজার টাকায় লাভের মুখ দেখেছে এই দম্পতি।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এই দম্পতি এখন নিজেরাই ছাগলের ভ্যাকসিন দেওয়া, রোগ বিবেচনা করে ওষুধ খাওয়ানো এমনকি পরিচর্যা করে আসছেন, ছাগল খাওয়ানোর জন্য পড়ে থাকা জায়গাতেই ডিপিএম জাতীয় ঘাস চাষ পর্যন্ত করেছে তারা। উন্নত প্রযুক্তিতে ছাগল চাষের জন্য পাঁচ ফুট উচ্চতায় মাচান তৈরি করে খড়ের ছাওনি ঘর তৈরি করে চলছে ছাগল চাষ।

আগামী দিনে প্রায় হাজারের বেশি ছাগল চাষ করার চিন্তাভাবনা দিয়ে এগিয়ে চলেছে এই মাইতি দম্পতি।

আহিরীটোলাগামী লঞ্চ থেকে মাঝ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা দম্পতির

লঞ্চের যাত্রী ও কর্মীদের চেষ্টায় জীবিত অবস্থায় উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ মে ঃ আহিরীটোলাগামী লঞ্চ থেকে মাঝ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা দম্পতির, লঞ্চের যাত্রী ও কর্মীদের চেষ্টায় জীবিত অবস্থায় উদ্ধার। শনিবার সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। সালকিয়ার বাঁধাঘাট থেকে ভূতল পরিবহনের লঞ্চে কলকাতার আহিরীটোলা যাওয়ার জন্য লঞ্চে উঠেছিলেন মধ্যবয়সী ওই দম্পতি। লঞ্চ মাঝ গঙ্গায় এলে এরা আচমকাই দুজনে একসাথে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চের যাত্রী ও কর্মীরা গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। তৎপরতার সাথে সেফটি টায়ারের সাহায্যে জীবিত অবস্থায় এদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ। প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় দুজনের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার মধ্যবয়স্ক ওই দম্পতি সকালে সালকিয়া বাঁধাঘাট থেকে ভূতল পরিবহণ বিভাগের লঞ্চে ওঠেন। লঞ্চটি আহিরীটোলার দিকে যাচ্ছিল। তাঁরা লঞ্চের রেলিংয়ের ধারেই দাঁড়িয়েছিলেন। প্রায় সাড়ে ৭টা নাগাদ লঞ্চটি মাঝ গঙ্গায় আসার সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চের রেলিং সরিয়ে ওই দম্পতি একসঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। এই অবস্থায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে লঞ্চ যাত্রীদের মধ্যে। তাঁরা সকলেই চেঁচিয়ে ওঠেন। দম্পতিকে বাঁচাতে তাঁদের দিকে দড়ি এবং লাইফ টায়ার ছুঁয়ে দেওয়া হয়। জলের টান বেশি থাকার কারণে তাঁদের থেকে লঞ্চের দূরত্ব অনেকটাই হয়ে যায়।

ওই সময় লঞ্চের দুই যাত্রী এবং এক লঞ্চ কর্মী জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন উদ্ধারের জন্য। সেফটি টায়ারের সাহায্যে সকলের চেষ্টায় তাঁদের দুজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ওই দম্পতিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। খবর দেওয়া হয় দম্পতির পরিবারকে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই দম্পতিকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁরা এখন শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।লিলুয়া ভট্টনগরের বাসিন্দা ওই দম্পতি একমাত্র মেয়ের কিডনির অসুখে মৃত্যু র পর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এছাড়াও সাংসারিক নানা সমস্যা ছিল। সে কারণেই এই ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কৃষ্ণ পাল বলেন, এখান থেকে সাড়ে ছটার সময় লাঞ্চটা ছেড়েছিল। লঞ্চটা আহিরীটোলার দিকে যাচ্ছিল। মাঝ গঙ্গায় এক মহিলা এবং তাঁর স্বামী গঙ্গায় ঝাঁপ দেন।

একজন লঞ্চের কর্মী, আমি এবং আরও ২ জন যাত্রী জলে নেমে দুজনকে উদ্ধার করে লঞ্চে তোলা হয়। ওনাদের দাবি প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁদের গন্ডগোলের জন্য আত্মহত্যা করতে এসেছিলেন। ওনার একমাত্র মেয়ে মারা গিয়েছে। এই কারণে ওনারা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এর আগেও আমি অনেক জনকে জলে ডোবা থেকে বাঁচিয়েছি।

পঠনপাঠন পরিদর্শন

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া,১৭ মেঃ চলছে গ্রীষ্মের ছুটি,আর এই গ্রীষ্ম অবকাশে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে দেওয়া সামার প্রজেক্টর অগ্রগতি পরিদর্শন করতে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে এলাকায় ঘুরলেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। উল্লেখ্য বর্তমানে চলছে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের দেওয়া গ্রীষ্মের ছুটিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রজেক্টের কাজের অগ্রগতি দেখার জন্য বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের অগ্রগতি সহ একাধিক বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় করেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরজ মন্ডল। উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের তপনা,হাটগাছা ২নং,ধুলাসিমলা পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে ছাত্রছাত্রীদের এবং অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ভালো সাড়া পাওয়া যায় বলে জানান বিদ্যালয় পরিদর্শক ও শিক্ষকগণ।

তৃণমূলের মিছিলে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ছবি বিতরন

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৭ মেঃ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে নিরীহ পর্যটকদের উপর পাকিস্তানী জঙ্গিরা হামলা করে খুন করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ইতিমধ্যেই এক দফা লড়াই হয়ে গিয়েছে। এই লড়াইয়ে রীতিমতো পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে আমাদের দেশ। এখন যুদ্ধ বিরতি চললেও উত্তেজনা কমে নি। এর মধ্যেই ভারতের সাফল্য উদযাপন শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে। সকল রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সাফল্যে সামিল সব পক্ষ। এই সাফল্যে বড়সড় ভূমিকা নিয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি মিসাইল নামক অস্ত্রটি। আর আমাদের দেশের মিশাইলের জনক হলেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবুল কালাম। মূলত তার ই চেষ্টায় মিশাইল তৈরীতে স্বয়ং সম্পূর্ণ আমাদের দেশ। শনিবার এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি সাফল্য উদযাপনী মিছিলে দেখা গেল প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ছবি বিতরন করতে। অনেকে সেই ছবি নিয়ে মিছিলে হাঁটলেন। নেতৃত্ব দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়। চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহদেব রুইদাস জানান, সেনাদের বিক্রমকে সম্মান জানাতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আর যেহেতু সেনাদের সাফল্যের হাতিয়ার হিসাবে মিশাইল ব্যবহার করা হয়েছে তাই মিসাইলম্যান বলে পরিচিত আমাদের প্রণম্য প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামকে ও এই ভাবে শ্রদ্ধা জানানো হল। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দুলাল কর, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়, অজয় মন্ডল সহ একাধিক নেতৃত্ব।

নববারাকপুরে দেশের বীর সেনানীদের শ্রদ্ধা সম্মান জানিয়ে জাতীয়তাবাদী মিছিল

নববারাকপুর, ১৭ মেঃ পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে দেশের সৈনিকরা। ভারতীয় সেই বীর সৈনিক দের সম্মান শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় পতাকা নিয়ে শনিবার বিকেলে নববারাকপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী প্রতিচ্ছবি নিয়ে নেতাজী ভবন দলীয় কার্যালয় সামনে থেকে এক সুসজ্জিত বিরাট জাতীয়তাবাদী মিছিল শুরু হয়। বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষ হয় পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে বেদিতে। সেনাসম্মান ও শহিদ তর্পণে বীর সেনানীদের শ্রদ্ধা জানান হয় শহীদ মিনার ফুল ও মালা দিয়ে। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই জাতীয়তাবাদী মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

মিছিলে পায়ে পা মেলান রাজ্যের শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুখেন মজুমদার, পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তথা পুর প্রতিনিধি মনোজ সরকার, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা পুর প্রতিনিধি সুমন দে, মহিলা নেত্রী তথা পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী, মৃদুলা সাহা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সহ শ্রমিক ছাত্র যুব মহিলারা কর্মী সমর্থকরা।

এআরসি আলু নিয়ে আগরতলায় পর্যালোচনা বৈঠক

আগরতলা, ১৭ মেঃ এআরসি পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে ত্রিপুরায় আলু উৎপাদন প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি হয়েছে। তবে এখনও এই আলুগুলি বাজারে ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না, কারণ এখনো রাজ্যের সমস্ত চাষীদের মধ্যে এআরসি আলু বীজ বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। তাই এই এআরসি পদ্ধতিতে উৎপাদিত আলুগুলি বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আগামী দিনের কৃষকদের মধ্যে এই আলু বিতরণ করা হবে। কি করে এআরসি আলু চাষকে আরো ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি করা যায় এই বিষয়টিকে সামনে রেখে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হল রাজধানী আগরতলার পার্শ্ববর্তী নাগিছড়াস্থিত রাজ্যের উদ্যান এবং বাগিচা ফসল গবেষণা কেন্দ্রে।

বিকাশ ভবনে তাঁর বিরুদ্ধে মারমুখী আচরণের অভিযোগ ওড়ালেন সব্যসাচী

কলকাতা, ১৭ মেঃ বিকাশ ভবনের জমায়েতে জনপ্রতিনিধির ঔদ্ধত্য, হুঁশিয়ারি, কর্মরত সাংবাদিকের হাতের বুম ঠেলে সরিয়ে দেওয়া আগ্রহীরা সবাই বৃহস্পতিবার দিনভর ছোট পর্দায় দেখেছেন। লাল চুল, কানে দুল পরা অনুগামীদের শাসানি তো বটেই, হেলমেট দিয়ে মারধরের অভিযোগও তুলেছেন প্রতিবাদী শিক্ষকরা। শনিবার সব অভিযোগই দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন শাসক দলের নেতা সব্যসাচী দত্ত। এহেন প্রহারের নেপথ্যে যে অনুগামীদের কথা বলা হচ্ছে তাঁরা কেউই তাঁর পরিচিত নন বলে শনিবার দাবি করলেন তিনি। বিধাননগর পুরনিগমের চেয়ারম্যান এদিন সংবাদমাধ্যমকে জানান, অ্যাম্বুল্যান্সে করে কেউ বা কারা তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। তাঁদেরই বাইকবাহিনী রাস্তায় আটকে পড়ে মাথার ঠিক রাখতে না পেরে হেলমেট দিয়ে মেরেছেন। সব্যসাচীবাবুর কথায়, যদি কেউ মারের প্রবৃত্তি নিয়েই আসে, তাহলে তারা, লাঠি, ডান্ডা, হকি স্টিক নিয়ে আসত। খামোখা কেন হেলমেট নিয়ে আসতে যাবে? যে বা যারা হেলমেট পরেছিলেন তাঁরাই মেরেছেন। সব্যসাচীবাবু বলেন, সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে সেটাও একরকমের প্ররোচনা। কারণ ব্যাখ্যা করে সব্যসাচী বলেন, নির্দিষ্ট একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিই ইচ্ছাকৃত ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করেছেন। এর সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত ছিলেন না।

ডেঙ্গু মুক্ত করার ডাক দিল সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের মৌশুনী গ্রাম পঞ্চায়েত

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ১৭ মেঃ জাতীয় ডেঙ্গু দিবসে ডেঙ্গু মুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ার ডাক দিলেন মৌশুনী গ্রাম পঞ্চায়েত। ১৬ই মে জাতীয় ডেঙ্গু দিবস, এই জাতীয় ডেঙ্গু দিবসে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতি ও নামখানা ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে, নামখানার মৌশুনীতে একটি ডেঙ্গু প্রতিরোধ সচেতনতা শিবির করা হয়। এদিন প্রথমে আশা কর্মী, আই সি ডি এস কর্মী, এ এন এম কর্মী, আইসিডিএস এর সুপারভাইজার, মৌশুনী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানসী ভট্টাচার্য, উপপ্রধান আব্দুল কাউম খান, এনাদের নিয়ে ডেঙ্গু সচেতনতায় বাগডাঙ্গা বাজার এলাকায় একটি মিছিল সংগঠিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ লোক শিক্ষা প্রসারের শিল্পীদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির করা হয়। এদিন শিবির থেকে ডেঙ্গু জ্বর হলে আমাদের কি কি করণীয়, ডেঙ্গু যাতে না হয় তার জন্য আমাদের কি কি করনীয় সেইসব জানানো হয়। নামখানার ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা যায় এই বছরে এখনো পর্যন্ত নামখানা ব্লকে একজন ও ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়নি। গত বছর মৌশুনী থেকে দুইজন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিল। একজনের বাড়ি বাগডাঙ্গা অন্য জনের বাড়ি বালিয়াড়া, দুইজনেই পরিযায়ী শ্রমিক। গত বছর মৌশুনী দ্বীপে দুজন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়েছিল, একজনের বাড়ি পয়লা ঘেরি অন্য জনের বাড়ি বালিয়াড়া, ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে আরও জানা যায় এই বছর এখনো পর্যন্ত নামখানা ব্লকে ১১ জন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়েছে। প্রত্যেকের বাড়ি নামখানা ব্লকের বুধাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফটিক পুরে। প্রতেকেই উড়িষ্যা থেকে ফিরেছেন। ডেঙ্গু সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নামখানার জয়েন্ট বিডিও শমীক ঘোষ। তিনি বলেন আজ ১৬ই মে বিশ্ব ডেঙ্গু দিবস, তাই আমাদের নামখানা ব্লকের পক্ষ থেকে নামখানা ব্লকের সমস্ত পঞ্চায়েত গুলিতে ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে। এবং নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে মৌশুনী দ্বীপের ওপর বেশি করে সচেতনতা করার কারণ মৌশুনী একটি দ্বীপ এলাকা। এটি চারপাশে জল দিয়ে ঘেরা। মৌশুনীতে কেউ যদি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয় তাহলে তাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে অনেক সময় লেগে যাবে। তাছাড়াও সামনে বর্ষাকাল আসছে তাই তার আগে, মানুষকে সচেতন করার যে বর্ষাকালে বাড়ির চারিপাশে যাতে না জল জমতে দেয় সেই জমা জলে যাতে না মশারা ডিম পাড়তে পারে, সেই নিয়ে আমাদের সচেতনতা। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই বলেন, চারিদিকে নদী বেষ্টিত এলাকা মৌশুনী অঞ্চল, নোনা হাওয়া তাতেও সেখানকার বাইরে যাওয়া আসা মানুষের মধ্য ডেঙ্গুর প্রভাব দেখা যায়। নামখানা ব্লকের বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি রয়েছে। তাতে মৌশুনী দ্বীপ স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে অংশগ্রহণ করেন প্রধান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব এবং আইসিডিএস কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মীরা। একটাই বার্তা যে আমাদের ডেঙ্গু মুক্ত অঞ্চল তৈরি করতে হবে। স্বাভাবিক কারণে সমস্ত রকমেরব্যবস্থা নিতে হবে যাতে ডেঙ্গু কোনভাবে প্রবেশ করতে না পারে। জমা জল থেকে শুরু করে কোনো জায়গায় ডেঙ্গু মশা জন্মাতে না পারে সেই বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য দিতে হবে এবং মানুষদের মধ্যে একটা সচেতনতা বাড়াতে হবে। এই সচেতনতার সঙ্গে সবাই একটি সংকল্পবদ্ধ যে আমরা ডেঙ্গু মুক্ত মৌশুনী অঞ্চল চাই। নোংরা আবর্জনা গুলোকে পরিষ্কার রাখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ড্রাম দেওয়া হয়েছে। এরকমের শিবিরকে আমি স্বাগত জানাই। এই বিষয়ে মৌশুনী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানসী ভট্টাচার্য্য বলেন, ১৬ই মে বিশ্ব ডেঙ্গু দিবস এই বিশ্ব ডেঙ্গু দিবসে আমরা, আমাদের মৌশুনী গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত মানুষদের সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি। যাতে করে এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত না হয়। এবং এর পাশাপাশি ডেঙ্গু মশারা যাতে না জন্মাতে পারে তার জন্য আমরা সচেতনতার বার্তা প্রচার করছি। এইভাবে আমরা আমাদের মৌশুনী দ্বীপকে ডেঙ্গু মুক্ত করে তুলব।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৬৭ সংখ্যা রবিবার ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

বাঙালি মহিলার দাপট

তিনি থাকতেন তাঁর সন্তানতুল্য প্রজাদের নিয়ে। অন্য গাঁয়ে অথবা অন্য জমিদারিতে ডাকাতি হলেও তাঁর জমিদারি ছিল এসবের উর্ধ্বে। প্রজারা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলত 'রামরাজত্বে' বাস করি। উত্তরপ্রদেশের হরইদ-বুধাওন-শাহাজাহানপুরের জমিদার পত্নী তাঁর নিজের জমিদারিতে ছিলেন মুকুটহীন রানি। রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন অনেক ব্রিটিশ পুরুষ রাইফেল শুটার। এমন তেজস্বিনী বাঙালি কন্যা কিন্তু খুব বেশি নেই! একসময় জমিদারি দেখাশোনার সঙ্গে জনকল্যাণ ও লোকসেবায় মন দেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমসাময়িক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা জানতেন সুদক্ষিণার মত মনে প্রাণে ব্রিটিশ বিদ্বেষী আর দুটি নেই। সংগীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন। ' দি ইন্ডিয়ান ভিলেজগার্ল' নামে একটি সুর দিয়েছিলেন, রেকর্ডে এই সুর বেশ জনপ্রিয় হলেও সব কৃতিত্ব দিয়েছিলেন দাদা হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। শাহাজাহানপুর থেকে যখন কলকাতায় আসতেন সকালবেলাটা কাটিয়ে দিতেন সংগীতচর্চায়। আটটি বোনের সবার ছোট সুদক্ষিণা,পোশাকি নাম পূর্ণিমা। জন্মের পরে পিতাকে হারিয়ে দাদা-দিদিদের কাছে আদরে বড় হয়েছেন। অসমান্য সুন্দরী এই কন্যার রূপ চাঁদের যোলো কলার মত ছড়িয়ে পড়লে সবার চোখ খুলল। এমন সুন্দরীর যে রাজারাজড়ার ঘরে বধূ হিসেবে মানায়। অতএব তাঁর তেমন বর দরকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সুদক্ষিণা দেবীর বর অচিরেই পাওয়া গেল বুধাওনের অধিবাসী জমিদার পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ পাণ্ডে। একদিকে তিনি কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ, আবার আইসিএস অফিসার। মননে যথেষ্ট প্রগতিশীল মানুষ। কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ স্বামী সস্নেহে জায়া সুদক্ষিণা কে ঘোড়ায় চড়া থেকে বন্দুক ছোড়া শিখিয়েছেন। ইংরেজদের মত ঝরঝরে ইংরেজি বলতেন সুদক্ষিণা। স্বামীর প্রয়াণের পরে ঘোড়া ছুটিয়ে নিজে সরেজমিনে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিজেদের জমিদারিতে ঘুরে বেড়াতেন। ঠাকুরবাড়ির একটু স্ফুলিঙ্গ গিয়ে পড়ে অনেক দূর উত্তরপ্রদেশে। ব্রিটিশ শাসকরা এই বাঙালি কন্যাকে তিনবার 'মহারানি' খেতাব দিতে চাইলেও প্রতিবার তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন ব্রিটিশ খেতাব। সুদক্ষিণার কর্মস্থল যেহেতু উত্তরপ্রদেশের হরইদ-বুধাওন-শাহাজাহানপুর,তাই বাংলায় তিনি একরকম অপরিচিতা। রান্নার লক্ষ্মৌ প্রণালী লিখতেন,প্রজ্ঞাসুন্দরীর মত হয়ত রান্নার হাত ভাল ছিল! অথবা বাপের বাড়ির দিকের লোকের মুখে শ্বশুরবাড়ির সুখ্যাত সুখাদ্য তুলে দেয়ার স্বাভাবিক ইচ্ছায় কলম ধরেছিলেন। নিজস্ব একটা হাতি ছিল ওই হাতির পিঠে চেপেও বেড়াতেন। জ্বালাপ্রসাদ যখন প্রয়াত হলেন তখন সুদক্ষিণা মাত্র সাতাশ। অনেকেই হয়ত ভাবলেন এতো জমিদারিটা এবার লাটে উঠবে! নিঃসন্তান রূপসী সুদক্ষিণার পাণিপ্রার্থনা করে একজন ইংরেজ। তিনি কর্ণপাত করেননি। ভ্রাতুষ্পুত্র বাসব ঠাকুর লিখেছেন, ওই অল্পবয়সি বিধবার কাছে ওখানকার যে সব বিশিষ্ট লোক বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের সকলকে তিনি ভদ্রভাবে প্রত্যাখান করেন। সুদক্ষিণা ছিলেন সত্যিকারের দোর্দণ্ডপ্রতাপান্বিত জমিদারের দোর্দণ্ডপ্রতাপান্বিতা পত্নী। তাঁর প্রতাপে ইংরেজ অফিসারেরাও তটস্থ হয়ে থাকতেন।

একাকী কিশোর কবি

১৯২৬ সালে ১৫ আগস্ট তিনি জন্মেছিলেন তার মাতামহের বাড়িতে- ৪৩, মহিম হালদার স্ট্রিট, কালীঘাট, কলকাতায়। পিতা নিবারন ভট্টাচার্য ও মা সুনীতি দেবী। পৈতৃক নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার উনশিয়া গ্রামে। বাবা ছিলেন সারস্বত লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী, যেটি ছিল একাধারে বইয়ের প্রকাশনা ও বিক্রয়কেন্দ্র। বিত্তের দিক দিয়ে সচ্ছলতা তাদের সংসারে কখনো আসেনি। সুকান্ত তার ভাইদের মধ্যে ছিলেন দ্বিতীয়; অন্যরা হলেন মনমোহন, সুশীল, প্রশান্ত, বিভাস, অশোক ও অমিয়। জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ এক মানুষ ছিলেন তার জেঠতুতো দিদি রাণী, সেসময়ের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক মণীন্দ্রলাল বসুর 'সুকান্ত' গল্পটি পড়ে রাণীদিই তার নাম রেখেছিলেন 'সুকান্ত'। হঠাৎ করে একদিন প্রিয় মানুষটি মারা গেলে প্রচণ্ড ধাক্কা খান, এর কিছুদিন পর তার মাও চিরবিদায় নেন। একের পর এক মৃত্যুশোক যেন তাঁকে করে তুলেছিল নিঃসঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতরকবিতাই তখন ছিল তার একাকীত্বের সঙ্গী। শৈশব কাটিয়েছেন বাগবাজারে তাদের নিবেদিতা লেনের বাড়িটিতে এবং সেখানকারই কমলা বিদ্যামন্দিরে তাকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ভর্তি করা হয়। কমলা বিদ্যামন্দিরেই সুকান্তের সাহিত্যেও হাতেখড়ি হয়। বলা হয়ে থাকে, 'উঠতি মুলো পত্তনেই চেনা যায়' সুকান্তের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। শৈশবেই তার সাহিত্যানুরাগ স্পষ্ট হতে থাকে, তার প্রথম ছোটগল্প ছাপা হয় বিদ্যালয়েরই একটি পত্রিকা- 'সঞ্চয়' এ। এরপর 'বিবেকানন্দ জীবনী'-আরো একটি রচনা 'শিখা' পত্রিকায় ছাপা হয়। শিখা পত্রিকায় সেসময় প্রায়ই সুকান্তের লেখা ছাপা হতো। কমলা বিদ্যামন্দিরে লেখাপড়ার পাট চুকবার পর সুকান্ত ভর্তি হন বেলেঘাটা দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ে। বিশ্বাসী ছিলেন সমাজতন্ত্রে এবং ১৯৪৪ সাল থেকে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের মাধ্যমে। ১৯৪৪ সালেই 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এর প্রকাশনায় তিনি 'আকাল' নামে একটি সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন। ১৯৪৫ সালে সুকান্ত প্রবেশিকা পরিক্ষায় অংশ নেন তবে পাশ করতে পারেননি। প্রথাগত লেখাপড়ায় সেখানেই সমাপ্তি । ছোটবেলা থেকেই বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন তার একদম পছন্দ ছিলো না। জীবনের প্রতিটি অংশেই সুকান্ত যেন অনিয়মকে তার নিয়ম করে নিয়েছিলেন। একদিকে পার্টির কাজ, অন্যদিকে কলমযুদ্ধ, অভাব অনটনখসব মিলিয়ে অনিয়মের স্রোত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

সমগ্র ভারতবাসীকে জাগিরত করতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

সাধক রামপ্রসাদ

সাধক রামপ্রসাদ এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। দুইজনই মা কালীর ভক্ত। একজন শ্যামা মায়ের ভক্ত। আর একজন হচ্ছেন মা ভবতারিণীর ভক্ত। একজন থাকেন হালি শহরে। আর একজন থাকতেন দক্ষিণেশ্বরে। তারাপীঠের সাধক বামাক্ষ্যাপা ছিলেন তান্ত্রিক। তিনি তন্ত্র সাধনা করতেন। তন্ত্র সাধনার ওপরে সাধক বামাক্ষ্যাপা শক্তি ছিল। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং সাধক রামপ্রসাদ ইনারা তন্ত্র সাধক ছিলেন না। ইনারা ছিলেন মায়ের ুপজারি। মা কালীর পুজোরি। পুজো করতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। আর সাধক রামপ্রদাস গান করনাচ করে মায়ের পুজো করতেন। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে মায়ের সহেগ সাক্ষাৎ করতেন। মা মা করে ডাকতেন গঙ্গার তীরে বসে। মাকে ডাকতে হবে এক মনে। তবেই তিনি ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই জগত চালিত হচ্ছে। তিনি আছেন বলেই গ্রহণ নক্ষত্র সব কিছুই একটি নিয়মে চলাফেরা করে। সমাজ, ধর্ম, দেশ সংসার মা কালীর নিয়মেপরিচালিত হচ্ছে। মা আছেন বলেই সমাজ থেকে শুরু করে পরিবার সংসার

আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত রবি ঠাকুরের 'সার্থক জনম' গানটি গান এজলাসে

বিশেষ প্রতিবেদক

(আসিপুর বোমা মামলা শুরু হয়েছিল ৫ মে, ১৯০৮ সালে। এক বছর ধরে এই মামলা চলেছিল। ১৮০৯ সালের ৫ মে মামলার রায় বের হয়। বিচারপতি ছিলেন ব্রিটকফট। তিনি আবার অভিযুক্ত অরবিন্দের কেম্ব্রিজের ছাত্র বন্ধু। অরবিন্দের হয়ে আইনী যুদ্ধ করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দাস। এই মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন উল্লাসকর দত্ত। তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি এজলাসে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত গান 'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে' গানটি পরিবেশন করেন। এজলাসের সমস্ত উপস্থিত ব্যক্তিরা এই গানকে সম্মান দিতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।)

১৮৯৩ সালে অরবিন্দ বিলেত থেকে বরোদায় এসে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে গাইকোয়াডের এস্টেটে কাজ গ্রহণ করেন। তাঁর হাতে সেখানকার প্রশাসনিক দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সব কিছু দেখাশুনা করতেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে তা পালন করা হতো। তখন তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে বিশেষ চিন্তা ভাবনা না করে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করার দিকে বেশি করে মনোযোগ দিতে থাকেন। ১৮৯৯ সালে জাপানের শিল্পী ওকাকুরা এসেছিলেন ভারত সফরে। তিনি কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং তেঘরিয়ার জমিদার শশীভূষণ রায়চৌধুরী এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। এই সভায় চিত্রশিল্পী ওকাকুরা বলেছিলেন ভাবতের মহান ঐতিহ্য সত্ত্বেও আজও এদেশ কেন পরাধীন, আর সাহিত্যিকেরা কেন এই পরাধীন মোচনে নিশ্চিষ্ট। এই মৃদু ভর্ৎসনা সেই সময়ে প্রমথনাথের মনে আঘাত করেছিল। তারপরে দীর্ঘ আলোচনা পরই ১৯০২ সালের দোল পূর্ণিমার দিন অনুশীলন সমিতি আত্মপ্রকাশ করলো। এই সংস্থার সভাপতি হলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র। সহ সভাপতি হলেন চিত্তরঞ্জন দাস। তখনও তিনি দেশবন্ধু বলে পরিচিতি লাভ করেননি। কোষাধ্যক্ষ হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক হলেন সতীশচন্দ্র দাস। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এই সমিতির সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তা কারণ এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভের কয়েক মাস পরে বিবেকানন্দ পরলোকগমন করেছিলেন। তবে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে এই সমিতির সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে ভগিনী নিবেদিতা বেলুড় মঠ ত্যাগ করেন। তাঁর স্বাধীন চিন্তাকে স্বার্থক করে তোলার জন্য তিনি বেলুড় মঠের সম্পর্ক ত্যাগ করে থাকতে পারেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বেলুড় মঠের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তাঁর অন্য কাজগুলি একেবারে অসমাপ্ত থেকে যাবে। সেই কারণে তিনি বেলুড় মঠ থেকে নিজেকে বার করে নিয়েছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি বরোদায় গিয়ে উপস্থিত হলেন আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। সেখানে তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা দিয়ে যাঁরা নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অরবিন্দও ছিলেন। তিনি বরোদায় উপস্থিত হয়ে গাইকোয়াডের কাছে প্রস্তাব রাখলেন যে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু গাইকোয়াড পরিস্কার করে নিবেদিতাকে বলেন অরবিন্দের মত গ্রহণ করতে গ্রহণ করতে হবে। **আলিপুর মামলা ঃ** আলিপুর প্রথম শ্রেণির এল বার্লি ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯০৮ সাল ৪ মে আমার সমানে ইরেজি ভাষায় ২২ বছর বয়সী উল্লাসকর দত্তের জবানবন্দী। উল্লাসকর দত্ত - আমার নাম উল্লাসকর দত্ত। আমার পিতার নাম দ্বিজদাস দত্ত। আমি জাতে বৈদ্য এবং পেশায় গোপালক। আমার বাড়ি মানজাকালীকংশা, থানা ব্রাহ্মণবেড়িয়া, জেলা তিপ্পরে। আমি শিবপুর, হাওড়া জেলা থাকি। প্রশ্ন ঃ আপনি কি আমাকে বিবৃতি দিতে চান? উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রশ্ন ঃ বিবৃতিটি কি আপনার ওপরে কোনও চাপের জন্য আনা হচ্ছে? উত্তর ঃ নাম। আমি পুলিশকে যে লিখিত বিবৃতি দিয়েছি, সেই বিবৃতি দিতে চাই। প্রশ্ন ঃ আমার কাছে মৌখিকভাবে বিবৃতি দিতে আপনার আপত্তি আছে? উত্তর ঃ না। প্রশ্ন ঃ আপনার গল্প কি? উত্তর ঃ আমি বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে ৪ বা ৫ বছর ধরে চিনি এবং ৯ বা ১০ বছর আগে আমি তাঁর সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলাম। প্রশ্ন ঃ কোন পরিস্থিতিতে আপনি যোগ দিয়েছিলেন? উত্তর ঃ যুগান্তরে ঘোষণা করা হয়েছিল যে একটি গোপান সোসাইটি চালু করা হবে এবং আমার যোগদানের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তাই বারীন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রশ্ন ঃ সোসাইটিতে যোগদানের সময়ে আপনি কি করতেন? উত্তর ঃ আমি বিস্ফোরক প্রস্তুত করতাম। প্রশ্ন ঃ আপনি কখন এটা শিখলেন? উত্তর ঃ আমি যোগদানের আগে। প্রশ্ন ঃ কীভাবে? উত্তর ঃ আমি আমার নিজের একটি প্রাইভেট ল্যাবরেটরি তৈরি করেছি এবং অল্প পরিমানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। প্রশ্ন ঃ কোথায় পড়াতেন? উত্তর ঃ না। প্রশ্ন ঃ কোনও বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আপনার কাছে তথ্য আছে? উত্তর ঃ আমি চন্দননগরে ট্রেন ধ্বংসের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় উপস্থিত ছিলাম। আমি নিজে একা গিয়েছিলাম এবং একটি লোহার সিলিন্ডারের তৈরি একটি মাইন নিয়ে গিয়েছিলাম যার মধ্যে ডিনামাইট ছিল। ট্রেনটি দ্রুত আসার কারণে আমি এটিকে ঠিকভাবে বসাতে পারিনি এবং এটির ব্যবস্থা করতে পারিনি। প্রশ্ন ঃ মাইনটি কাদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল? উত্তর ঃ স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের বিশেষ ট্রেনের জন্য। প্রশ্ন ঃ কে মাইনটি তৈরি করেছে? উত্তর ঃ আমি নিজে। তারপরেই খড়গপুর ব্যাপার। আমি সেখানে যাইনি, বরেন বিভূতি আর প্রফুল্ল চাকী গেল। তাঁরা আর একটি মাইন নিয়েছে। প্রশ্ন ঃ কে তৈরি করেছে? উত্তর ঃ আমি বানিয়েছি। প্রশ্ন ঃ কোথায়? উত্তর ঃ গোনাবাগানের একটি বাড়িতে যার নাম ভুলে গেছি। আমরা ভাড়া বাড়ি করেছি, বোধ হয় বরেনবাবু ভাড়া করেছেন। প্রশ্ন ঃ মাইনটা কেমন ছিল? উত্তর ঃ এটি একটি ঢালাই লোহার সিলিণ্ডার ছিল সেটা ৫ পাউণ্ড ডিনামাইট। পিকরিক অ্যাসিড এবং ক্লোরেট অব পটাশ দিয়ে তৈরি একটি ফিউজ ছিল। প্রশ্ন ঃ আপনি কি অন্য কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য কোনও বিস্ফোরক তৈরি করেছেন? উত্তর ঃ না। প্রশ্ন ঃ কোথায় গ্রেফতার করেছে? উত্তর ঃ ৩২ লনম্বর মুরারি পুকুর রোডে। প্রশ্ন ঃ আপনি সেখানে কতক্ষণ ছিলেন? উত্তর ঃ আমি একবার ২ বা ৫ দিনের জন্য সেখানে যেতাম এবং প্রায় ৮ বা ১০ মাস ধরে এটি করার অভ্যাস ছিল। প্রশ্ন ঃ সেখানে কী হতো? উত্তর ঃ নতুনদের জন্য আমাদের জন্য ধর্মীয় এবং নৈতিক প্রশিক্ষণের ক্লাস হতো। আমি সেখানে উপনিষদ (একটি পবিত্র গ্রন্থ) পড়তাম। আমি বিস্ফোরক প্রস্তুত এবং পরীক্ষা করার জন্যও ব্যবহার করতাম। প্রশ্ন ঃ অন্য কেউ কি বিস্ফোরক তৈরি করে পরীক্ষা করেছিলেন? উত্তর ঃ সেখানে নেই। হেমচন্দ্র দাস যিনি সম্প্রতি ফ্রান্স থেকে এসেছেন, তিনি নিজের জায়গায় এবং গোপী মোহন দত্ত লেনে বিস্ফোরক ও বোমা তৈরি করতেন। প্রশ্ন ঃ আপনার আর কিছু বলার আছে? উত্তর ঃ আপনি আমাকে প্রশ্ন করলে বলতে পারি। প্রশ্ন ঃ আপনি কী মজফফরপুরের ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানেন? উত্তর ঃ হ্যাঁ। আমি জানি প্রফুল্লচন্দ্র চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসু সেই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। আমি জানি কারণ আমি গোপী মোহন দত্ত লেনে ছিলাম, যখন তাঁরা প্রায় এক সপ্তাহ আগে সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করেছিল। প্রশ্ন ঃ তাঁরা তাঁদের সাথে কী নিয়ে গেছেন? উত্তর ঃ একটি বোমা। প্রশ্ন ঃ তাঁরা এটা কীভাবে নিয়েছেন? উত্তর ঃ একটি ক্যানভাস ব্যাগে যা আমাদের এবং বিশেষ করে কোনও দেহের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। প্রশ্ন ঃ বোমাটি কে বানিয়েছেন জানেন? উত্তর ঃ আমি শুনেছি যে এটি হেম তৈরি করেছেন কিন্তু তিনি যখন এটি তৈরি করেছিলেন তখন আমি সেখানে ছিলাম না। প্রশ্ন ঃ সমিতির নেতা কারা? উত্তর ঃ কোনও স্বীকৃত নেতা নেই। কিন্তু বারীন বাবু একজন নেতা হিসাবে কাজ করেন। প্রশ্ন ঃ সদস্য কারা? উত্তর ঃ বরেন, আমি, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ইন্দ্র ভূষণ রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র চাকী, বিভূতি ভূষণ সরকার, এরাই প্রকৃত কর্মী, আবার কেউ কেউ আছেন, যাঁরা নতুন এসেছেন এবং তাঁদের বাগানে থাকা দরকার কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস করা অভাব ছিল। প্রশ্ন ঃ আপনি বলছেন খড়গপুর ঘটনার জন্য আপনি মাইন তৈরি করেছেন। কাকে দিয়েছেন? উত্তর ঃ বারীনবাবুর কাছে। গোনাবাগান বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বাক্ষর- এল বার্লি, ০৪.০৫.১৯০৮। আমি যোগ করতে চাই যে আমার স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য হল যে নিরাপরাধ ব্যক্তিরা কষ্ট পাবে না। স্বাক্ষর- উল্লাসকর দত্ত (অভিযুক্তের স্বাক্ষর) স্বাক্ষর - এল বার্লি (ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর)। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের হাত ধরেই উল্লাসকর দত্ত বিপ্লবী যুগান্তর বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান। বিপ্লবী অরবিন্দের নির্দেশে বারীন ঘোষ তখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিপ্লবী দলের তরুণ সদস্য সংগ্রহ অভিযানে রত। সেই সময়ে উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বারীন ঘোষের। উল্লাসকর তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। উল্লাসকর দত্তের পিতার নাম দ্বিজদাসচন্দ্র দত্ত। গ্রাম ঃ কালিকাছা। থানা ঃ ব্রাহ্মণবেড়িয়া। তিপ্পারা, শিবপুর। ১৬ এপ্রিল ১৮৮৫ সালে তিনি কালিকাছাতে জন্ম গ্রহণ করেন। কুমিল্লা স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। সেখান থেকে পাশ করে ১৯০৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে দুই বছর পড়াশুনা করেছিলেন। বাঙালিদের নিয়ে নিন্দা করায় প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহেব অধ্যাপক র‍্যাসেলের গায়ে হাত তোলেন। এর জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে তিরস্কারও করেছিলেন। পরে দেড় বছর ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে বারীন ঘোষের সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে উল্লাসকরের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বারীন ঘোষের কথায় মুগ্ধ হয়ে 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলে অংশ গ্রহণ করেন। ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল স্কুলে পড়ার সময়ে কীভাবে বোমা তৈরি করতে হবে তা ফর্মূলা তৈরি করে ফেলেন। উল্লাসকর গোপনে বোমা তৈরি করতেন। বাংলার বিপ্লবীদের প্রথম বোমা পরীক্ষা করা হয়েছিল দেওঘরের একটি জঙ্গলে দিঘিরিয়া পাহাড়ে। বোমা পরীক্ষা করতে উপস্থিত ছিলেন বারীন ঘোষ, প্রফুল্ল চক্রবর্তী। প্রফুল্ল মারা যান, গুরুতর আহত হয়েছিলেন উল্লাসকর। ১৯০৮ সালে ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি মজফফরপরে উপস্থিত হয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেন। পুলিশের হাতে সেখানে ক্ষুদিরাম ধরা পরলেন এবং প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করলেন। ১৯০৮ সালের ২ মে কলকাতা জুড়ে ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবীদের গ্রেফতার করতে শুরু করলো। তখন উল্লাসকর দত্ত ছিলেন মানিকতলার মুমারি পুকুর বাগানে। সেখানে বারীন্দ্র কুমার ঘোষের সঙ্গে উল্লাসকর দত্তকেও গ্রেফতার করে পুলিশ আলিপুর আদালতে তুললে বিচারপতি অভিযুক্ত বিপ্লবীদের আলিপুর কারাগারে রাখার ব্যবস্থা করেন। এক বছর ধরে এই মামলা চলেছিল। ১৯০৯ সালে ৬ মে বিচারপতি চার্লস পোর্টেন বিচক্রফট্ চূড়ান্ত রায় দিয়ে অভিযুক্তদের শাস্তি প্রদান করেছিলেন। সেই রায়ে বারীন ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। পরে উচ্চ আদালতে আবেদন করলে তাঁদের দীপান্তর হয়েছিল। আদালতে উল্লাসকর দত্ত রবি ঠাকুরের গান ''সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে''' গান পরিবেশন করেন। ১২ ডিসেম্বর ১৯০৮ সালে উল্লাসকর দত্ত, বারীন ঘোষ সহ অভিযুক্ত বিপ্লবীদের খিদিরপুর জাহাজঘাট থেকে 'এসএস মহারাজ' -এ করে আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। উল্লাসকর আন্দামানে জেলার এবং কারাগার প্রহরীদের অত্যাচারে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। উন্মাদরোগগ্রস্ত উল্লাসকর আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিলেন। পরে মাদ্রাজ উন্মাদ আশ্রমে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। ১৯২০ সাালের ৩ জুন তাঁকে কারাদণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হয় । ১৯৩১ সালে অত্যাবশকীয় আইন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে এসে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে ১৮ মাস কারাদণ্ড হয়েছিল। তিনি দুটো বই লিখেছিলেন আন্দামান কারাগার সম্পর্কে। প্রথম বইটি হচ্ছে 'দ্বীপান্তরের কথা' এবং দ্বিতীয় বইটি 'আমার কারাজীবন' (মাই প্রিজন লাইফ) ১৯২৪ সালে প্রকাশ লাভ করে। ১৭ মে ১৯৬৫ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

পরাধীন ভারতের সেরা স্থপতিবিদ ছিলেন স্যার রাজেন মুখ্যার্জি তাঁকে সবাই ভুলে গিয়েছেন

বিশেষ প্রতিবেদক

ডালহৌসি অঞ্চলে ব্যস্ত রাস্তা আরএন মুখার্জি রোড ধরে প্রতিদিনই বহু মানুষের আনাগোনা । অথচ পথ চলতি কাউকে যে ব্যক্তির নামে রাস্তা তাঁকে চেনেন কী না জানতে চাইলে হতাশ হতে হয়। অনেকে কিছুই বলতেই পারেন না, কেউ বা মাথা চুলকে

বলেন, ''নামটা চেনা চেনা ঠিক খেয়াল হচ্ছে না'' দেখা যায় পর পর দশজনকে জিজ্ঞাসা করলে বড় জোর এক অথবা দু' জনের জবাব ''হ্যাঁ নাম শুনেছি বটে, উনি খুব নামকরা ব্যবসায়ী ছিলেন''ব্যস ওই পর্যন্ত বলে থেমে যাচ্ছেন। স্যার রাজেন সম্পর্কে এর বেশি কিছু বলতে পারেন না। যদিও ওই লোকগুলিই বিল গেটস বা জামশেদজি টাটার শুধু নাম নয় অনেক কিছুই বলে দিতে পারেন। এমনটাই বোধহয় আত্মবিস্মৃত বাঙালির পক্ষেই সম্ভব।

বাঙালি ব্যবসা করে না বলেই বদনামঞ্চ যদিও তার চেয়েও বড় সমস্যাটা হল কোনও বঙ্গ সন্তান ব্যবসা করে সফল হলেও তাঁকে মনে রাখার চেষ্টা করে না এই জাতি ঞ্চপড়াশোনায় ভাল না হলে ব্যবসা করতে হয় , বাঙালি অভিভাবকরা তো সন্তানদের এমন শিক্ষাই বিগত বেশ কিছু বছর ধরে দিয়ে আসছেন। তাই ক্রমশই বিস্মৃতির আড়ালে চলে গিয়েছেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জিও। যদিও এক সময় বাঙালি কেন গোটা দেশের মানুষই বিশেষত শিল্পমহল স্যার রাজেন সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। তা না হলে, মহীন্দ্রা মহীন্দ্রা শিল্প গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কে সি মহীন্দ্র তাঁর জীবনী Sir Rajendra Nath moo kherjee - A personal study লেখায় আগ্রহী হতেন না। ইতিহাসের পাতা উল্টে বরং একটু পিছনে ফিরে তাকাই। তখন রমরমিয়ে চলছে ব্রিটিশ জমানা। এমনই একদিনে আলিপুরে চিড়িয়াখানার সামনে কলকাতা কর্পোরেশনের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার ব্রাডফোর্ড লেসসি সাহেব পড়েছেন বড্ড মুশকিলে। ভাষাগত সমস্যার জেরে ওই ধোপ-দুরস্ত সাহেবটি বিন্দুমাত্র কাজ করতেই পারছেন না। তাঁর সঙ্গে থাকা মিস্ত্রিদের কাজ বোঝাতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হচ্ছিলেন। আর দূর থেকে সেটাই লক্ষ্য করেছিলেন এক যুবক ঞ্চতা দেখে সাহস করে এগিয়ে গেলেন যুবকটি লেসসি সাহেবের দিকে। সাহেবের সঙ্গে কথা বলে বুঝে নিলেন তিনি কি চান আর সেটাই দেশিয় মিস্ত্রিদের বলে বুঝিয়ে দিলেন যুবকটি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন কর্পোরেশনের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার। বুঝলেন ওই যুবককে দিয়ে কাজ হবে। তৎক্ষনাৎ সাহেব যুবকটির দিকে নতুন এক কাজের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। সাহেব জানতে চাইলেন পলতায় জল প্রকল্প নির্মাণ কাজের দায়িত্ব সে নিতে পারবে কি না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় দিলেন ২৪ ঘণ্টা। রাজী থাকলে পরের দিন কর্পোরেশন অফিসে সরাসরি এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন, পকেট শূন্য থাকলেও এবং সে যুগের তুলনায় কাজটি কঠিন হলেও যুবকটির মনে হয়েছিল যদি অন্য কেউ ওই কাজ করতে সক্ষম হন তবে তিনিও পারবেন। তাছাড়া তিনি তো কলম পেশা কেরানির বদলে এক উদ্যোগী বাঙালি হয়ে উঠতে চান। ফলে অমন কঠিন কাজের দায়িত্বটা সেদিন জীবনের একটা সুযোগ হিসেবেই দেখলেন । আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না, সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে। সেদিনের সেই যুবকটি হলেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি। আর ওইদিনের ঘটনাই এই বঙ্গ সন্তান শিল্পপতির কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট বলেই মনে করা হয়।

১৮৫৪ সালের ২৩জুন বসিরহাটের ভ্যাবলা গ্রামে জন্ম হয় রাজেনের। কিন্তু মাত্র ছয় বছরের মাথায় তাঁর বাবার মৃত্যু হয়ঞ্চবহু বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে শৈশব কৈশোর কাটালেও অবশেষে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য। সেই সময় শিবপুর বিই কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পাঠ চলত প্রেসিডেন্সি কলেজেই । তিন বছর পড়াশোনা করার পর স্বাস্থ্যের কারণে মূল পরীক্ষায় আর তাঁর বসা হয়নি। যদিও তখনই চাকরির সুযোগ ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন ব্যবসা করবেন বলে জেদ ধরেছেন এই বঙ্গ সন্তানটি। এটা অবশ্যই ছিল বাঙালির জন্য ব্যতিক্রমী ইচ্ছ। তারপরই একদিন আলিপুরে স্যার ব্রাডফোর্ড লেসসির সঙ্গে দেখা। আর পলতার জল প্রকল্পের হাত ধরে তাঁর ব্যবসায় অভিষেক হয়ে যায়। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে বাণিজ্যের দুনিয়ায় রাজেনের সাম্রাজ্য বিস্তার চলতে থাকে।

একই ভাবে তিনি লখনউ, এলাহাবাদ, আগ্রা, কানপুর জলপ্রকল্প তৈরি করেন এবং গোটা দেশে তাঁর কাজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েঞ্চ তবে ওই ব্রিটিশ আমলে কাজ করতে গিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন এত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করলেও 'নেটিভ' হওয়ার দরুন মাঝে মাঝেই অবিচারের শিকার হতে হচ্ছে। ফলে স্যার টমাস অ্যাকুইনাস মার্টিনের সঙ্গে অংশীদারিত্বে ব্যবসা করার প্রস্তাব এলে তখনই তিনি তা লুফে নেন। ১৮৯২ সালে মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি গড়ে তুলে ব্যবসার পরিধিও বেড়ে যায়। এদিকে ১৯০৬ সালে মার্টিন মারা গেলে রাজেন্দ্রনাথই হন ওই সংস্থার সিনিয়র পার্টনার। এই মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি একে একে কলকাতা ও নানা শহরে বিভিন্ন বড় বড় অট্টালিকা গড়ে তোলে।

দেখা যায় কলকাতা শহরের পরিচয় বহনকারী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল,হাওড়া ব্রিজ, বেলুড়মঠ ও মন্দির, টিপু সুলতান মসজিদ, বিধানসভা ভবন সব নির্মাণ করেন।

পাঠকদের দরবার
গরমকালে শরীর ঠাণ্ডা

শঙ্করলাল কর্মকার

গ্রীষ্মের খরতাপ আর বৈশাখের শেষ দিন। এমন দিনে মনে পড়ে যায় বাবুমার কথা -- আমার ঠাকুমা তরুবালা দাশগুপ্ত। পূর্ববঙ্গের গ্রামের স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়ার সময় সুন্দর হস্তাক্ষর আর কোমল স্বভাবের জন্যে পুরস্কার পেয়েছিলেন আর সেই শংসাপত্র স্কুল পরিদর্শনে এসে ছোট্ট ছাত্রীটির হাতে তুলে দিয়েছিলেন জেলার শিক্ষা বিভাগের ব্রিটিশ সাহেব। তাঁর বিবিধ গুণের জন্যে বাবুমা ছিলেন আত্মীয়-পরিজনের বাইরেও সবার প্রিয়। আর ছিল তাঁর রান্না আর নানারকম পিঠে-পুলি-পায়েস বানানোর সোনায় বাঁধানো হাত। আমিষ ফেলে তাঁর নিরামিষ রান্নার প্রতি সবার আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল সেই জন্যেই। বিভিন্ন মরসুমি শাক-সবজি দিয়ে নানারকম সুস্বাদু, স্নিগ্ধ পদ রেঁধে খাইয়ে সকলকে তৃপ্ত করা ছিল বাবুমার পরম আনন্দের ব্যাপার। কত অল্প উপকরণে, কত অল্প মশলা ব্যবহার করে কী যে অপূর্ব সব রান্না করতেন! গ্রীষ্মের কচি এঁচোড় উঠলে বড় বড় পাথালি টুকরো একটু ভাপিয়ে নিয়ে সর্ষে বাটা, তেল, লবণ, সামান্য মিষ্টি আর কাঁচালঙ্কা চেরা দিয়ে সব হাতে মেখে ঢাকা দিয়ে কড়াইতে বসিয়ে দিতেন। সেই এঁচোড় পাতুরি গোবিন্দভোগ চালের সুগন্ধি ভাতে মেখে বাবুমা তাঁর একটা প্রসাদী দলা যখন রাখতেন আমাদের জন্য তা খেয়ে মনে হত না সেই বেলা আমিষ রান্নাঘরের অন্য কিছু আর খাই। গাছ-পাঁঠা এঁচোড়ের ডালনা খেয়ে অভ্যস্ত যে কারও মুখে সেই এঁচোড়-পাতুরির স্বাদের অভিনবত্ব ছিল একদম আলাদা। কচি পটল বা ঝিঙা সিদ্ধ, মিষ্টি কুমড়ো বা ওল সিদ্ধ বাবুমা মাখলেই অন্যরকম। আবার সর্ষে-নারকেল-কাঁচালঙ্কা দিয়ে মানকচু বাটা, কাল জিরে-কাঁচালঙ্কা ফোড়নে নিরামিষ ঝোল তরকারি এসব তো হতই। মোচা ঘন্ট, কচুর শাক কিংবা ভাদাইল বা থোড়ের ছেঁচকি বাবুমার রান্নায় একেবারে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে যেত, কারণ রন্ধন কুশলতার সঙ্গে তাতে যুক্ত হত বাবুমার কুটনো কাটার শিল্পিত সুষমা। আলু-পোস্তর জন্যে আলু ছোট ছোট চৌকো করে একেবারে সমান মাপের কাটা ছিল দেখার মতো। আমাদের বাড়ির সেই পোস্ত কখনোই ঝোল-ঝোল গড়িয়ে যাওয়া হত না, হত একেবারে হালকা লালচে ভাজা শুকনো। আর ছিল বাবুমার চাপড় ঘন্ট - সে এক উচ্চমার্গের ধ্রুপদী শিল্প। করলা, আলু, পটল, থোড়, বেগুন, মিষ্টি কুমড়ো ইত্যাদি সুচারু ভাবে কেটে সব আলাদা করে ভেজে উঠিয়ে রেখে দিতেন বাবুমা। আগের রাতে ভেজানো মটর ডাল মসৃণ করে বেটে স্বাদমতো লবণ দিয়ে খুব ভালো করে ফেটিয়ে তাওয়ায় সর্ষের তেল বুলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বহু যত্নে সোনালি ও মুচমুচে করে যে পাতলা চাকতির মতো ভাজা হত তাকে বলা হত চাপড়। এবার হল বাবুমার ফোড়নের জাদু। তাতে বেশ খানিকটা আদাবাটা দিয়ে সব ভাজা সবজি দিয়ে হালকা হাতে নাড়াচাড়া করে হাত দিয়ে ছোট টুকরো করে ভেঙে দেওয়া হত চাপড়, স্বাদমতো নুন-মিষ্টি। নামাবার আগে উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত আর কাঠখোলায় সর্ষে ভাজা গুঁড়ো। সে জিনিস যে ছিল কী স্বর্গীয় তা আমরা যারা খেয়েছি তারাই জানি। এসব রেসিপি বাবুমা যেমনটি রাঁধতেন তা আমি কোনও কুলীন রান্নার বইতে পাইনি। যেমন পাইনি গ্যারানি বা ঝিঙের ঝোল। গুমোট গরমের দুপুরে খেয়ে প্রাণ শীতল।

ধৃত বাংলাদেশিকে দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ মেখলিগঞ্জ আদালতের

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৭ মে ঃ গতকাল পরশু কোচবিহার জেলার তিন বিঘা সংলগ্ন এলাকা থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশের প্রবেশ করার সময় বিএসএফের ৬ নং ব্যাটেলিয়ানের কর্তব্যরত জওয়ানরা সেলিম আনসারী নামে বাংলাদেশের কক্সবাজার সংলগ্ন এলাকার এক ব্যক্তিকে প্রথমে আটক করে। তাদের সন্দেহ হওয়ায় দীর্ঘ এক দিন ধরে তাকে জেরা করা হয় অবশেষে গতকাল সন্ধ্যার পথ তাকে কুচিবাড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়। শনিবার থাকে মেখলিগঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। কুচলিবাড়ি থানায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ধৃত সেলিম আনসারী বলেন - তিনি মুর্শিদাবাদের মক্রমপুর বেলডাঙ্গা এলাকায় ছিলেন। মসজিদের ইমাম এবং মাদ্রাসায় পড়াতেন বলে জানান তিনি। তিনি আরো জানান আগে বাংলাদেশেই থাকতে তারপরে সাই রোডে তিনি শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা হয়ে বিহারে পৌঁছান। তিনি পাটগ্রাম হয়ে অবৈধভাবে ভারতের প্রবেশ করেন বলেও জানান। কেন আবার বাংলাদেশে যাচ্ছিলেন তার চার বছর পর সে প্রশ্নের উত্তরে বলেন ভাইরা আছে তাই অনেকদিন দেখা হয় না সে কারণে যাচ্ছিলাম। ভারতে এসে তিনি আধার কার্ড রেশন কার্ড জমির কাগজে তৈরি করেছেন তিনি বলেন মুর্শিদাবাদে বর্তমানে আমার বয়স্ক মা রয়েছে আর কেউ নেই। অপরদিকে শুক্রবার আদালত থেকে যাওয়ার সময় তিনি বলেন ইমাম অন্যায় নামে আসতো সেখান থেকেই তিনি পেতেন। উল্লেখ্য গতকালই তার কাছ থেকে বাংলাদেশের জন্মের শংসাপত্র পাওয়া গেছে। চার বছর আগে অবৈধভাবে ভারতের প্রবেশ করে দীর্ঘদিন মুর্শিদাবাদের থেকে কিভাবে তিনি একটি মসজিদের ইমাম হয়ে উঠেছেন সে প্রশ্ন উঠছে ? ইতিমধ্যে এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে

রাজনৈতিক চাপানোতর। এই প্রসঙ্গে মেখলিগঞ্জের বিজেপির টাউন মন্ডল সভাপতি আসকার রহমান বলেন - আমরা এই সন্দেহ আগেই প্রকাশ করেছিলাম যে সরকার বর্তমানে রাজ্যে রয়েছে সেই সরকার নেতাদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষ এই রাজ্যে ঘাঁটি গেড়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের নেতাদের দৌলতে তারা বিভিন্ন নথি তৈরি করছে ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম নথিভুক্ত করছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন আধার কার্ড ভোটার কার্ড তৈরি করার জন্য যে যা প্রাথমিক কাগজপত্র প্রয়োজন তা জোগাড় করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার অর্থাৎ শাসক দলের নেতারা। তুমি আরো বলেন অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে যাদের বৈধ-মতি নেই সেই বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র একসাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করুক অন্যথায় বড় দুর্ঘটনা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন - চার বছর আগে কিভাবে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করল কারণ ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা পাহারা দেয় বিএসএফ। সুতরাং এর দায় কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর কে নিতে হবে। যদিও এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে রীতিমত ভয়ে রয়েছেন সীমান্তের সাধারণ মানুষ। এই প্রসঙ্গে সীমান্তবাসী চন্দন বিশ্বাস বলেন - রাজ্যের মুর্শিদাবাদ মালদায় যে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটছে তাতে আমরা সত্যি শঙ্কিত। বিএসএফ বিভিন্ন সময় অনুপ্রবেশকারীদের আটক করে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে দেয় কিন্তু দেখা যায় পরবর্তীতে তারা ছাড়া পেয়ে যান। তিনি বলেন যে এসময় এই মেখলিগঞ্জ এলাকা দিয়ে প্রচুর গবাদি পশু পাচার হত সেই সময় প্রচুর অনুপ্রবেশ ঘটত। যদিও এখন অনুপ্রবেশের সংখ্যাটা কম তবে যেভাবে বিভিন্ন জেলায় অশান্তি হচ্ছে তাতে অবিলম্বে যদি রাজ্যকেন্দ্র একসাথে এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ না করে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। প্রশ্ন উঠছে কার মধ্যতে একজন বাংলাদেশী নাগরিক এভাবে ভারতীয় নথি বানিয়ে একটি মসজিদের ইমামের কাজ করতেন বা মাদ্রাসাতে পড়াতেন ? তাহলে কি গোয়েন্দা দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অনুরূপ কোনো খবর ছিল না?

মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয়কুমার রেড্ডি শনিবার, অর্থাৎ ১৭.০৫.২০২৫ তারিখে জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। এই পরিদর্শনের সময় মেট্রো রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁর সাথে ছিলেন। জেনারেল ম্যানেজার টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম, এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম, এন্ট্রি- এক্সিট পয়েন্ট, কনকোর্স এরিয়া পরিদর্শন করেছেন। শ্রী রেড্ডি আজ সকালে স্টেশন সাইটে মেট্রো রেলওযের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকও করেছেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

নবদ্বীপে আবারও বিজেপিতে ভাঙ্গন, আরও এক কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূলে

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১৭ মে ঃ ব্যবধান মাত্র ৪৮ ঘন্টার। স্বরুপগঞ্জের পর এবার জোয়ানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। ফের বিজেপিতে ভাঙ্গন চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপে। শনিবার নবদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্গত জোয়ানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বিজেপি সদস্যা সন্ধ্যা সর্দার ও তার স্বামী স্থানীয় নেতা চাঁদু সর্দার একসঙ্গে বিজেপি ছেড়ে যোগ দিলেন তৃণমূলে। তাদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরী কাক্ষ সাহা।

যোগদান অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা সহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে ২ পঞ্চায়েতের দুই মহিলা সদস্যা বিজেপি ছেড়ে যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের। উল্লেখ থাকে যে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বিজেপি সদস্যা পিঙ্কি মন্ডল দল ছেড়ে যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। মাত্র দুদিনের ব্যবধানে আরও এক বিজেপি সদস্যা সন্ধ্যা সর্দার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দেওয়ায় ফের ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড়সড় ধাক্কা বিজেপির ঘরে। নবদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্গত জোহানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তমানে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। অভিযোগ বিজেপির পঞ্চাযেত় সদস্য হয়েও কোনওরকম কাজ করতে পারছিলেন না সন্ধ্যা সর্দার। তাই স্বামীকে নিয়ে দলবদলের সিদ্ধান্ত প্রাক্তন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য সন্ধ্যা সর্দারের। স্বামীকে নিয়ে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানের বিষয়ে সন্ধ্যা সর্দার জানান, জনপ্রতিনিধি হয়েও মানুষের জন্য কাজ করতে পারছিলাম না। আশা করি এই দলে সেই সুযোগটা পাব। অপরদিকে রানাঘাট সংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা নবদ্বীপ পুরসভার পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন, ওই দলে গণতন্ত্র নেই। একজন প্রতিনিধি হয়েও সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে পারছিল না পঞ্চায়েত সদস্য সন্ধ্যা সর্দার। আমাদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়নের শরিক হতে তিনি আমাদের দলে যোগদান করেছেন। তার এই যোগদানে আমরা তাকে স্বাগত জানিয়েছি। আগামী দিনের স্বরূপগঞ্জ এবং জোয়ানিয়া পঞ্চায়েত আমাদের দখলে আসবে। এখন শুধু সমযের অপেক্ষা। উল্লেখ্য জোয়ানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ২১,গত নির্বাচনে ১১টি আসন পায় বিজেপি, তৃণমূল ৮ ও সিপিএম ২। পরবর্তীতে একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসাবে বোর্ড গঠন করে বিজেপি।

মেদিনীপুরে মেসের বন্ধ ঘর থেকে মিলল ছাত্রীর মৃতদেহ, ঘটনার তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৭ মে ঃ মেসের বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল এমএ পাঠরতা এক ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মেদিনীপুর শহরে। মৃতার নাম স্নেহা আদক (২১)। তিনি কি আত্মহত্যা করেছেন? নাকি 'খুন করা হয়েছে? সেই প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। জানা গেছে, স্নেহা আদকের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানার অন্তর্গত বারহাট গ্রামে। মেদিনীপুর সিটি কলেজের এমএ প্রথম বর্ষে দ্বিতীয় সেমেস্টারের ছাত্রী ছিলেন তিনি। কলেজের কাছেই কেরানিচটি এলাকার একটি মেসে তিনি ভাড়া থাকতেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত স্নেহাকে দেখা গিয়েছিল বলে খবর। তখন তাঁর ব্যবহার, কথাবার্তায় কোনওরকম অস্বাভাবিকতা ছিল না বলেই জানা গেছে। সন্ধ্যের পর থেকে পরিবারের সদস্যরা কথা বলার জন্য তাঁকে মোবাইলে ফোন করেছিলেন। কিন্তু বার বার রিং হয়ে গেলেও স্নেহা ফোন তোলেনি। শেষে মেস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই পরিবার। কর্তৃপক্ষের তরফে ওই ছাত্রীর ঘরে গিয়ে দেখা যায়, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। গোটা বিষয়টি ছাত্রীর পরিবারকে জানানো হয়। কোতোয়ালি থানাতেও খবর দেওয়া হয়। রাতে ওই মেসে পুলিশ পৌঁছে দরজা ভেঙে ওই ঘরে ঢোকে। ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ওই ছাত্রীকে ঝুলতে দেখা যায়। স্নেহার পরিবারের সদস্যরাও সেখানে পৌঁছায়। মেয়ে কিছুতেই আত্মহত্যা করতে পারে না। এমনই দাবি স্নেহার পরিবারের। কী কারণে এই মৃত্যু? সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তাঁর সঙ্গে কি কারও প্রেমের সম্পর্ক ছিল? সেই সম্পর্কের অবনতি থেকে কি এই রহস্যমৃত্যু? সেই বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি। মৃতার মোবাইল ফোনটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

'আমার অমৃত স্টেশন' এবং 'অপারেশন সিঁদুর' বিষয়ের উপর আয়োজিত প্রতিযোগিতা

গোরক্ষপুর, ১৭ মে ঃ অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার আওতায়, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বারাণসী, লখনউ এবং ইজ্জতনগর বিভাগে গড়ে ওঠা রেলওয়ে স্টেশনগুলির উপর ভিত্তি করে স্থানীয় স্কুলগুলিতে প্রবন্ধ লেখা, কবিতা লেখা এবং কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, বক্তৃতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এই প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল। ইজ্জতনগর মণ্ডলের বরেলিতে অবস্থিত কস্তুরবা পৌর কর্পোরেশন বালিকা বিদ্যালয়, রাম ভরোসে লাল বালিকা আন্ত ঃ কলেজ, ইসলামিযা বালিকা আন্ত ঃ কলেজ, পি.বি.এ.এস. হাথরাসে অবস্থিত। ইন্টার কলেজ, ছোট লাল রামনারায়ণ সেকসরিয়া ইন্টার কলেজ, শেঠ হরচরণ দাস গার্লস ইন্টার কলেজ এবং এপিএস সহ ৯ টি স্কুলের ৫০০ টিরও বেশি শিক্ষার্থী। ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, দেবনাগরী স্কুল, উজ্জয়িনীতে অবস্থিত গুলজারী লাল চম্পা লাল সরস্বতী শিশু মন্দির এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। একইভাবে, ডি.এ.ভি. বারাণসী বিভাগের থাওয়েতে অবস্থিত। পাবলিক স্কুল, আদর্শ সরকারি উন্নীত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আদর্শ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলফা ইন্টারন্যাশনাল মিশন স্কুল, ক্রিসেন্ট মিশন হাই স্কুল এবং সুরেমানপুর বালিয়ায় অবস্থিত সেথ এম.আর. জয়পুরিয়া স্কুল, ইন্ডিয়ান স্কুল অফ চিলড্রেন, ইউনিক কনভেন্ট রানিগঞ্জ, আর.পি.এম. ইন্টার কলেজ, দ্বাবা চিলড্রেন স্কুল এবং লখনউ মন্ডলে অবস্থিত ১০ টি স্কুল, গোলায় (খেরি) অবস্থিত বাজাজ পাবলিক স্কুল, শ্রী রাজেন্দ্র গিরি মেমোরিয়াল একাডেমি, সরস্বতী বিদ্যামন্দির ইন্টার কলেজ, উমা দেবী চিলড্রেন একাডেমি, ময়লানিতে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন কনভেন্ট স্কুল, সিদ্ধি বিনায়ক পাবলিক স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয় নারাং, স্বামী নারায়ণ ছাপিয়ায় অবস্থিত সত্যেন্দ্রনাথ সুনীল কুমার মেমোরিয়াল ইন্টার কলেজ, রাম ছাত্র মেমোরিয়াল পাবলিক স্কুল, স্বামী নারায়ণ ইন্টার কলেজ, রাম সুরেমান জে.আর. গার্লস ইন্টার

কলেজ, অযোধ্যায় অবস্থিত চন্দ্রাবতী মেমোরিয়াল জুনিয়র হাই স্কুল, চন্দ্রাবতী মেমোরিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়, কে.এম. সহ ১০টি স্কুলে ৬০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। পাবলিক স্কুল, মহর্ষি পতঞ্জলি স্কুল, সিদ্ধার্থনগরে অবস্থিত সিদ্ধার্থনগর ইন্টার কলেজ, বলরামপুরে অবস্থিত সরলা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি, গঙ্গা স্কুল এবং করুণা মেমোরিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৯টি স্কুলের ৩০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। এইভাবে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ৩৮টি স্কুলের ১৪০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং অমৃত স্টেশন এবং অপারেশন সিঁদুরের বিষয়বস্তুতে শক্তিশালী বক্তৃতা, বীরত্বপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি এবং আকর্ষণীয় চিত্রকর্ম তৈরি করে তাদের দক্ষ প্রতিভা প্রদর্শন করে। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী অংশগ্রহণকারীদের উত্তর- পূর্ব রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক পুরস্কৃত করা হবে।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশন পুনঃবিকাশ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করলেন জিএমএনএফআর

মালিগাঁও, ১৭ মে ঃ শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) জেনারেল ম্যানেজার ১৫ মে', ২০২৫ তারিখে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন-নর্থ লখিমপুর, রাঙাপারা নর্থ, মাজবাট, গহপুর এবং বিশ্বনাথ চারিআলিতে বর্তমানে চলা পুনঃবিকাশ কাজগুলির একটি বিস্তারিত পরিদর্শন করেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় আসামের ৫০ টি স্টেশনকে রূপান্তরের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে, যার লক্ষ্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি করা। এই পুনঃবিকাশ উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন আনা হবে, যার আনুমানিক বিনিয়োগ হবে নর্থ লখিমপুরের জন্য ৭.১২ কোটি টাকা, রাঙাপারা নর্থের জন্য ৫৫.১৭ কোটি টাকা, মাজবাটের জন্য ১২.০৪ কোটি টাকা, গহপুরের জন্য ৮.৮৯ কোটি টাকা এবং বিশ্বনাথ চারিআলির জন্য ১৪.০৭ কোটি টাকা। মোট, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন ৯২টি স্টেশন এবিএসএস -এর মাধ্যমে পুনর্বিকাশের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, যার লক্ষ্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং যাত্রীদের সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করা। পরিদর্শনের সময়, জেনারেল ম্যানেজার অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে

স্টেশন পুনর্বিকাশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং তিনি গুণমান, সময়মত সমাপ্তি এবং সুরক্ষার উপর জোর দেন। তিনি উন্নত যাত্রী সুযোগ-সুবিধা, আধুনিক ব্যবস্থা এবং উন্নত নান্দনিকতার উপর এই প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরেন। কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে, তিনি যাত্রী পরিষেবায় ন্যূনতম ব্যাঘাত ঘটিয়ে দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানান, বর্তমান প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং সময়সীমা পূরণের গতি বজায় রাখার উপর জোর দেন। জেনারেল ম্যানেজার রাঙাপারা নর্থে সাব-ডিভিজনাল রেলওয়ে হাসপাতালও পরিদর্শন করেন, যেখানে তিনি একটি অত্যাধুনিক সিআর সিস্টেম এক্স-রে মেশিন উদ্বোধন করেন, যা হাসপাতালের রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। এছাড়াও, তিনি ট্র্যাক এবং পরিচালনগত স্থিতির মূল্যায়ন করার জন্য নর্থ লখিমপুর এবং রাঙাপারা নর্থের মধ্যে একটি উইন্ডো ট্রেইলিং পরিদর্শন করেন। এই স্টেশনগুলির পুনর্বিকাশের জন্য প্রকল্প হলো যাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করা এবং এটি সাথে ভারতীয় রেলকে বিশ্বমানের পরিবহন পরিষেবায় রূপান্তরিত করার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নেওয়া। এই উদ্যোগটি কেবল অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধার আধুনিকীকরণের উপরই জোর দেয় না বরং সকলের জন্য দক্ষ, নিরাপদ এবং সার্বিক রেল পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য স্থায়িত্ব, সহজলভ্য এবং স্মার্ট প্রযুক্তির একীকরণের উপরও জোর দেয়।

দীনবন্ধু মঞ্চ থেকে উত্তরকন্যা- উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ মে ঃ তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে আগামী সোমবার, অর্থাৎ ১৯ মে শিলিগুড়িতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সফর ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়েছে তোড়জোর প্রস্তুতি। বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই সফরের কথা ঘোষণা করেন। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ১৯ মে বিকেলে বাগডোগরা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন তিনি। সেখান থেকে সড়কপথে সোজা শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে এসে একটি সরকারি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। কর্মসূচি শেষে উত্তরকন্যায় রাত্রিযাপন করবেন তিনি। ২০ মে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী যোগ দেবেন ফুলবাড়ি ভিডিওকন গ্রাউন্ডে আয়োজিত একটি কর্মসূচিতে। এরপর ২১ মে, বুধবার উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন তিনি। সফর শেষে ২২ মে তিনি কলকাতায় ফিরবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হযেছে শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকাজুড়ে। জায়গায় জায়গায় চলছে পুলিশি টহলদারি। দীনবন্ধু মঞ্চ ও ফুলবাড়ি ভিডিওকন মাঠে চলছে মঞ্চ নির্মাণের কাজ ও অন্যান্য প্রস্তুতি। শনিবার দীনবন্ধু মঞ্চের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এলাকা পরিদর্শনে আসেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর সফর নির্বিঘ্ন করতে তৎপর প্রশাসন।

বসিরহাটে উদ্ধার কোটি টাকার সোনার বিস্কুট, ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৭ মে ঃ সীমান্ত এলাকায় বড়সড় সাফল্য পেল বিএসএফ। কোটি টাকার সোনার বিস্কুট উদ্ধার হল বসিরহাটের স্বরূপনগর এলাকায়। ১০টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে অভিযানে। ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই পাচারকারী। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতির পর সীমান্ত এলাকায় আরও নিরাপত্তার কড়াকড়ি বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাতেও কড়া নজরদারি চলছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগরের সীমান্ত এলাকাতেও চলছে কড়া পাহারা। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে ওই সোনার বিস্কুট পাচার হচ্ছিল। তখনই বিএসএফ জওয়ানরা বমাল পাচারকারীদের পাকড়াও করে। ধৃতদের নাম প্রদীপকুমার বারুই ও গোপাল পরমান্য। জানা গিয়েছে, এলাকার সোনাই নদী দিয়ে অভিনব কায়দায় পাচার চলছিল। নদীর উপর থেকে দড়ির সাহায্যে ব্যাগে করে ওই ১০টি সোনার বিস্কুট এপাড়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল। বিষয়টি দেখে সন্দেহ হয় টহলদারি জওয়ানদের। তাঁরা ওই দু'জনকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। ব্যাগ খুলে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে পড়ে ১০টি সোনার বিস্কুট। তারপরই ধৃতদের গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটের বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। জানা গেছে, ধৃতরা ভারতীয়। বাংলাদেশ থেকে ওই সোনার বিস্কুট সীমান্ত পেরিয়ে অভিনব কায়দায় নিয়ে আসছিল। তাদের বাড়ি হাকিমপুর উত্তরপাড়ায়। ধৃতদের থেকে দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। সোনার বিস্কুট-সহ ধৃতদের তেতুলিযা শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃতদের এদিন আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে। আর কারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে? তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশের জালে গ্রেপ্তার জাল আধার কার্ড তৈরির চক্রের ২ পান্ডা

দুরন্ত বার্তা, ডোমকল, ১৭ মে ঃ সীমান্ত এলাকায় ফের অনুপ্রবেশকারীদের বৈধ পরিচয়পত্র তৈরির ছক! তিনদিনের মাথায় ফের এই ষড়যন্ত্র বানচাল করল মুর্শিদাবাদের পুলিশ। গ্রেপ্তার জাল আধার কার্ড তৈরির চক্রের ২ পান্ডা। শুক্রবার রাতে মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া নরসিংপুর বাজার থেকে ওই চক্রের দুই পান্ডাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উদ্ধার করেছে জাল আধার তৈরির সরঞ্জাম। পুলিশ জানায় ধৃতদের নাম সানাউল্লা শেখ, বয়স ৩২ বছর ও আনোয়ার রহমান, বয়স ৩০ বছর। তাদের বাড়ি সাগরপাড়া থানার বারোমাসিয়া গ্রামে। জানা গেছে, নরসিংপুর বাজারে সানাউল্লা শেখ নিজের দোকানে বসেই ওই কাজ চালাত। সীমান্ত এলাকার বহরমপুর বা গ্রাম থেকে জাল আধার তৈরির পাঁচ পান্ডা গ্রেপ্তার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ১৪ মে রাতে রানিনগরের পুলিশ কাতলামারীর কদমতলা গ্রাম থেকে একইভাবে জাল আধার তৈরির সরঞ্জাম-সহ তিন পান্ডাকে গ্রেপ্তার করেছিল। ধৃতদের কাছ থেকে একটি ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার, দু'টি ল্যাপটপ, একটি প্রিন্টার, দু'টি স্ক্যানার, দু'টি ফোন, তিনটে তৈরী আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে। শনিবার সাগরপাড়া থানায় বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ, সিআই তাপস দাস ও ওসি খোরসেদ আলম। এসপিও জানান, ধৃতরা নিজেদের আধারকার্ড তৈরির অনুমোদিত কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে প্রতারণার কথা স্বীকার করেছে। পাশাপাশি এসডিপিও জানান, নতুন আধারকার্ড তৈরির আইনি অনুমতি রয়েছে ইউআইডিএআই অর্থাৎ ভারতে স্বতন্ত্র শনাক্তকরণ কর্তৃপক্ষের হাতে। যেটা এই জেলার ক্ষেত্রে বহরমপুরে আছে। সেখান থেকেই নতুন আধার কার্ড করতে হয়। বাজারে বা পাড়ায় বসে যারা আধার বা অন্যান্য পরিচয়পত্র তৈরি করে দিচ্ছে বা আপগ্রেডেশন করছে জানবেন সেটা অবৈধ।

টিভি ৯ বাংলার নতুন নিউজ সিরিজ 'তিন পড়শির ফন্দিফিকির'

কলকাতা, ১৭ মে ঃ ৬ মে, মধ্যরাত পেরিয়েছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর আর পাকিস্তানের মাটিতে ৯ টা পর পর মিসাইল আক্রমণ

ভারতের। অপেরেশন সিঁদুর। পাহেলগাঁওতে যাঁরা সিঁদুর মুছে দিয়েছিলেন আমাদের দেশের মায়েদের। বোনেদের। তাদের যোগ্য জবাব দিল ভারত। উড়িয়ে দিল জঙ্গি ঘাঁটি। ২৬ জন নারীর সিঁথির সিঁদুর মোছার জবাব আমরা দিয়েছি। তছনছ হয়ে গেছে পাকিস্তান। ওদের জঙ্গি ঘাঁটি থেকে সেনা বেস। সব কিছু তছনছ হয়ে গেছে। যেমনটা আমরা বার বার করে এসেছি। পাকিস্তান যখনই আমাদের দিকে চোখ তুলেছে আমরা তার যোগ্য জবাব দিয়েছি। কিন্তু আমাদের শান্ত স্বভাবের সুযোগ নিয়ে কীভাবে বারবার নির্লজ্জ পাকিস্তান ঢুকে পড়েছে আমাদের দেশে, আমাদের মাটিতে? আমরা যখন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছি তখনও পিছন থেকে ছুরি মেরেছে পাকিস্তান। স্বাধীনতার সময় থেকে কার্গিল, চার বার সরাসরি যুদ্ধ করেছে পাকিস্তান। বারবার ঢুকে এসেছে ভারতের মাটিতে। আমরাও যোগ্য জবাব দিয়েছি। এবারও পহেলগাঁও কাণ্ডের জন্য যোগ্য জবাব দিল ভারত। পাকিস্তানের ঘুম কেড়ে নিয়েছি আমরা। হ্যাঁ সেটাই সত্যি। তাই তো তড়িঘড়ি সিজফায়ারের জন্য আমেরিকার পায়ে পড়েছিল পাকিস্তান। ইসলামাবাদ থেকে ফোন এসেছিল আমাদের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপেরেশনের কাছে। আমাদের শর্তে ওরা মাথা নত করেছে। যেমনটা ওরা করে বারবার। কিন্তু তার পরেও ওদের ওপর বিশ্বাস করা সম্ভব? সিজ ফায়ারের দিনই ওরা শেলিং করেছে। মার খেয়েও শেষ নেই চলচাতুরির! তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগোচ্ছে পূর্বের পড়শি বাংলাদেশ। হাসিনা পরবর্তী আমলে মাথাচাড়া দিচ্ছে জঙ্গি মৌলবাদ। ভারতের সেভেন সিস্টার্স নিয়ে ছক কষছেন ইউনূস। আর এ সবের পিছনে কলকাঠি নাড়ছে চিন। দক্ষিন এশিয়ায় প্রভাব বাড়ানোর মতলব বেজিংয়ের। কোন অঙ্কে এই সব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করবে ভারত? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই বিশেষজ্ঞদের মতামত সহ টিভি ৯ বাংলার নতুন নিউজ সিরিজ ' তিন পড়শির ফন্দিফিকির', ১৮ মে ২০২৫, রবিবার, রাত ১০ টায়।

অপরাধীদের শায়েস্তা করতে নয়া উদ্যোগ!

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ মে ঃ বছরের শুরু থেকেই অপরাধমূলক কার্যকলাপে শীর্ষে নাম উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের মালদা জেলা। জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বারংবার প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক সহ বিভিন্ন মহলে। জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও মজবুত করতে নতুন ডিএসপি পদ তৈরি হতে চলেছে মালদায়। এতদিন জেলায় চারজন ডিএসপি ছিলেন। ডিএসপি ক্রাইম নতুন পদ তৈরি হয়েছে জেলায়। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই নতুন পদে একজন ডিএসপি নিয়োগ হবেন। এমনকি অন্যান্য ডিএসপিদেরও কাজে কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসেছে জেলা পুলিশ। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ডিএসপি ট্রাফিক এবং ডিএসপি ডিসট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকে (ডিইবি) নিজেদের বিভাগের পাশাপাশি থানার বাড়তি দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জেলার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, ডিএসপি ক্রাইম নামে নতুন পদ তৈরি হয়েছে। তাতে নতুন অফিসারও আসছেন। কাজের সুবিধার্থে ডিএসপিদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, অপরাধ প্রধান জেলা হিসাবে চিহ্নিত উত্তরবঙ্গের এই জেলা। আগ্নেয়াস্ত্র, ব্রাউন সুগার, জালনোটের পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এবং বিহার, ঝাড়খণ্ড সীমানাও রয়েছে এই জেলায়। এছাড়াও, সম্প্রতি, ইংরেজবাজার শহরের তৃণমূল নেতা দুলাল সরকার খুন, এবং অমৃতিতে রাত পাহারা দিতে গিয়ে যুবক খুনের ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মালদা জেলা। হিংসা ছড়িয়ে রণক্ষেত্র হয়েছে মোথাবাড়িও। শুধু তাই নয়, জেলায় সাইবার অপরাধের প্রবণতাও বাড়ছে বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় জেলায় পুলিশের পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্যের শীর্ষকর্তারা। বর্তমানে জেলায় দু'জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, দু'জন এসডিপিও, পাঁচ জন ডিএসপি রয়েছেন। জানা গেছে, ডিএসপি ক্রাইম হয়ে আসছেন, এ সাত্তার। তিনি সাইবার থানা, ক্রাইম মনিটরিং গ্রুপের মতো চারটি দফতরের দায়িত্ব সামলাবেন। ডিএসপি আইনশৃঙ্খলা পুলিশ লাইনের পাশাপাশি ইংরেজবাজার, মানিকচক এবং ভুতনি থানা দেখবেন। ডিএসপি ট্রাফিক, ট্রাফিক ব্যবস্থা দেখার পাশাপাশি মালদা এবং হবিবপুর থানা দেখবেন। ডিএসপি ডি.ই.বি বিভিন্ন পণ্য কালোবাজারির মতো বিষয় দেখতেন।

পলাতক স্ত্রী, বিশ্বাসঘাতকতা মানতে পারছেন না স্বামী! বিপাকে পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ মে ঃ বাড়ির কাছেই পার্টি অফিস। সেই পার্টি অফিস থেকে প্রেমের সূত্রপাত। এবার তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীকে নিয়ে পালালো বিজেপি নেতা। বাড়িতে রয়েছে ছোট দুই সন্তান। অন্যদিকে ওই বিজেপি নেতাও বিবাহিত। তাদের বিবাহ বহির্ভূত এই সম্পর্কের জেরে বিপাকে দুই পরিবার। মেয়ের কীর্তি বিশ্বাস করতে পারছেন না মা। সমগ্র ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকাতে পড়েছে শোরগোল। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কৈলাস নগর এলাকার ঘটনা। স্থানীয় গৃহবধূ শিউলি রায় কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। তার স্বামী পেশায় টোটো চালক তৃণমূল কর্মী জিতেন রায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানাতে নিখোঁজের একটি অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারছেন তার স্ত্রী পিপলার বাসিন্দা বিজেপি নেতা জীবন দাসের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। যা শুনে হতবাক জীবন। তিনি বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না স্ত্রীর এই বিশ্বাসঘাতকতা। কারণ ফেসবুকে পরিচয়ের পর প্রেম করে তাদের বিয়ে হয়েছিল। ছোট দুই ছেলে মেয়ে রয়েছে বাড়িতে। তারপরেও তার স্ত্রী কি ভাবে এই কাজ করলো। জানা গেছে জিতেন রায়ের বাড়ির ১০০ মিটার দূরে রয়েছে বিজেপির দলীয় কার্যালয়। সেখানেই আসতেন এই বিজেপি নেতা। সেখান থেকেই গড়ে উঠে ছিল যোগাযোগ এবং প্রেম। কিন্তু স্বামী টের পাননি কিছুই। অন্যদিকে জীবন দাসও বিবাহিত। রযেছে ছোট এক সন্তান। বিপাকে পড়েছে জীবন দাসের পরিবারও। আর তার মেয়ে কেন এমন করল বলতে পারছেন না শিউলি রায়ের মা। সাম্প্রতিক সময়ে বারবার দেখা যাচ্ছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থেকে একাধিক অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে বহু পরিবার। সেরকমই অবস্থায় এই মুহূর্তে শিউলি রায় এবং জিতেন দাসের পরিবার।

গলসিতে ব্যাগে বোমা, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৭ মে ঃ শনিবার গলসিতে ব্যাগে উদ্ধার হলো বোমা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা গেছে, এক প্রাতঃভ্রমণকারী রাস্তায় একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন। ব্যাগটি খুলতেই দেখেন ব্যাগের ভেতরে রয়েছে বোমা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে, পৌঁছায় পুলিশ। বোমা নিষ্ক্রিয় করতে খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডেও। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এই বোমাগুলি রেখেছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/22/eNIT/25-26(2 nd Call) Dated: 13/05/2025
For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the work of Supply of Class Benches at Kanduah Mahakali High School. Document download/sale date from **13.05.2025 16:30 Hrs to 19.05.2025 16:30 Hrs.** Bid submission end date **up to 19.05.2025 16:30** Hrs. Bid Opening Date: **21.05.2025 at 16.30 Hrs**. For details please visit office of the undersigned or **website https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

খাওয়া দাওয়া

দইয়ের চপের রেসিপি

উপকরণঃ দই দেড় কাপ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ, কাঁচামরিচকুচি ১ টেবিল চামচ, রসুনকুচি ১ টেবিল চামচ, গরমমসলার গুঁড়া আধা চা-চামচ, ভাজা গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, তেল প্রয়োজনমতো, লবণ স্বাদমতো, বেসন ২ কাপ, হলুদের গুঁড়া আধা চা-চামচ বা প্রয়োজনমতো, মরিচগুঁড়ো আধা চা-চামচ বা প্রয়োজনমতো, চালের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ টক দই একটা কাপড়ে আধা ঘণ্টা বেঁধে রাখুন। যাতে দই থেকে সব জল ঝরে যায়। লবণ, বেসন, হলুদের গুঁড়া, মরিচগুঁড়া ছাড়া বাকি উপকরণগুলো মেশান। আলু চপের আকারে গোল করে রাখুন। অন্য বাটিতে বেসন, লবণ, চালের গুঁড়া, হলুদ এবং মরিচের গুঁড়া আর প্রয়োজনমতো জল দিয়ে গোলা তৈরি করে নিন। দইয়ের পুর বেসনের গোলায় চুবিয়ে ডুবো তেলে চপ আকারে ভাজতে হবে। ভেজে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

বড়ি-করলার ভর্তার রেসিপি

উপকরণঃ বিচি ফেলে পাতলা স্লাইস করা করলা ১ কাপ, লবণ ১ চা-চামচ, কুমড়া বড়ি সিঁকি কাপ, পেঁয়াজ (মিহি স্লাইস) আধা কাপ, কাঁচা মরিচ কুচি ২টি, সরিষার তেল ২ চা-চামচ ও তেল ২ চা-চামচ।

প্রণালিঃ বড়ি ধুয়ে পাটায় বা হামানদিস্তায় গুঁড়া করে নিন। করলায় আধা চা-চামচ লবণ মেখে ৩০ মিনিট রেখে দিন। এবার করলা ভালো করে কচলে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে মৃদু আঁচে বড়ির গুঁড়া লালচে করে ভেজে নিন। ঠান্ডা হলে এক পাশে রেখে দিন। একটি বোল বা বাটিতে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ কুচি, লবণ ও সরিষার তেল মিশিয়ে ভালো করে কচলে মেখে নিন। তারপর করলা কুচি ও ভেজে রাখা বড়ির গুঁড়া দিয়ে মিশিয়ে মেখে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

টক দইয়ের পুডিংয়ের রেসিপি

উপকরণঃ টক দই ২ কাপ, ডিম ৩টা, দুধ ২ কাপ, চিনি স্বাদমতো, চিনি সিকি কাপ।

প্রণালি ঃ এক টুকরা কাপড়ে দই বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। যেন কোনো জল না থাকে। এবার একটা পাত্রে দই, ডিম, চিনি, দুধ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। পুরো মিশ্রণটি মসৃণ হতে হবে। একটা ভারী সসপ্যানে ক্যারামেল তৈরির জন্য চিনি ছিটিয়ে মৃদু আঁচে চুলায় দিন। চিনি গলে রং ধরতে আরম্ভ করলে নাড়ুন। বাদামি হয়ে এলে

চুলা থেকে নামিয়ে খুব ধীরে ধীরে জল দিন। আবার চুলায় দিয়ে নাড়ুন। পুডিংয়ের মোল্ডে ক্যারামেল সস দিন।

মেশানো দুধ, দই, ছাঁকনি ছেঁকে মোল্ডে ঢেলে দিতে হবে। একটা বড় সসপানে ফুটানো জলেতে মোল্ড এমনভাবে বসাতে হবে, যেন মোল্ডের নিচের অংশ জলেতে ডুবে থাকে। মোল্ড ঢেকে জলেতে সেদ্ধ করতে হবে। মাঝে একবার মোল্ডের ঢাকনা উঠিয়ে একটা ছুরি বা কাঠি ঢুকিয়ে দেখতে হবে পুডিং হয়েছে কি না। পুডিং ভালোভাবে জমাট বাঁধলে নামিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

নিজের দত্তক মাকে খুন

ওড়িষা, ১৭ মেঃ একসময় রাস্তায় সদ্যোজাত শিশুকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন এক নারী। ওই শিশুকে দত্তক হিসেবে নিজের কাছে রেখে লালনপালন করছিলেন তিনি। সেই শিশুই কিশোরী বয়সে এসে পালক মাকেই খুন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওড়িশা রাজ্যের গজপতি জেলার পারালাখেমুন্ডি শহরে ভাড়া বাড়িতে গত ২৯ এপ্রিল ঘটেছে এমন ঘটনা। ওড়িশা পুলিশ জানিয়েছে, ওই কিশোরীর বয়স এখন ১৩ বছর। সে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। তার দুই প্রেমিক মন্দিরের পুরোহিত ২১ বছর বয়সী গণেশ রাঠ এবং ২০ বছর বয়সী দীনেশ সাহুর সঙ্গে মিলে নিজের দত্তক মা রাজলক্ষ্মী করকে (৫৪) হত্যার ষড়যন্ত্র করে। পুলিশ বলছে, রাজলক্ষ্মীর দত্তক নেওয়া ওই কিশোরীর সঙ্গে দুই তরুণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনি এমন সম্পর্কের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর সম্পত্তি দখলের লোভও ছিল ওই কিশোরী ও দুই তরুণের। ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় কিশোরী প্রথমে মায়ের খাবারে ঘুমের ওষুধ মেশায়। যখন রাজলক্ষ্মী অচেতন হয়ে পড়েন, তখন গণেশ রাঠ ও দীনেশ সাহুকে ডেকে আনা হয়। তারপর তিনজনে মিলে বালিশচাপা দিয়ে রাজলক্ষ্মীকে খুন করে। পরে রাজলক্ষ্মীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। পরিবার ও হাসপাতালকে জানানো হয়, তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। রাজলক্ষ্মীর আগে থেকেই হৃদ্‌রোগ ছিল। তাই কেউ সন্দেহ করেনি। পরদিন আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে ভুবনেশ্বরে তাঁর মরদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হয়। প্রায় দুই সপ্তাহ এ ঘটনা ধামাচাপা থাকলেও রাজলক্ষ্মীর ভাই শিবা প্রসাদ মিশ্রর মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা সামনে আসতে থাকে। তিনি ভুবনেশ্বরে কিশোরীর ফেলে যাওয়া ফোনটি খুঁজে পান। ফোনটি ঘেঁটে দেখতে পান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রাম চ্যাটে খুনের পরিকল্পনার পুরো বিবরণ রয়েছে। ওই কথোপকথনে রাজলক্ষ্মীকে খুন করার পরিকল্পনা, সোনা ও নগদ টাকা নেওয়ার বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে লেখা ছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সব দেখার পর গত ১৪ মে শিবা প্রসাদ মিশ্র পারালাখেমুন্ডি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত শুরু করে এবং কিশোরী, গণেশ রাঠ ও দীনেশ সাহুকে গ্রেপ্তার করে। গজপতি জেলার পুলিশ সুপার যতীন্দ্র কুমার পান্ডা জানান, প্রায় ১৪ বছর আগে ভুবনেশ্বরে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা অবস্থায় রাজলক্ষ্মী ও তাঁর স্বামী ওই শিশুকে খুঁজে পান।

টক দইয়ের অম্বলের রেসিপি

উপকরণঃ টক দই ২ কাপ, ডুমা ডুমা করে কাটা বেগুন ১ কাপ, শর্ষে অল্প পরিমাণ, পেঁয়াজবাটা ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, চিনি ১ টেবিল চামচ, শর্ষের তেল অল্প পরিমাণ।

প্রণালিঃ ডুমা ডুমা করে কাটা বেগুন ভেজে তুলে রাখুন। দই অল্প জলেতে মসৃণভাবে গুলে নিতে হবে। কোনো রকম দানা দানা ভাব থাকতে পারবে না। শর্ষে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজবাটা হালকা করে

ভেজে নিতে পারেন। গোলানো দই ঢেলে দিন। লবণ ও চিনি দিন। ফুটে উঠলে ভাজা বেগুনগুলো দিয়ে নামিয়ে নিন। দই বেশি ফুটতে থাকলে ফেটে গিয়ে ছানা কেটে যাবে। সেদিকে লক্ষ রাখুন।

এফবিআই প্রধান কোমিকে 'নোংরা' বললেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৭ মেঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের প্রাক্তন পরিচালক জেমস কোমিকে 'নোংরা পুলিশ' বলে অভিহিত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া একটি পোস্টকে ঘিরে গতকাল শুক্রবার এমন মন্তব্য করেন তিনি। ট্রাম্পের দাবি, কোমি ওই পোস্টের মধ্য দিয়ে তাঁকে হত্যার গোপন আহ্বান জানিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার জেমস কোমি ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট দিয়েছিলেন, যেটি পরে মুছে ফেলা হয়। সেই পোস্টে সামুদ্রিক শামুকের একটি ছবি ছিল। শামুকের গায়ে লেখা ছিল '৮৬ ৪৭'। '৮৬' সংখ্যাটি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পুরোনো একটি সংকেত বোঝানো হয়। যা দিয়ে সাধারণত 'মেরে ফেলা' বোঝানো হয়। আর ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট। শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'ওটা দিয়ে ঠিক কী বোঝায়, তা তিনি (কোমি) জানতেন। ওটার মানে ছিল হত্যা, আর সেটা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এখন কথা হলো, তিনি খুব একটা দক্ষ নন। তবে ওটার মানে বোঝার মতো দক্ষতা তো তাঁর আছেই।' ট্রাম্প বলেন, 'তিনি (কোমি) প্রেসিডেন্টকে হত্যার আহ্বান জানাচ্ছেন।' কোমিকে 'একজন নোংরা পুলিশ' বলে আখ্যা দেন ট্রাম্প। পোস্টটি ডিলিট করার পর ইনস্টাগ্রামে কোমি আরেকটি পোস্ট দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সেদিন সৈকতে হাঁটার সময় কিছু শামুক দেখতে পান এবং তার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন। তাঁর মনে হয়েছে, শামুকগুলোতে রাজনৈতিক বার্তা লেখা আছে। কোমি আরও লিখেছেন, 'আমি বুঝতেই পারিনি যে কিছু লোক এই সংখ্যাগুলোর সঙ্গে সহিংসতার সম্পর্ক খুঁজে পাবে। সেটা কখনো আমার মাথায় আসেনি, তবে আমি যেকোনো ধরনের সহিংসতার বিরোধী, তাই পোস্টটি মুছে ফেলেছি।' তবে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা এতে সন্তুষ্ট নন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের প্রধান ক্রিস্টি নোয়েম বলেন, তাঁরা এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিক্রেট সার্ভিস বিষয়টি তদন্ত করছে। তিনি আরও বলেছেন, এ ঘটনায় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল বলেছেন, সংস্থাটি 'সিক্রেট সার্ভিস'-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা দেবে।জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড বলেন, 'কোমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার আহ্বান জানিয়েছেন।' তুলসী আরও বলেন, 'আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কোমির হুমকির বিষয়টি নিয়ে সিক্রেট সার্ভিসের তদন্তকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি।'গতকাল শুক্রবার মার্কিন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, কোমিকে তাঁর পোস্টের বিষয়ে সিক্রেট সার্ভিস জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। ট্রাম্প গত বছরের জুলাইয়ে পেনসিলভানিয়ার বাটলার শহরে একটি নির্বাচনী সমাবেশ করার সময় হত্যাচেষ্টার শিকার হন। ওই সময় তিনি কানে আঘাত পান। এর পর থেকে আরও বেশ কিছু হুমকি পান ট্রাম্প। কোমি ও ট্রাম্পের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনাপূর্ণ। ২০১৭ সালে ট্রাম্প তাঁকে এফবিআই প্রধানের পদ থেকে বরখাস্ত করেন। বরখাস্ত হওয়ার সময় কোমি একটি তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ওই তদন্তের উদ্দেশ্য ছিল, ট্রাম্পের সহযোগীরা আগের বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে মস্কোর সঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা।

ডেমোক্র্যাটদের অভিযোগ, ট্রাম্প ওই তদন্তকে বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছিলেন। তবে ট্রাম্পের দাবি, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারি ক্লিনটনের ইমেইলসংক্রান্ত তদন্তে ঠিকভাবে সামাল দিতে না পারায় তিনি কোমিকে বরখাস্ত করেছিলেন।

গর্ভপাত আইন বাতিলের দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্ষোভ

ওয়াশিংটন, ১৭ মেঃ বাড়িতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়া অ্যাড্রিয়ানা স্মিথকে হাসপাতালে আনার পর পরীক্ষায় তাঁর মস্তিষ্কে একাধিক 'ব্লাড-ক্লট' ধরা পড়ে। চিকিৎসকেরা ৩০ বছর বয়সী এই নারীকে 'ব্রেন ডেড' ঘোষণা করেছেন। তারপর তিন মাস পেরিয়ে গেছে। লাইফ সাপোর্ট দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে অন্তঃসত্ত্বা অ্যাড্রিয়ানাকে। জর্জিয়ায় ছয় সপ্তাহ পর সব ধরনের গর্ভপাত নিষিদ্ধ। অ্যাড্রিয়ানার মা এপ্রিল নিউকির্ক বলেন, তাঁদের পরিবারের মতামত না নিয়েই তাঁর মেয়ে অ্যাড্রিয়ানা স্মিথকে জীবিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডব্লিউএক্সআইএ-টিভিকে তিনি বলেন, 'এই সিদ্ধান্ত আমাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।' অ্যাড্রিয়ানার কী হয়েছিলতা জানাতে গিয়ে তাঁর মা নিউকির্ক বলেন, তাঁর মেয়ে একজন নিবন্ধিত নার্স। গত ফেব্রুয়ারি মাসে প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে অ্যাড্রিয়ানা হাসপাতালে যান। প্রাথমিকভাবে তাঁকে ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। সে সময় তিনি ৯ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। পরদিন সকালে অ্যাড্রিয়ানা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি যে হাসপাতালে কাজ করেন, সেখানেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে তাঁর মস্তিষ্কে একাধিক স্থানে জমাট রক্ত (ব্লাডক্লট) দেখতে পান। চিকিৎসায় কোনো উন্নতি না হওয়ায় অ্যাড্রিয়ানাকে 'ব্রেন ডেড' ঘোষণা করা হয়। তবে জর্জিয়ায় অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ছয় সপ্তাহ পর গর্ভপাতসংক্রান্ত সব ধরনের চিকিৎসা নিষিদ্ধ, তাই 'হার্টবিট' আইনের ব্যত্যয় ঘটতে পারে আশঙ্কায় চিকিৎসকেরা অ্যাড্রিয়ানার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কারণ, অ্যাড্রিয়ানা ৯ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। তার পর থেকে অ্যাড্রিয়ানা লাইফ সাপোর্টে আছেন এবং তিনি এখন ২১ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। নিউকির্ক বলেন, 'আমি এটা বলছি না যে আমরা তাঁর গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নিতাম। আমি বলতে চাইছি, আমাদের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকা উচিত ছিল।' অ্যাড্রিয়ানাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে, যেন তাঁর গর্ভে থাকা শিশুটি পূর্ণ মেয়াদে পৌঁছাতে পারে। যদিও চিকিৎসকেরা নিশ্চিত নন যে এই গর্ভাবস্থা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে কি না বা কোনো স্বাস্থ্যগত জটিলতা ছাড়াই এটি শেষ হবে কি না। নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা নীতিশাস্ত্র ও প্রজনন অধিকার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কেটি ওয়াটসন বলেন, অ্যাড্রিয়ানার মতো পরিস্থিতির ক্ষেত্রে গর্ভপাত আইন প্রযোজ্য নয়। গতকাল শুক্রবার এএফপিকে কেটি ওয়াটসন বলেন, 'জর্জিয়ার গর্ভপাতসংক্রান্ত আইন ব্রেন ডেড কোনো ব্যক্তির শরীর থেকে ভেন্টিলেশন সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কিত নয়। এমনকি মৃত্যুর সময় যদি সেই ব্যক্তি অন্তঃসত্ত্বা থাকেন, তবু এই বিষয়ে আইনানুযায়ী কিছু বলা নেই।' অ্যাড্রিয়ানার বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যা বলেছে বলে তাঁর পরিবার জানিয়েছে, তা যদি সঠিক হয়, তবে জর্জিয়ার গর্ভপাত আইন সম্পর্কে হাসপাতাল থেকে একটি আশ্চর্যজনক ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বলেও মনে করেন কেটি ওয়াটসন। ওয়াটসন বলেন, 'হাসপাতালের এই পদক্ষেপ আইনি দায়বদ্ধতার আশঙ্কা থেকেই নেওয়া হয়ে থাকতে পারে, যা এই ধরনের গর্ভপাতবিরোধী আইন নিয়ে ভয়ের একটি প্রভাব।' জর্জিয়ার এমোরি হেলথ কেয়ারের একটি শাখায় অ্যাড্রিয়ানার চিকিৎসা চলছে। এএফপির পক্ষ থেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল, কিন্তু সাড়া মেলেনি।এই ঘটনা ডেমোক্র্যাট ও গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া উসকে দিয়েছে।এক বিবৃতিতে জর্জিয়ার ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসওমেন নিকিমা উইলিয়ামস বলেন, 'নিজ পরিবার, ভবিষ্যৎ এবং জীবনের জন্য কী সবচেয়ে ভালো, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সবারই থাকা উচিত।' উইলিয়ামসের অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জর্জিয়ার গভর্নর ব্রায়ান কেম্প মানুষকে অকল্পনীয় যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। ট্রাম্প, কেম্পদুজনই রিপাবলিকান নেতা। সিস্টারসং-এর নির্বাহী পরিচালক মনিকা সিম্পসন বলেছেন, 'যে অঙ্গরাজ্যে প্রজননসেবা সীমিত ও অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়, সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ ও অন্তঃসত্ত্বা হওয়া প্রাণঘাতী হতে পারে।' সিস্টারসং নারী অধিকারকেন্দ্রিক প্রজনন ন্যায়বিচার নিয়ে কাজ করে। ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে ফেডারেল সুরক্ষা প্রত্যাহার করার পর থেকে জর্জিয়াসহ বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য কঠোর গর্ভপাতবিরোধী আইন গ্রহণ করেছে।

ইউক্রেনের বাসে রাশিয়ার ড্রোন হামলা, নিহত ৯

মস্কো, ১৭ মে ঃ ইউক্রেনের উত্তর-পূর্ব দিকের সুমি অঞ্চলে বেসামরিক একটি বাসে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও চারজন। শনিবার ইউক্রেনের কর্মকর্তারা হতাহতের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিন বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিদের মধ্যে সরাসরি শান্তি আলোচনা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর এ হামলার ঘটনা ঘটল। মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে ইউক্রেনের ন্যাশনাল পুলিশের পক্ষ থেকে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়, 'এটি শুধুই আরেকটি গোলাবর্ষণ নয়, এটি একটি ঠান্ডা মাথার যুদ্ধাপরাধ।' রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাস প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্য দিয়ে বলেছে, রুশ বাহিনী সুমি অঞ্চলে ইউক্রেনীয় সামরিক সরঞ্জাম জড়ো করার একটি স্থানে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। সুমি অঞ্চলের সামরিক প্রশাসনের প্রধান ইহোর তকাচেঙ্কো টেলিগ্রাম পোস্টে বলেছেন, ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান চলছে। ইউক্রেনের ন্যাশনাল পুলিশ টেলিগ্রামে একটি গাঢ় নীল রঙের যাত্রীবাহী গাড়ির ছবি প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, গাড়িটি প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। এর ছাদ উড়ে গেছে এবং জানালাগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়েছে। গতকাল তুরস্কের ইস্তাম্বুলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিদলের মধ্যে বৈঠক হয়। বৈঠকে রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের প্রধান ছিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সহকারী ভ্লাদিমির মেদিনস্কি। আর ইউক্রেনের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন রুস্তেম উমেরভ। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে দুই দেশের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা বন্ধ করাই ছিল এই বৈঠকের লক্ষ্য। দুই ঘণ্টার কম সময়ের ওই বৈঠকে রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি। তবে দুই দেশ এক হাজার করে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ে একমত হয়েছে। শান্তি আলোচনা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে রাশিয়া। দেশটি বলেছে, তারা ভবিষ্যতেও যোগাযোগ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত আছে। দুই দেশই বলেছে, তারা শিগগিরই একে অপরের সঙ্গে এক হাজার করে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ে সম্মত হয়েছে। আলোচনা শেষ হওয়ার পরপরই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে লিখেছেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফ্রান্স, জার্মানি ও পোল্যান্ডের নেতাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। জেলেনস্কি আরও লিখেছেন, 'ইউক্রেন প্রকৃত শান্তি আনার জন্য যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃঢ় অবস্থান বজায় রাখাটা জরুরি। যদি রাশিয়া পূর্ণাঙ্গ ও নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে 'কঠোর নিষেধাজ্ঞা' আরোপ করা উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন জেলেনস্কি।

অপারেশন সিঁদুর, জওয়ানদের অভিনন্দন জানাল জার্নালিস্টস ইউনিয়ন

আগরতলা, ১৭ মে ঃ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সিঁদুর-এর সফল অভিযানকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের উদ্যোগে শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাব চত্বরে এক ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সেনাবাহিনীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন সাংবাদিক, সংবাদপত্র কর্মী সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সভাপতি প্রণব সরকার এবং অন্যান্য সাংবাদিকরা। ইউনিয়নের সভাপতি প্রণব সরকার বলেন, পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনারা যেভাবে প্রত্যাঘাত করেছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে। কিছুদিন যাবৎ ভারতীয় সেনা জওয়ানরা ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। তাঁদের প্রতি আশেষ শ্রদ্ধা জানাতেই আজকের এই অনুষ্ঠান, জানান প্রণব। তিনি আরও বলেন, উত্তরপূর্বাঞ্চলের একটি ছোট রাজ্য ত্রিপুরা। এই রাজ্য থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের মনোবল বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামীদিনেও ভারতের তিন বাহিনীর অফিসার এবং জওয়ানদের মনোবল বাড়াতে জার্নালিস্ট ইউনিয়নের তরফ থেকে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সিবিএসইর দ্বাদশ পরীক্ষার ফলাফলে রাজ্যের আট জেলায় উত্তর ত্রিপুরা প্রথম স্থানে

ধর্মনগর, ১৭ মে ঃ ত্রিপুরায় শিক্ষা ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল উত্তর ত্রিপুরা জেলার শিক্ষা দপ্তর। শনিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা শিক্ষা আধিকারিক এর কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার শিক্ষা অধিকর্তা শুভাশিস দেবনাথ, ওএসডি সমীর রঞ্জন দেবনাথ এবং ওএসডি কৃতি সুন্দর দে। জেলা শিক্ষা অধিকর্তা জানান, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৫ টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল রয়েছে। এবছরের সিবিএসই বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের নিরিখে রাজ্যের আটটি জেলার মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রথম স্থান অধিকার করে। উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের গড় ৭১ শতাংশ। অন্যদিকে উত্তর ত্রিপুরার জেলার গড় ৮৬.৬৮ শতাংশ। রাজ্যের পাঁচটি বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের শিক্ষার্থীরা ১০০ শতাংশ উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল জায়গা করে নিয়েছে। একই সাথে এবছরের সিবিএসই বোর্ড পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের ফলাফলের নিরিখে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পঞ্চম স্থান দখল করেছে। রাজ্যের গড় ফলাফল ৪৬ শতাংশ এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার গড় ফলাফল ৪৫ শতাংশ। রাজ্যের ১৫ টি স্কুলের শিক্ষার্থীরা ১০০ শতাংশ উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে তিনটি স্কুল উত্তর ত্রিপুরা জেলায়। একই সাথে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পরিষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তর ত্রিপুরা জেলা ৮১ শতাংশের ভিত্তিতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮১ শতাংশের ভিত্তিতে চতুর্থ স্থান দখল করে। জেলা শিক্ষার অধিকর্তা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের ভালো ফলাফলের জন্য সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ জানান।

৪০ কোটি টাকার মিউজিক রিট্রিট হবে

শিলং, ১৭ মে ঃ মেঘালয়ে ৩০ কোটি টাকার লিভিং রুট সেন্টার এবং ৪০ কোটি টাকার মিউজিক রিট্রিট হবে, পিনুরসলার ওয়াহলিংখাট সফর শেষে এখানে এসে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা বলেন, পর্যটন সম্ভাবনা বৃদ্ধি এবং রাজ্যের অনন্য প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে লিভিং রুট এক্সপেরিয়েন্স সেন্টারের উন্নয়নের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

নাম পরিবর্তন

আমি Satyam Ghosh, পিতা Fanibhusan Ghosh, ঠিকানা নারনা, ডোমজুড়, হাওড়া, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্ট, কলকাতা এর Affidavit দ্বারা Sattam Ghosh নামে পরিচিত হলাম, Affidavit no. 2874 Dated. 05.05.2025. Satyam Ghosh ও Sattam Ghosh একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Kalyan Kumar Biswas (Old Name) S/O– Kanoj Kanti Biswas resident of Vill- Khidirpur Colony, Po- Baruipara, Ps-Hariharpara, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742165 do hereby decrale that I have changed my name Kalyan Kumar Biswas from to Kalyan Biswas and hencefort I shall be known as Kalyan Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/05/2025 . My name Kalyan Biswas & Kalyan Kumar Biswas are same and one identical person.

Name Change

I, MECHHER ALI MOLLA OLD NAME MECHHER MOLLAH RECORDED IN MY SON'S PASS-PORT R/O VILL PUKURIA P.O. TILAKPUR P.S. CHAPRA NADIA AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC KRISHNAGAR ON 16-05-25. MECHHER ALI MOLLA AND MECHHER MOLLAH IS SAME PERSON. AZIKUL MOLLAH IS MY SON.

Name Change

I kameswar Banerjee, s/o-Panchu Gopal Banerjee, Residing at Jadunath Sarbabhoum Len,Buro Shib Tala, Ward No-02, Nabadwip Municipality,P.o and P.s-Nabadwip, Dist- Nadia,have changed my name and shall henceforth be known as Kameshwar Banerjee as declared In The Court of the judicial Magistrate (1st Class) At Nabadwip, Dist- Nadia/WB, vide Affidavit NO-1907, Date-13/05/2025, Kameswar Banerjee and Kameshwar Banerjee both are same and identical Person

Name Change

I, Santo Saha (Old Name) S/O– Lal Mohan Saha resident of 59, Chakipara, Po & PS- Nabadwip , Dist- Nadia, West Bengal, Pin- 741302 do hereby decrale that I have changed my name from Santo Saha to Sentu Saha and hencefort I shall be known as Sentu Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/05/2025 . My name Sentu Saha & Santo Saha both are same and one identical person.

Name Change

I, Muktar Saikh (Old Name) S/O– Aynal Saikh resident of Vill & Po- Khargram, Ps- Khargram Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742147 do hereby decrale that I have changed my name from Muktar Saikh to Mukta Saikh and hence-fort I shall be known as Mukta Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/05/2025. My name Mukta Saikh & Muktar Saikh both are same and one identical person

Name Change

I, Kamalduddin Sk (Old Name) S/O– Salam Sk resident of Vill- Sundipur Nutanpara, Po-Sundipur , PS- Berham-pore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742102 do hereby decrale that I have changed my name from Kamal-duddin Sk to Kamal Sk and hence-fort I shall be known as Kamal Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/05/2025 . My name Kamal Sk & Kamalduddin Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Lakshmirani Mondal (Old Name) W/O–Ujjwal Mondal resident of Vill & Po- Rukunpur, PS-Hariharpara , Dist-Mur-shidabad, West Bengal, Pin- 742166 do hereby decrale that I have changed my name from Lakshmirani Mondal to Kakuli Saha and hencefort I shall be known as Kakuli Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/05/2025 . My name Kakuli Saha & Lakshmirani Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Dipti Saha (Old Name) W/O- Sentu Saha residing at 59, Chakipara, Po & Ps-Nabadwip, Dist-Nadia, West Ben-gal, Pin- 741302.do hereby decrale that I have changed my name from Dipti Saha to Dipti Rani Saha and hencefort I shall be known as Dipti Rani Saha (new name) in all pur-pose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/05/2025 . My name Dipti Rani Saha & Dipti Saha both are same and one identical person.

Name Change

I, Aazim Seikh (Old Name) S/O– Sanaulla Sk resident of Vill- Sundipur , Po- Sundipur, PS- Berhampore, Dist-Mur-shidabad, West Bengal, Pin- 742102 do hereby decrale that I have changed my name from Aazim Seikh to Azim Sk and hencefort I shall be known as Azim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/05/2025 . My name Azim Sk & Aazim Seikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Atakarim Sk (Old Name) S/O– Ohad Seikh resident of Vill & Po- Auria Ps- Katwa, , Dist- Bardhaman, West Bengal, Pin- 713143 do hereby decrale that I have changed my name from Atakarim Sk to Atakarim Seikh and hencefort I shall be known as Atakarim Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/05/2025. My name Atakarim Seikh & Atakarim Sk both are same and one identical person.

Name Change

I,Abdul Alim Sk (Old Name) S/O–Jagat Bari Shaikh resident of Vill- Bhatpara, Po- Jibanti, Ps- Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742136, do hereby decrale that I have changed my name from Abdul Alim Sk to Abdul Alim and hencefort I shall be known as Abdul Alim (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/05/2025. My name Abdul Alim & Abdul Alim Sk both are same and one identical person.

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে একাধিক পদক্ষেপ কোচবিহার জেলা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৭ মে ঃ সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে জেলা পুলিশ। বিগত বছর থেকে এই সকল পদক্ষেপের ফলে রেকর্ড হারে কমেছে সড়ক দুর্ঘটনার মাত্রা। বর্তমান সময়ে কেউ ট্রাফিক নিয়ম না মানলেই হতে হচ্ছে কড়া পদক্ষেপের শিকার। এরই মাঝে ফের আরেক নিয়ম করা হল ট্রাফিক পুলিশের মাধ্যমে। বাইক বা স্কুটি চালকদের জন্য এই নিয়ম সড়ক দুর্ঘটনা আরও কমাবে। এমনটাই মনে করছেন সাধারণ মানুষের একাংশ। হেলমেট ছাড়া কোনও বাইক বা স্কুটি চালক পেট্রোল নিতে পারবেন না। এমনটাই স্পষ্ট জানানো হয়েছে। জেলা ট্রাফিক পুলিশের ট্রাফিক ডিএসপি অঙ্কুর সিংহ রায় জানান, ট্রাফিক নিয়ম কড়া ভাবে পালন করা হচ্ছে জেলার সর্বত্র। তাই জেলার বেশিরভাগ বাইক বা স্কুটি চালক হেলমেট ছাড়া বাইক বা স্কুটি নিয়মও সমান ভাবে পালন করা হচ্ছে জেলার সর্বত্র। তবে কিছু ক্ষেত্রে হেলমেট ছাড়া কিছু মানুষ বাইক বা স্কুটি চালিয়ে থাকছেন। তবে বাইক বা স্কুটি চালাতে প্রয়োজন পেট্রোল। তাই এবার পেট্রোল পাম্পগুলিতে দেওয়া হল বিশেষ নির্দেশিকা। এখন থেকে কোনও বাইক বা স্কুটি চালক হেলমেট ছাড়া পেট্রোল ভরতে পারবেন না যানবাহনে। তিনি আরও জানান, চালকের পেছনে কেউ বসলেও তাঁকেও হেলমেট পরতে হবে। এর ফলে হেলমেট পড়ে বাইক বা স্কুটি চালানোর প্রবণতা বাড়বে। ফলে সড়ক দুর্ঘটনার মাত্রা অনেকটা কমবে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই সমস্ত পেট্রোল পাম্পকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পাম্পগুলিতে বিশেষ নিরাপত্তাসূচি এবং নিয়মাবলী ব্যানার আকারে লাগাতে বলা হয়েছে। কোচবিহারের এক বাসিন্দা বলেন, জেলা ট্রাফিক পুলিশের এই পদক্ষেপ সত্যিই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সত্যিই অনেকটাই উপকার হবে চালকদের। আগামী দিনে আরও ভাল পদক্ষেপ করুক জেলা ট্রাফিক পুলিশ। বর্তমানে জেলায় এই নতুন নিয়মে হেলমেট ছাড়া বাইক বা স্কুটি চালানোর প্রবণতা আরও অনেকটাই কমবে। তবে বিশেষ এই নিয়মে অনেকটাই বিপাকে পড়েছেন ট্রাফিক আইন অমান্যকারী বেশ কিছু বাইক বা স্কুটি চালক। জেলার বেশিরভাগ মানুষ যদিও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার অধীনে হয়বরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশ সম্পন্ন

মালিগাওঁ, ১৭ মে ঃ উত্তর পূর্বাঞ্চলে রেলপথ অবকাঠামো আধুনিক করার লক্ষ্যে একটি পরিবর্তনশীল পদক্ষেপ হিসেবে, অসমে অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে হয়বরগাওঁ রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশ সম্পন্ন করেছে এবং এই মাধ্যমে হয়বরগাঁও স্টেশনকে একটি আধুনিক, যাত্রী-কেন্দ্রিক এবং যাতায়াতের অন্তর্ভুক্তিমূলক ভ্রমণ কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়েছে। নগাঁও-এর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হয়বরগাঁও অসমের পরিবহন এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানরূপে পরিগণিত হয়েছে। ১৮৮৭ বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়বরগাঁও রেলওয়ে স্টেশন আঞ্চলিক সংযোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পুন উন্নয়নের পদক্ষেপ যাত্রী অভিজ্ঞতা উন্নত করা এবং উন্নত অবকাঠামো ও সুবিধার মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। এই পুনর্বিকাশ স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকার একটি বিস্তৃত সংস্কার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেটিতে নির্মিত পার্কিং ক্ষেত্র, পিক-আপ এবং ড্রপ-অফের জন্য নির্ধারিত লেন, এবং প্রশস্ত পদচারী পথ রয়েছে। যাত্রীদের জন্য একটি নতুন প্রশস্ত প্রবেশদ্বারও নির্মাণ করা হয়েছে, যা স্টেশনের প্রবেশযোগ্যতা এবং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। উন্নত সম্মুখভাগ এবং আধুনিক বুকিং কাউন্টার সহ উন্নত উন্মুক্ত হলোঘর যাত্রীদের সুবিধার প্রতি একটি নতুন প্রতিশ্রুতিকেই প্রতিফলিত করেছে। এই প্রকল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অন্তর্ভুক্তি। দৃষ্টিহীন ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সুবিধা যেমন র‍্যাম্প, ট্যাকটাইল টাইলস, প্রবেশযোগ্য টয়লেট এবং উৎসর্গীকৃত পিআরএস কাউন্টারগুলি স্টেশন ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে সর্বজনীন প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত হয়। আধুনিক আর্হির টয়লেট, শিশুর একটি আহার কক্ষ ঘর এবং শিশুদের খেলাধুলার এলাকা বিভিন্ন যাত্রী বর্গের জন্যে, যেমন মহিলা, শিশু এবং বয়স্ক নাগরিকদের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে। এখন যাত্রীরা স্থানীয় শিল্প এবং দেওয়ালে আঁকা সাংস্কৃতিক চিত্রগুলির দ্বারা সজ্জিত একটি উন্নত অপেক্ষাগৃহ, প্ল্যাটফর্মের সাথে সরাসরি সংযুক্ত একটি রিফ্রেশমেন্ট রুম এবং পুনরায় ডিজাইনকৃত প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠভাগ উপভোগ করতে পারবেন। দিনে এবং রাত্রির সময়ে বিভিন্ন বিষয়সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠাপনগুলো ব্যবহার করে উন্নত আলোকসজ্জা এবং একটি উন্নত যাত্রী তথ্য প্রণালী একটি নিরাপদ এবং উন্নততর আধুনিক তথ্য সমৃদ্ধ ভ্রমণ পরিবেশকে নিশ্চিত করে তোলে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা স্থায়ী এবং স্থানীয় সবলীকরণের প্রতি প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে ''তওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট''- এর উদ্যোগের অধীনে কিয়স্ক এবং পরিবেশ-বান্ধব ল্যান্ডস্কেপিং অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র স্টেশন প্রাঙ্গণকে সুন্দর করে না, বরং

স্থানীয় কারিগরদের এবং সবুজ অনুশীলনগুলিকেও সমর্থন করে। স্টেশনের নিম্ন- অবস্থানের ভৌগলিক স্থিতি এবং মৌসুমি বন্যার সংবেদনশীলতার মত প্রত্যাহ্বানসমূহের মোকাবিলা করা সত্ত্বেও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নর্দমা ব্যবস্থার উপযুক্ত উন্নয়ন, উচ্চমানের অবকাঠামোগত পরিকল্পনা এবং উন্নততর স্থান ব্যবহার করে মূল সমস্যাগুলি সফলভাবে সমাধান করেছে। এই পরিবর্তনটি বাস্তবিক উন্নয়নের বাইরেও বাণিজ্যিক স্থান, পর্যটক সহায়তা কেন্দ্র এবং শিশুদের পার্ক এবং জলাশয়ের উন্নয়নের মধ্যে বিস্তৃত, যা স্টেশনকে একটি সম্প্রদায়-বান্ধব জোনে পরিণত করেছে।

চরম বিড়ম্বনায় দীঘার বাসিন্দারা, লাগাতার ভিড়ে নাকাল স্থানীয় মানুষজন

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ১৭ মে ঃ গত ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে চলতি সপ্তাহ পর্যন্ত ক্রমশ ভক্ত ও দর্শণার্থীদের ভিড় বাড়ছে দীঘার নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দিরে।

একটানা ছুটিতে সৈকত শহরে আছড়ে পড়ল জনজোয়ার। গত শুক্রবার থেকে পরপর তিনদিন ছুটি ছিল। সেই ছুটির শেষে গত সোমবারও লক্ষাধিক পর্যটক দীঘায় ছিলেন। লাগাতার এই ভিড়ে জন্য নাকাল হচ্ছেন স্থানীয় মানুষজন। ভিড়ের পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ও দর্শক তথা ভক্তদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দক্ষিণ দিকে ১১৬ বি জাতীয় সড়কের ওপর থাকা মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বার বন্ধ রেখে খুলে দেওয়া হয়েছে পূর্ব দিকের প্রবেশ পথ। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিজেদের কাজে বেরোতে হচ্ছে ঘুরপথে। মন্দিরে ভিড় থাকার কারণে পূর্ব দিকের রাস্তা দিয়ে সাইকেল, গাড়ি, টোটো, অটোর প্রবেশ বন্ধ থাকছে। ফলে নাকাল হতে হচ্ছে তাঁদের। জানা গিয়েছে, ভগীরথপুর, বিলআমোঠিয়া সহ মন্দির লাগোয়া স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দারা তাঁদের যানবাহন নিয়ে সংশ্লিষ্ট পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারছেন না। জগন্নাথ ধাম লাগোয়া এই রাস্তা নিয়ে খুবই বিড়ম্বনায় পড়েছেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা এবং দীঘার আদি জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টির সম্পাদক বসন্তকুমার জানা বলেন, ' জগন্নাথ মন্দির নিয়ে মানুষের মধ্যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। ছুটির মধ্যে ভিড় বাড়ছে। এর ফলে আমাদের গ্রামে যাওয়ার যে রাস্তা, সেটা দিয়ে আমরা বাসিন্দারা যাতায়াত করতে পারছি না। ঘুরপথে যেতে হচ্ছে। খুবই অসুবিধা হচ্ছে।' একই কথা বলছেন স্থানীয় বাসিন্দা [illegible]। তিনি বলেন, এখানে যে স্থাপত্য তৈরি হয়েছে তার টানে প্রতিদিনই মানুষের লম্বা লাইন পড়ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মন্দিরের পূর্ব দিকের রাস্তা খোলা রাখা হচ্ছে। এর ফলে ভিড়ের মধ্যে আমরা গ্রামের লোকজন চলাফেরা করতে পারছি না। অসুবিধা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে বিষয়টিতে নজর দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রশাসক অপূর্ব বিশ্বাস এই বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। রামনগর ১ ব্লকের বিডিও পূজা দেবনাথ বলেন, স্থানীয় মানুষের অসুবিধার কথা আমার জানা নেই। সমস্যা হলে বিকল্প ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করা হবে। খোঁজ নিয়ে দেখছি।

বেসক্যাম্প থেকে ৩৯ দিনের চেষ্টায় এভারেস্টের শিখরে বর্ধমানের সৌমেন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ মে ঃ ২ মাসের অভিযান শেষে মিলল সাফল্য। এভারেস্ট শিখর ছুঁলেন বর্ধমানের সৌমেন সরকার। ৮৮৪৯ মিটার উঁচুতে উঠে তুললেন জাতীয় পতাকা। বর্ধমান শহরের রানিসায়রের পূর্ব পাড় এলাকার বাসিন্দা সৌমেন। পেশায় রাজ্য সরকারি কর্মী। পূর্ত দপ্তর সহকারী ইঞ্জিনিয়ার। নেশা, পর্বত অভিযান। প্রায় কুড়ি বছর বিভিন্ন পাহাড়ে যাচ্ছেন তিনি। দেশে বিদেশের বহু পর্বত শিখরে ওঠেছেন তিনি। ২০২৪ মাউন্ট দেওয়া টিব্বা, ২০২৩ সালে রাশিয়ার মাউন্ট একব্রশ চূড়ায় পা রাখেন বছর ছাপান্নের এই পর্বতারোহী। এবার গন্তব্য ছিল মাউন্ট এভারেস্ট ও মাউন্ট লোসে। বর্ধমান থেকে ১ এপ্রিল রওনা দিয়েছিলেন

সৌমেন। ৭ এপ্রিল পৌঁছান এভারেস্ট বেসক্যাম্পে। এরপর শুরু হল মূল অভিযান। । ৩৯ দিনের মাথায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পা রাখলেন তিনি। এদিকে এভারেস্ট শৃঙ্গে পা রেখেছিলেন নদীয়ার রানাঘাটের সুব্রত দাসও। কিন্তু যখন নীচে নামছিলেন, তখন হঠাত্ আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে। অসুস্থ হয়ে পড়েন সুব্রত। যে সংস্থার সঙ্গে গিয়েছিলেন, সেই সংস্থার দাবি, দ্রুত নিচে নামতে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। সেই সংস্থার তরফেই আজ, শুক্রবার সকালে সুব্রতর মৃত্যুর খবর জানানো হয়। এই খবর এসে পৌঁছতেই বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে। পাড়া-প্রতিবেশী এবং সন্নিহিত এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

সীমান্তে উদ্ধার বস্তা বস্তা নতুন জুতো! ধন্দে জলপাইগুড়ি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ মে ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় জুতো রহস্য। বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন জুতো পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আর তাতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ির বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন নগর বেরুবাড়ি গ্রামে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাংলাদেশ থেকে কেউ বা কারা এই জুতো এনে রেখে যাচ্ছে। ওই জুতোগুলির মধ্যে বিষ লাগানো থাকতে পারে! সেই আশঙ্কাও করা হচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসন ও বিএসএফকে এই বিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে। এই জুতো ফেলে রাখা কি নিছক মজা? সেই প্রশ্নও উঠেছে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহ দিন কয়েক আগেও। বাংলাদেশেও অস্থির পরিস্থিতি রয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাতেও কড়া নজরদারি রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গি ঢোকার আশঙ্কাও করা হয়েছে। সেই আবহে এবার জলপাইগুড়ির সীমান্ত এলাকায় এই বিপুল পরিমাণ জুতো পাওয়াকে কেন্দ্র করে শোরগোল ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার পাশেই সীমান্ত। শুধু তাই নয়, এলাকায় চা বাগানও আছে। ওই বাগান এলাকা, চাষের খেত-সহ একাধিক জায়গায় ওইসব জুতো পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। দিন কয়েক ধরেই এই ঘটনা দেখা যাচ্ছে বলে খবর। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় ২ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। ওই এলাকা দিয়ে মাঝেমধ্যেই চোরাচালানও হয় বলে অভিযোগ। এবার ওই এলাকায় প্রায় ১০ থেকে ১২ বস্তা জুতো পড়ে থাকতে দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি জুতোই নতুন। কিন্তু কে বা কারা এমন করল? তাহলে কি কোনও চক্রান্ত করা হচ্ছে? ওই জুতোর মধ্যে বিষ, ভাইরাস মিশিয়ে বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। ওই এলাকায় একাধিক বাচ্চা, কিশোর-কিশোরীরা রয়েছে। তাদের অনেকেই ওইসব জুতো দেখে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জুতোর মধ্যে বিষ মেশানো থাকলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। সেই ভয়ও পাচ্ছেন স্থানীয়রা। গোটা বিষয়টি পুলিশ বিএসএফকে জানানো হয়েছে। থানার তদন্ত শুরু হয়েছে। বিএসএফও বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। পাচারকারীরা ওই এলাকায় জুতো লুকিয়ে রেখেছিল? সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

CITATION
In the Court of the Ld. Civil Judge (Sr. Div.) at Balurghat, Dakshin Dinajpur
Misc. Case No. 02/2023 (Succession)
1) Saubhik Ganguli, S/O- Lt. Arun Kumar Ganguly, of Vill. North Chakbhabani, P.O.- Beltala Park, P.S.- Balurghat, Dist.- Dakshin Dinajpur, 733103
2) Sandip Ganguli, S/O- Lt. Arun Kumar Ganguly, of Vill. North Chakbhabani, P.O.- Beltala Park, P.S. Balurghat, Dist.- Dakshin Dinajpur, 733103.
................Petitioners
Whereas the above named petitioners have made an application for granting succession Lipika Ganguli, W/O- Lt. Arun Kumar Ganguly, Vill.- North Chakbhabani, P.O. Beltala Park, P.S. Balurghat, Dist.- Dakshin Dinajpur, 733103 in favour of them.
Therefore you are hereby noticed to appear in person or by duly authorized person by Advocate before this court on the 21st. day of July 2025 at 10:00 A.M. for filing written objection along with supported documents against the said application, if any, failing which the said application will be hard and determined according to the law.
-Schedule of Property-
Name of the Insurer: LICI Balurghat Branch, P.O. & P.S.-Balurghat, Dist.- Dakshin Dinajpur.
Name of the Insured: Lipika Ganguli, W/O- Lt. Arun Kumar Ganguly, Vill. North Chakbhabani, P.O.- Beltala Park, P.S.- Balurghat, Dist.- Dakshin Dinajpur, 733103.
Policy No. 452377869
The Value of Policy: Rs. 72,500/- with interest
Given under my hand and seal of the court on this 21st May day of 2025.
Sujit Dhar Ray.
Senior Sheristadar
Civil Judge (Sr. Divn.).
Balurghat. Dakshin Dinajpur

জন্ম নিয়ন্ত্রণে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে চালু হল 'এলএআরসি' পদ্ধতি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৭ মে ঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে চালু হল 'এলএআরসি' পদ্ধতি। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি বিপরীতমুখী গর্ভনিরোধক। গত সপ্তাহ থেকে মহিলাদের বিনামূল্যে এই পরিষেবা দেওয়া শুরু হয়েছে। যা অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ রোধ করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এলএআরসি জন্ম নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম। যা প্রায় ১০০ শতাংশের মধ্যে ৯৯ শতাংশ কার্যকর। মেডিক্যাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এলএআরসি দেখতে অনেকটাই দেশলাই কাঠির মত। সেটি মহিলাদের বাহুর ত্বকে স্থাপন করা হয়। জানা যায়, এটি তিন বছরের জন্য গর্ভধারণ রোধ করবে। তিন বছর পর কোন মহিলা চাইলে নতুন করে করিয়ে নিতে পারেন। আবার কেউ যদি সন্তান নিতে চান, তাহলে তা বের করে নিতে পারেন। এর আগে প্রথম পর্যায়ে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে চালু হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে গত সপ্তাহ থেকে সেই পদ্ধতি পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে শুরু হল বীরভূম স্বাস্থ্য জেলার সিউড়ি ও রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার রামপুরহাট মেডিক্যালে। প্রথম দিনেই বেশ কয়েকজন মহিলা এই পরিষেবার সুবিধা নিয়েছেন। এই পদ্ধতির স্টেট ট্রেনার তথা রামপুরহাট মেডিক্যালের গাইনোকোলজিস্ট সুব্রত সামন্ত বলেন, লং অ্যাকটিং রিভার্সিবল গর্ভনিরোধক হল বিপরীত জন্মনিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকারী রূপ। বেশি সময় ধরে সুরক্ষা প্রদান করে। এলএআরসির জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই জেলায় বাল্যবিবাহ রোধে একাধিক প্রচার চালানো হলেও নাবালিকা বিয়ে বেড়েছে। তারা অল্পবয়সে গর্ভবতী হয়ে পড়ছে। তাতে মা ও শিশু উভয়ে সঙ্কটে পড়ছে। অনেকে সময়ে এখনই বাচ্চা নেবে না বলে অপারেশন করতে যায়। আবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তাতে মর্বিডিটি বাড়ে। সেজন্য এই ইমপ্লান্ট চালু করা হয়েছে। শুধু অল্পবয়সি মহিলা নয়, যে কোন বয়সের মহিলা, যাঁরা দুটো প্রেগন্যান্সির মধ্যে ব্যবধান রাখতে চান তারা এটা ব্যবহার করতে পারবেন। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও খুব একটা বেশি নেই। এই পরিষেবা মহিলাদের বেশ সুরক্ষা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা সার্কেল, ৩ মে ২০২৫ তারিখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালিতে একটি নতুন শাখা উদ্বোধন করে। কলকাতা সার্কেলের প্রধান মহাব্যবস্থাপক শ্রী সত্যেন্দ্র কুমার সিং, এনডব্লিউ ২-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী সনাতন মিশ্র, উপ-মহাব্যবস্থাপক এস ২৪ পি মডিউল শ্রী বিবেকানন্দ সিং এবং অন্যান্য এসবিআই কর্মকর্তারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে নোদাখালির আইসি শ্রী ধীমান বৈরাগী, হাওরি দীননাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী দীপান্বিতা সরকার এবং অন্যান্য স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন। এই শাখার উদ্বোধন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গ্রামীণ এলাকায় তার উপস্থিতি সম্প্রসারণ এবং গ্রাহক পরিষেবা বৃদ্ধির অটল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

বেসরকারি শিল্প সংস্থা রাজ্যে আড়াইশো কোটি টাকা বিনিয়োগ

কলকাতা, ১৭ মে ঃ রেল এবং প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো নির্মান সামগ্রী উৎপাদনের জন্যে একটি বেসরকারি শিল্প সংস্থা রাজ্যে আড়াইশো কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে। কসমিক বিড়লা গোষ্ঠী বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় একটি বন্ধ কারখানার ১০ একর জমির উপরে ২৫ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এই কারখানাটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় সাতশো মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এখানে মোট উৎপাদনের ২০ হাজার মেট্রিক টন রেলওয়ে সামগ্রী ও বাকি ৫ হাজার মেট্রিক টন প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের পরিকাঠামো তৈরির নির্মানসামগ্রী উৎপাদন করা হবে।

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_টিআরডি_০১_২৫-২৬; তারিখ ঃ ০৮-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং. ঃ** ইএল_টিআরডি_০১_২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনে - কাটিহার ডিভিশনে (ফেজ-I) তে শার্প অ্যাঙ্কর টার্মিনেশন এবং আরআরএ পরিবর্তন করে ওএইচই সিস্টেম উন্নতির ব্যবস্থা। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৯৮,৭১,২৬৪.৩৭/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৪৯,৪০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধ** ১৫:০০ টায় এবং **খোলা** ০৬-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ডোমকল থেকে গ্রেপ্তার অস্ত্র কারবারি

দুরন্ত বার্তা, ডোমকল, ১৭ মে ঃ নদীয়া থেকে মুর্শিদাবাদে হাতবদল করতে গিয়ে গ্রেপ্তার আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রেতা। শুক্রবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের আমিনাবাদ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে দেশে তৈরি দু'টি সিঙ্গল শট আগ্নেয়াস্ত্র এবং এক রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত প্রকাশ প্রামাণিক ওরফে কালু। বছর বিয়াল্লিশের ওই ব্যক্তি নদীয়ার থানারপাড়ার শিশা হালদারপাড়ার বাসিন্দা। ধৃত ব্যক্তি একজন আগ্নেয়াস্ত্র কারবারী বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। পুলিশ জানায়, সূত্রের দেওয়া খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তি থানারপাড়া থেকে বেশ কয়েকবার বাস বদল করে বাঘডাঙ্গা বাজারে এসে নামে। আমিনাবাদে ক্রেতার কাছে যাচ্ছিল। সেখানেই ওৎ পেতে থেকে পুলিশ তাকে আটকায়। পরে তার কাছে থাকা নাইলনের ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ। জামাকাপড়ের ভিতর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র দু'টি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেখান থেকে ধরে তাকে সোজা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আগ্নেয়াস্ত্রের বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তকে শনিবার বহরমপুর সিজেএম আদালতে তোলা হয়। এই নিয়ে গত ১৬ দিনে ডোমকল মহকুমায় পুলিশ চারজন অস্ত্র কারবারী-সহ মোট ৭ টি পিস্তল ও ৩৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করল। যার মধ্যে ১মে একই দিনে ৪টি অত্যাধুনিক পিস্তল ৮ টি ম্যাগাজিন-সহ ৩০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছিল জলঙ্গি থানার পুলিশ। ওই আগ্নেয়াস্ত্র মালদহ থেকে জলঙ্গিতে পৌছে দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিল দু'জন। ১৩ মে রাতে ১ টি অত্যাধুনিক পিস্তল একটা ম্যাগাজিন ও ২ রাউন্ড গুলি-সহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল রানিনগর থানার পুলিশ। প্রশ্ন উঠেছে, এত আগ্নেয়াস্ত্র আসছে কোথা থেকে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/69/HFA/e-Tender/2025-26 Dated: 16.05.2025
(Construction of Cover slab Drain & road in ward no 32 under HFA within Uluberia Municipality.)
Details are available in the **www.wbtender.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Uluberia Municipality

মনসুন রিজার্ভ স্টকের যোগানের ক্ষতিপুরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৪০ অফ ২০২৫ তারিখঃ ১৫-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/III/লামডিঙের অধীনে মাইবাং, ডিটকচেরা এবং মাহুরে ওয়াগন আদির লোডিং সহিত বোল্ডার, আনস্ক্রীনড সিঙ্গল এবং সিমেন্টের খালি ব্যাগসমূহের জন্যে মনসুন রিজার্ভ স্টকের যোগানের ক্ষতিপুরণ (এক বৎসরের জন্যে)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৫৪,৯৪,০২৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,২৭,৫০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১০-০৬-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে সোনাঝুরি, বন্ধ হয়ে যাবে হাটের কেনাবেচা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৭ মে ঃ সোনাঝুরির হাট শুক্রবার নয়, একসময় হাট বসত প্রতি শনিবারে। কিন্তু সেটা অনেক আগের কথা। দিন দিন এই সোনাঝুরির হাটের আকর্ষণ বেড়েছে। পর্যটকরা বোলপুর শান্তিনিকেতন ঘুরে আসতে একবার ঘুরে যান এই হাট থেকে। আর সেই কারণেই সময় বদলেছে। এখন হাট বসে প্রতিদিনই। হাট যেখানে বসে, সেটা বনাঞ্চল। হাট-বাজার বসলে, হাজার ক্রেতা ভিড় করলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাটের। লাল মাটির জেলা এই বীরভূম আর এই লাল মাটির জেলার লাল মাটির শহর বোলপুর শান্তিনিকেতন। লাল মাটির যে বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের মুগ্ধ করত, এখন তা ধ্বংসের মুখে। কয়েকশো দোকান, কয়েক হাজার ক্রেতা, তাঁদের গাড়ি, বর্জ্যের চাপে বনের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে বলে জাতীয় পরিবেশ আদালত (এনজিটি) সোনাঝুরির বনে সবরকম নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ দেয়। কেন এমন হাল তা জানতে চেয়েছিল সব পক্ষের কাছে হলফনামাও তলব করেছে এনজিটি। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকদিন আগেই সোনাঝুরির বন নিয়ে মামলা করেছেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত। তিনি জানান, বীরভূম বনবিভাগ কর্তৃপক্ষ একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে রেখেছে। 'সোনাঝুরি একটি সংরক্ষিত বনভূমি। এখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। শনিবার সোনাঝুরি বনে মাত্র কয়েকজন স্থানীয় শিল্পী নিজেদের হাতের কাজ, বাড়িতে তৈরি পোশাক নিয়ে বসতেন। তবে ধীরে ধীরে পর্যটকরা সেখানে ভিড় জমাতে শুরু করায় তা ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়। এখন সেখানে শুধু কাপড়ের দোকান নয় বসছে বিভিন্ন খাবারের দোকান। অনেকে তৈরি করা খাবার বিক্রি করেন। কিন্তু আগুন জ্বালিয়ে খাবার তৈরি করে বিক্রি করছেন অনেকে। নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ।সেই সঙ্গেই আদালতে সুভাষের অভিযোগ, সোনাঝুরি হাটে সব থেকে বড় ক্ষতি হচ্ছে এই বন লাগোয়া এলাকায় দেদার হোটেল-রিসর্ট নির্মাণে। তার অভিযোগ অবৈধভাবে বনাঞ্চলের মধ্যেই পড়েছে। সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে সোনাঝুরির হাট।

খাবারের দোকানে অভিযান চালাচ্ছেন মেয়র, কটাক্ষ বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ মে ঃ বেশ কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ি শহরজুড়ে বিভিন্ন খাবারের দোকানে অভিযান চালাচ্ছে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মেয়র কে ধন্যবাদ জানিয়ে তীব্র কটাক্ষ শিলিগুড়ি বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের। শিলিগুড়ি শহরের কোন একটি বিরিয়ানির দোকানে কোন এক মেয়ে বিরিয়ানিতে পোকা খুঁজে পায়। আর তারপর থেকেই শুরু হয়. সামাজিক মাধ্যমে প্রচার। অবশেষে বাধ্য হয়ে শিলিগুড়ি পৌরনিগম খাদ্য সুরক্ষা অভিযান চালায়। যদি সেই মেয়েটি পোকা খুঁজে না পেত তবে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে না বলেই কটাক্ষ বিজেপির বিধায়কের। পাশাপাশি ওই মেয়েটিকে খাদ্যশ্রী পৌরশ্রী ব্যাকেটে পোকা খুঁজে পাওয়া এমন সম্মানে সম্মানিত করা হোক দাবি শংকর ঘোষের।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ব্যক্তির, শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৭ মে ঃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত প্রতাপনগর রামচন্দ্রপুর ঘোষপাড়া এলাকায়। মৃত ওই ব্যক্তির নাম জগন্নাথ ঘোষ (৫০)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, প্রতাপনগর রামচন্দ্রপুর ঘোষপাড়া এলাকার বাসিন্দা পেশায় ভ্যান চালক জগন্নাথ ঘোষ শুক্রবার দুপুরে কাজ থেকে বাড়ি ফেরেন। এরপর সম্ভবত বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। জানা যায় একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকে। অপরদিকে স্ত্রী মেয়ের বাড়িতে যাওয়ায় বাড়িতে তিনি একাই ছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হয় শনিবার দুপুরে। জগন্নাথ ঘোষের পরিচিত এক ব্যক্তি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় নবদ্বীপ থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। এরপর ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নবদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য জগন্নাথ ঘোষের দেহটি শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেড
রেজি. অফিস ঃ কেবিন নং. ৬ ও ৭, গ্র্যান্ট লেন ৩য় তল, গনপতি চেম্বার, রুম নং. ৩১৩, কলকাতা-৭০০০১২
কর্পোরেট এড.ঃ ২৪এ, প্রথম তল, হারিয়া হাউস, সেন্ট পল স্ট্রিট, দাদার পূর্ব, মুম্বই- ৪০০০১৪
CIN : L70101WB1982PLC034928 | admin@vira.in | +91 022 49696464
৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি
ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায় পরিমাণ

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২০২৪ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৪ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	০.০০	০.০০	০.০০	২২.৫০
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৪.২৭)	(৭.৪৪)	(৭.৫৬)	৭.৪৪
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৪.২৭)	(৭.৪৪)	(৭.৫৬)	৭.৪৪
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে)	(৩.৭২)	(৮.৮৬)	(৭.০১)	৬.০৩
৫.	সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	(৩.৭২)	(৮.৮৬)	(৭.০১)	৬.০৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২৪৬.৮৮	১২৪৬.৮৮	১২৪৬.৮৮	১২৪৬.৮৮
৭.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত / অনিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো			৮৭৪.৪৯	৮৮১.৪৯
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা মুখমূল্য) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)				
	মূল	(০.০৩)	(০.০৭)	(০.০৬)	০.০৫
	মিশ্র	(০.০৩)	(০.০৭)	(০.০৬)	০.০৫

* কারবার থেকে প্রাপ্ত আয়ের মধ্যে অন্যান্য আয় অন্তর্ভুক্ত নয়।
বিঃদ্রঃ
১. উপরোক্ত তথ্যটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওয়েবসাইট www.cse. india.com এবং তালিকাভুক্ত সত্তা www.nihalindia.com এ পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১৬ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত এবং রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে।
৩. SEBI (তালিকাভুক্তি এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় অডিট / সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-
প্রতীক জয়েশ বীর
সর্বক্ষণের পরিচালক
ডিআইএনঃ০০০৩৯৯৭৮

তারিখঃ ১৬।০৫।২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

ক্রিকেটের ডার্বি জয় মোহনবাগানের, জেসি মুখার্জির সেমিতে সবুজ-মেরুনের সামনে ভবানীপুর

১৭ মে ঃ ক্রিকেটের ডার্বি জয় মোহনবাগানের। শনিবার জেসি মুখার্জি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে রোমাঞ্চকর ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে ৯ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠল মোহনবাগান। অপর ম্যাচে ভবানীপুর ক্লাব জেতায় সেমিফাইনালের লড়াইয়ে মোহনবাগানের মুখোমুখি হবে তারা। শনিবার দেশবন্ধু পার্ক মাঠে প্রথমে ব্যাট করে মোহনবাগান ১৯.২ ওভারে ১৫৩ রানে অলআউট হয়ে যায়। ওপেনার রঞ্জোত সিং খাইরা (১৭ বলে ৩১) এবং অঙ্কুর পাল (১১ বলে ২০) আক্রমণাত্মক শুরু করেন। সৌরভ হালদার উপহার দেন ৩২ বলে ৪০ রানের দুর্দান্ত ইনিংস। লাল-হলুদের হয়ে কণিষ্ক শেঠ পান ২৫ রানে ৪ উইকেট। জবাবে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৪ রানেই থেমে যায় মশাল ব্রিগেডের প্রতিরোধ। অভিষেক দাস (৩৪) এবং সন্দীপন দাস (৩৩) এবং ঋত্বিক চ্যাটার্জির ৮ বলে ২২ রানের ইনিংসও ইস্টবেঙ্গলকে জয় এনে দিতে পারেনি। মোহনবাগানের সুশৃঙ্খল বোলিং তারিফ কুড়িয়েছে। অনুরাগ তিওয়ারি, এস যাদব এবং প্রদীপ কুমার পান ২টি করে উইকেট। মারকাটারি ইনিংস উপহার দিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সৌরভ হালদার। ম্যাচটি ঘিরে কলকাতার ক্লাসিক ডার্বির মতো উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। অন্য একটি ম্যাচে খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে ৭ উইকেটে হারিয়ে শেষ চারে প্রবেশ করেছে ভবানীপুর ক্লাব। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে মাত্র ১০৫ রান করে খিদিরপুর। শমীক কর্মকার (৩৪) ছাড়া আর কোনও ব্যাটারই ভবানীপুরের বোলারদের সামনে রুখে দাঁড়াতে পারেননি। রাজকুমার পাল ৪ ওভারে ১১ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান। প্রদীপ্ত প্রামাণিক এবং দীপক কুমারও পেয়েছেন দু'টি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৩.২ ওভারে লক্ষ্য অর্জন করে ভবানীপুর। এদিন শুরু থেকেই মারমুখী মেজাজে ছিলেন শাকির হাবিব গান্ধী। তাঁর ৩৭ বলে ৫৭ রানের ইনিংসেই ভবানীপুরের জয়ের পথ সহজ করে দেয়। জয়জিৎ বসু (২৪) এবং অধিনায়ক আমির গণি (২০)-ও দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন।

'বাঙালির রক্তে ফুটবল, আর বাঙালি ছাড়া বাংলার ফুটবল ভাবা যায় না'

১৭ মে ঃ বিগত কয়েক মাস ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কলকাতা ফুটবল লিগ। খাতায় কলমে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হিসেবে বিবেচিত হলেও সেই নিয়ে ও দেখা দিয়েছিল ব্যাপক জটিলতা। এবার এই ফুটবল টুর্নামেন্টে ভূমিপুত্র খেলানো নিয়ে উঠে আসলো নয়া তথ্য। আইএফএ'র বৈঠক অনুযায়ী আগামী সিজন থেকে কলকাতা লিগের প্রিমিয়র ডিভিশনে প্রথম একাদশে পাঁচজন ভূমিপুত্র খেলানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে প্রতিটি ক্লাবের ক্ষেত্রে। আগের মরসুম পর্যন্ত এক্ষেত্রে চারজন ফুটবলারকে প্রথম একাদশে রাখার নির্দেশ থাকলেও এবার বেড়েছে সেই সংখ্যা। পাশাপাশি প্রতিটি ক্লাব বা প্রতিটি দল ৪০ জন ফুটবলারের যে তালিকা পাঠাবে। তার মধ্যে কমপক্ষে ১৫ জন ভূমিপুত্রকে রাখতে হবে এই তালিকায়। এক্ষেত্রে বাঙালি খেলোয়াড় ছাড়াও বাংলার বুকে দীর্ঘদিন বসবাসকারী নয়া প্রতিভাদের সুযোগ দেওয়ার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সেই নিয়েই এবার সরব হলেন বাঙালি তারকা প্রবীর দাস। গতকাল নিজের ফেসবুক লাইভের মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে আসা নয়া প্রতিভাদের চাওয়া পাওয়া, আশা,হতাশার মত বিষয়গুলি নিয়ে মুখ খোলেন এই ফুটবলার। পাশাপাশি লাইভের ক্যাপশনে তিনি লেখেন, বাঙালির রক্তে ফুটবল। আর বাঙালি ছাড়া বাংলার ফুটবল ভাবা যায় না। আগের বাঙালি খেলোয়াড় পূর্ন কলকাতা লিগ-এ এখন বাঙালি খেলোয়ার খেলানোর সংখ্যা রীতিমতো বাধ্যতায় এসে দাড়িয়েছে। মাত্র ৫টি বাঙালি প্লেয়ার খেলানোর নির্দেশ দিলো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যেটা আমাদের কাছে লজ্জার। আমার ভিডিও টা আজ সেই সব কিছুর জন্যই আমরাও বাঙালি আমরা বাংলা থেকে পরিশ্রম করেই আজ এতো বড়ো হয়েছি। আমাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আজ সেই সুযোগটার জন্য সবাইকে একসাথে লড়াই করতে হবে। প্রতিটা বাঙালি খেলোয়াড় প্রতিটি কোচকে এক হতে হবে। এটার বিরুদ্ধে যে এবছরের সিএফএল থেকেই অন্তত ৭টা বাঙালি খেলাতে হবে যাতে তারা নিজেকে প্রমাণ করতে পারে।

আরও লেখেন, আমি বাঙালি আমি বুঝি ছেলেদের আবেগ তাঁদের পরিশ্রম। এদের একটু সুযোগ দিলেই এরা অনেক কিছু করে দেখানোর ক্ষমতা রাখে। সবশেষে এটাই চাওয়া সঠিক ফুটবলটা ফিরে পাক সব বাঙালি। তাঁর এমন পোস্ট সহজেই মন জয় করেছে বাংলার সকল ফুটবলপ্রেমী মানুষদের।

বিরাট আবেগ নিয়েই আবার ফিরলো আইপিএল

১৭ মে ঃ দ্বিতীয় দফার আইপিএল। প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি আরসিবি ও কেকেআর। প্লে অফের অঙ্ক একদিকে। কিন্তু এই ৯ দিনের বিরতির মধ্যে উথালপাতাল ঘটে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। রোহিত শর্মার পর টেস্ট অবসর নিয়েছেন বিরাট কোহলি। টেস্ট অবসর ঘোষণার পর এই প্রথম মাঠে নামছেন কোহলি। স্বাভাবিকভাবেই চিন্নাস্বামীজুড়ে বিরাট-আবেগ কাজ করবে, সেটা বলে দেওয়াই যায়। ম্যাচের আগের দিন স্টেডিয়াম চত্বর দেখলে, তা বোঝাও যাচ্ছিল। স্টেডিয়ামের বাইরে আরসিবি-র লাল-কালো জার্সি নয়, বরং বিরাটের টেস্ট জার্সি বেশি বিক্রি হচ্ছিল। বলা হচ্ছে, শনিবার চিন্নাস্বামীতে দর্শকরা বিরাটের টেস্ট জার্সি পরে ম্যাচ দেখতে যান। এর আগেই তাদের সমর্থকরা পরিকল্পনা করেছিলেন, কোহলির টেস্ট অবসরকে সম্মান জানাতে সাদা জার্সি পরে মাঠে উপস্থিত থাকতে চান। তবে তাতে একটা সমস্যাও আছে। অধিকাংশ সমর্থক যদি সাদা জার্সি পরে মাঠে আসেন, তাতে বিপদে পড়বেন ক্রিকেটাররাই। সাদা জার্সির মাঝে সাদা বলের গতিপ্রকৃতি বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। তবে কে শুনছে কার কথা! বোর্ডের

থেকে 'যথার্থ' অবসর সংবর্ধনা পাননি কোহলি। সেটা নাহয় আরসিবি সমর্থকরাই দিলেন। বেঙ্গালুরুর ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট মো বোবাটও বলছেন, সাদা জার্সি পরে এলেও ম্যাচে সেভাবে প্রভাব পড়বে না।

বিরাট-আবেগের মধ্যেই প্লে অফ একেবারে কনফার্ম করে ফেলতে চাইছে আরিসিবি। জিততে পারলেই প্লে অফ নিয়ে আর কোনও চিন্তা থাকবে না কোহলিদের। কেকেআরের মতো অবশ্য বিদেশিদের নিয়ে চিন্তায় নেই আরসিবি। ফিল সল্ট, টিম ডেভিড, রোমারিও শেফার্ডরা প্রত্যেকেই চলে এসেছেন। চোট সারিয়ে অধিনায়ক রজত পাতিদারও ফিট হয়ে গিয়েছেন। ফলে তাঁর খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা নেই।

সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপঃ আজ ফাইনালে ভারত খেলবে বাংলাদেশের সঙ্গে

ইউপিয়া, ১৭ মে ঃ ভারতের অরুণাচলের গোল্ডেন জুবিলি স্টেডিয়ামে শুক্রবার প্রথম সেমি-ফাইনালে নেপালকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। একই দিনে দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে মালদ্বীপকে ৩-০ ব্যবধানে উ।য়ে দিয়ে ভারত ফাইনালে উঠেছে। আগামী রবিবার একই ভেন্যুতে সেরা হওয়ার লড়াইয়ে নামবে ভারত ও বাংলাদেশ। টানা ৩ জয়ে ফাইনালের মঞ্চে এসেছে স্বাগতিকরা। অপরাজিত থেকে ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশও, তবে ৩ ম্যাচে তাদের জয় দুটি, একটি ড্র। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্যাটাগরিতে ২০২২ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারত আক্রমণাত্মক ছন্দে খেলছে। বলের দখল, পাসিং, প্রেসিং সব ক্ষেত্রেই মালদ্বীপের উপর দাপট দেখিয়েছে। ম্যাচের ১৪ মিনিটেই আসে প্রথম গোল। ড্যানি মেইতেই লাইশরাম গোলটি করেন। এটি ছিল মেইতেইয়ের টুর্নামেন্টে পঞ্চম গোল। ২১ মিনিটে আসে দ্বিতীয় গোলটি। গোলটি করেন ওমাং দোদাম। প্রথমার্ধে দুটি গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ভারত। মালদ্বীপ ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে দ্বিতীয়ার্ধে, কিন্তু ভারতের শক্তিশালী রক্ষণভাগ ও গোলকিপার সুরজ সিং আহেইবামর দৃঢ়তায় তারা গোলের দেখা পায়নি। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ শুরু হয় বৃষ্টি। কিন্তু এই প্রতিকূল আবহাওয়াকেও কাজে লাগিয়ে ভারত ম্যাচের ৬৫ মিনিটে দলের তৃতীয় ও শেষ গোলটি পায়। দুর্দান্ত একটি দূরপাল্লার শটে জালে বল পাঠান প্রশান্ত জাজো।

ছাড়পত্র পেলেও বিতর্কে মুস্তাফিজুর, ৬ কোটিতে মাত্র ২ ম্যাচের জন্য পেসারকে পাবে দল

১৭ মে ঃ অজি ওপেনার জেক ফ্রেসার ম্যাকগুর্কের পরিবর্ত হিসেবে বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে ৬ কোটি টাকায় চুক্তিবদ্ধ করে দিল্লি ক্যাপিটালস। যদিও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তাঁকে এনওসি না দেওয়ায় তাঁর খেলার ব্যাপারে সংশয় ছিল। তবে, শেষমেশ ২৯ বছরের এই বাঁ-হাতি পেসারকে আইপিএলে খেলার ছাড়পত্র দিয়েছে বিসিবি। যদিও ছাড়পত্র পেলেও বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না তার।

এবারের আইপিএলের নিলামে কোনও বাংলাদেশি ক্রিকেটারই দল পাননি। নিলামে মোট ১২ জন বাংলাদেশি নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি দলই বাংলাদেশের কোনও ক্রিকেটারের জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহই দেখায়নি। এরপরেও আইপিএলের দ্বিতীয় পর্ব শুরু আগে মুস্তাফিজুরকে দলে নেয় দিল্লি। যদিও তাঁর দিল্লিযোগ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। কারণ দিল্লির সঙ্গে তাঁর চুক্তিবদ্ধ হওয়ার দিনই জানা যায়, তিনি আরব আমিরশাহী উড়ে গিয়েছেন টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে। অন্যদিকে জানা যায়, বিসিবি নো

অবজেকশন সার্টিফিকেটও নাকি তাঁকে দিতে নারাজ। এরপর স্বাভাবিকভাবেই ' এবারের আইপিএলে দেখা যাবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অবশেষে তিনি বিসিবি'র কাছ থেকে এনওসি পেয়েছেন বলেই খবর।

দিল্লি ক্যাপিটালসের আজ ম্যাচ ১৮ মে। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে কি মাঠে দেখা যাবে মুস্তাফিজুরকে? সেই সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কারণ ১৭ মে শনিবার, আরব আমিরশাহীতে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে তাঁর। সূত্রের খবর, এই ম্যাচ খেলে রোরবার, ১৮ মে তিনি দিল্লি শিবিরে যোগ দিতে পারেন। যদিও মুস্তাফিজুরকে ২৪ মে পর্যন্ত এনওসি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, দিল্লি প্লে অফে উঠলে তাঁর সার্ভিস পাবে না তারা। তাই প্রশ্ন উঠছে, মাত্র দু'টি ম্যাচের জন্য মুস্তাফিজুরকে ৬ কোটি দেওয়ার মানে কী? নাকি দিল্লি ক্যাপিটালস কি তাঁর চুক্তির ব্যাপারে শীঘ্রই কাটছাঁট করতে চলেছে? হিসেবমতো দিল্লির হয়ে মাত্র দু'টি ম্যাচ খেলতে পারবেন মুস্তাফিজুর। এমনিতেই অজি পেসার মিচেল স্টার্ককে পাবে না দিল্লি। স্টার্কের জায়গায় বাংলাদেশি তারকা নিজেকে কতটা মেলে ধরতে পারেন, সেটাই দেখার।

প্রথম ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে ইতিহাস গড়লেন নীরজ

১৭ মে ঃ পারলেন, তিনি পারলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ৯০ মিটারের দুর্ভেদ্য মাইলফলক অবশেষে টপকে গেলেন নীরজ চোপড়া। দোহায় ডায়মন্ড লিগে প্রথম স্থান দখল করতে না পারলেও ব্যক্তিগত লক্ষ্যে অনায়াসে পৌঁছে গেলেন দেশের সোনার ছেলে। এদিন নিজের তৃতীয় চেষ্টায় ৯০.২৩ মিটার থ্রো করেন নীরজ। আর সেই সঙ্গে প্রথম ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে ঢুকে পড়েন ইতিহাসে। ২০২২ সালে স্টকহোম ডায়মন্ড লিগে নিজের কেরিয়ারের সেরা ৮৯.৯৪ মিটার থ্রো করেছিলেন তিনি। এবার নিজেকে ছাপিয়ে ৯০ মিটার পার হওয়ার স্বপ্নপূরণ করলেন অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী তারকা। তবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সত্ত্বেও দ্বিতীয় স্থানেই

এদিন শেষ করতে হল তাঁকে। জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবের তাঁকে পিছনে ফেলে সেরা হয়ে যান। ৯১.০৬ মিটার থ্রো করেন তিনি। তবে এদিন দ্বিতীয় হলেও নীরজ আরও একবার ভারতীয়দের বুক গর্বে চওড়া করলেন। কবে তিনি ৯০ মিটার পার করেন, সেদিকেই তাকিয়ে ছিল গোটা দেশ। ৮৮, ৮৯ মিটারে এসে বারবার হার মেনেছে তাঁর জ্যাভলিন। এমনকী অলিম্পিকে সোনা জিতলেও এতদিন ব্যক্তিগত লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থই হচ্ছিলেন তিনি। তবে নতুন কোচ জ্যান জেলেজনির তত্ত্বাবধানে অবশেষে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। এহেন সাফল্যের পর থেকেই শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছেন নীরজ। এবার লক্ষ্য কি আরও বড়? তাঁর মুখ থেকে এখনও উত্তর মেলেনি। তবে সোনার ছেলেদের কি থামিয়ে রাখা যাবে। মনে হয় না, তিনি আরও বড় কিছু করতে চান।

ঘোষিত ইংল্যান্ড সফরে ভারতের 'এ' দল, নেতৃত্বে বাংলার অভিমন্যু, ডাক পেলেন করুণ নায়ারও

১৭ মে ঃ ঘোষিত ইংল্যান্ড সফরের ভারতীয় 'এ' দল। মূলত ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফরম্যান্সের নিরিখেই এই দল তৈরি করা হয়েছে। যার নেতৃত্ব দেবেন বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ। মোট ১৮ জন আছেন এই দলে। ইংল্যান্ডে ভারতের টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে দুটি ম্যাচ খেলবে ভারত 'এ' দল। তার প্রথম ম্যাচ ৩০ মে, ক্যান্টারবেরির বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়টি ৬ জুন নর্থহ্যাম্পটনের বিরুদ্ধে। ২০ জুন থেকে শুরু হবে পাঁচ টেস্টের সিরিজ। 'এ' দলে ডাক পাওয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে আছেন ঈশান কিষাণ। যিনি গতবার কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছিলেন। আছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত পারফরর্ম করা করুণ নায়ারও। দলের সহ-অধিনায়ক ধ্রুব জুড়েল। টিমের কোচ হিসাবে গম্ভীর যাচ্ছেন না।

বেঙ্গালুরুর থমিও শিমরেকে চূড়ান্ত করার পথে রাজস্থান ইউনাইটেড

১৭ মে ঃ বিগত কয়েক সিজনের মতো এই আইলিগ মরসুমটা একেবারেই ভালো যায়নি রাজস্থান ইউনাইটেডের। প্রথম ম্যাচেই পরাজিত হতে হয়েছিল রিয়াল কাশ্মীরের কাছে। সেই হতাশা কাটিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে শক্তিশালী নামধারী এফসির বিপক্ষে দল ঘুরে দাঁড়ালেও বজায় থাকেনি সেই ধারাবাহিকতা। আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকতে খুব একটা সময় লাগেনি। পরবর্তীতে ফের আটকে যেতে হয় একের পর এক দুইটি ম্যাচে। এক্ষেত্রে পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছিল শ্রীনিধি ডেকানের পাশাপাশি শিলং লাজং এফসির মতো দলের কাছে। সময়ের সাথে সাথে নিজেদের পুরনো ছন্দে ফেরার পরিকল্পনা নিয়ে মাঝে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবকে বিরাট বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছিল এই দল। কিন্তু ছন্দপতন হতে বেশি সময় লাগেনি। আইজল ম্যাচ থেকে ফের দেখা দিয়েছিল তথৈবচ পরিস্থিতি। মাঝে শক্তিশালী রিয়াল কাশ্মীর দলকে আটকে দেশের এই দ্বিতীয় ডিভিশন লিগের প্রথম তিনে উঠে আসার লড়াইয়ে নিজেদের পথ প্রশস্ত করার ভাবনা থাকলেও সেই আশা কার্যত নিরাশায় পরিনত করে দিয়েছিল চার্চিল ব্রাদার্স। তারপর গোকুলাম ম্যাচ। সেখানে ও পিছু নেয় সেই হতশ্রী পারফরম্যান্স। স্বাভাবিকভাবেই টুর্নামেন্টের অন্যান্য দলগুলি তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল রাজস্থানের এই ফুটবল দল। শেষ পর্যন্ত ২২ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের পঞ্চম স্থানে শেষ করে এই ফুটবল ক্লাব। একের পর এক শক্তিশালী ফুটবলারদের দলে নিয়ে ও এমন পারফরম্যান্স যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। তবে দলের এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্স ভুলে আগামী সিজনে ঘুরে দাঁড়ানোই এখন প্রধান লক্ষ্য সকলের কাছে। সেইমত বহু আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল রাজস্থান ইউনাইটেড। এক্ষেত্রে মূলত দলের তরুণ ফুটবলারদের দিকেই বাড়তি নজর ছিল সকলে। যার মধ্যে এবার বারংবার উঠে আসতে শুরু করেছে থমিও শিমরের নাম। শেষ সিজনে স্পোর্টিং ক্লাব বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেছিলেন বছর তেইশের এই ফুটবলার। যেখানে কুড়িটি ম্যাচে চারটি গোল ছিল তাঁর। নয়া তথ্য অনুযায়ী, এই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করেই এবার তাঁকে দলে টানতে মরিয়া রাজস্থান ইউনাইটেড। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের তরফে। সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পরিস্কার হয়ে যাবে গোটা বিষয়টি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাদা পোশাকে নেতৃত্ব দেবেন রস্টন চেজ

কিংস্টন, ১৭ মে ঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের নতুন টেস্ট অধিনায়ক হলেন রস্টন চেজ। এই চেজ দুই বছর ধরে টেস্ট দলের বাইরে। অথচ তিনিই পেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাদা পোশাকের নেতৃত্ব। গত মার্চে টেস্টের নেতৃত্ব ছে।ছিলেন ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট। তার স্থলাভিষিক্ত হলেন চেজ। শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবীয়দের হয়ে মোট ৪৯ টেস্ট খেলে ২২৬৫ রান করার পাশাপাশি বল হাতে ৮৫ উইকেট নিয়েছেন এ স্পিন অলরাউন্ডার। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্রে ঘরের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জুন-জুলাইয়ের শুরু হবে সিরিজ। সেই সিরিজ দিয়েই অধিনায়ক হিসেবে যাত্রা শুরু করবেন ৩৩ বছর বয়সী চেজ। তার সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন জোমেল ওয়ারিকেন।

মুখোমুখি আর্জেন্টিনা-স্পেন

১৭ মে ঃ একজন ফুটবলবিশ্বের কিংবদন্তি। বিশ্বকাপ জয়ের পর এবার কোপা আমেরিকাও জিতে নিয়েছেন লিওনেল মেসি। আরেকজন মাত্র ১৭ বছর বয়সেই জিতেছে ইউরো। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে দুরন্ত ফুটবল খেলে লামিনে ইয়ামাল পেয়েছে সেরা তরুণ ফুটবলারের পুরস্কার। দুজনের মধ্যে আছে আরও একটা মিল। দুজনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বার্সেলোনা ফুটবল ক্লাবের নাম। যদিও মেসি আর ইয়ামালের কখনও একসঙ্গে খেলা হয়নি। ২০২৩-এ যখন স্পেনের কিশোরের গায়ে বার্সেলোনার জার্সি ওঠে, ততদিনে মেসি স্পেনের ক্লাবের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছেন। এবার কি দুজনকে একসঙ্গে দেখার প্রত্যাশা পূরণ হতে চলেছে। 'গুরু' মেসির মুখোমুখি হবে 'শিষ্য' ইয়ামাল।

মহাগুরুত্বপূর্ণ সভাতেই দেরিতে উপস্থিত হন ফিফা সভাপতি

তিন ঘণ্টা আটকে থাকল বিশ্ব ফুটবলের সভা

১৭ মে ঃ বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সভা ফিফা কংগ্রেস। ফিফার দুই শটির বেশি সদস্যদেশের প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। ব্যতিক্রম বাদে বছরে একবারই হয় এই সভা। এবার ফুটবলের মহাগুরুত্বপূর্ণ সেই সভাতেই তিন ঘণ্টা দেরিতে উপস্থিত হয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে সফরে থাকায় বৈঠক শুরুর নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে যোগ দেন ফিফার প্রধান। ইনফান্তিনোর এমন কাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফা। প্রতিবাদস্বরূপ সভা ছেড়ে যান বেশ কয়েকজন। ফিফা সভাপতির বক্তব্যের সময় বেশ কিছু চেয়ার ছিল ফাঁকা।কংগ্রেস উপলক্ষে ফিফার ২১১টি সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা তিন দিন আগে থেকেই প্যারাগুয়ের রাজধানী আসুনসিওতে জড়ো হন। দক্ষিণ আমেরিকার দেশটিতে এ বছরের ফিফা কংগ্রেস শুরুর নির্ধারিত সময় ছিল বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টা। কিন্তু ফিফা সভাপতি তখনো প্যারাগুয়ে থেকে অনেক দূরে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৩ মে চার দিনের মধ্যপ্রাচ্য সফরে বের হলে তাঁর সঙ্গী হন

ইনফান্তিনো। প্রথমে সৌদি আরব, এরপর কাতারে যান ট্রাম্প। এর মধ্যে ফিফা কংগ্রেসের সময় হয়ে এলে কাতার সরকারের দেওয়া বিমানে চড়ে দোহা থেকে নাইজেরিয়া হয়ে আসুনসিওর পথে রওনা দেন ইনফান্তিনো। ফিফা কংগ্রেস যখন শুরু হওয়ার কথা, সভাপতির বিমান তখন আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে। ফিফাপ্রধানের এমন বিলম্বে সভামঞ্চ ছেড়ে চলে যান উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্ডার সেফেরিনসহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা। পরে ইনফান্তিনো সভাস্থলে পৌঁছালে বৈঠক শুরু হয় বেলা একটার কিছু আগে। পরে নিজের বক্তব্যে দেরির পেছনে ফ্লাইটের সমস্যা ও মধ্যপ্রাচ্যে গুরুত্বপূর্ণ সফরের কথা বলেন ইনফান্তিনো, 'রাজনীতি ও অর্থনীতির বিশ্বনেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল। আমার মনে হয়েছে আপনাদের সবার পক্ষ থেকে, ফুটবলের পক্ষ থেকে আমার সেখানে উপস্থিত থাকা দরকার। ফিফা সভাপতি হিসেবে সংস্থার স্বার্থে কাজ করা আমার দায়িত্ব।' সভা দেরিতে শুরু হওয়ার কারণে মাঝবিরতির পর ইউরোপের কিছু প্রতিনিধি আর যোগ দেননি। ইনফান্তিনোর নেতৃত্বাধীন ফিফা কাউন্সিলের ৩৭ সদস্যদের জন্য যে আসন সংরক্ষিত ছিল, সেখানে সেফেরিন, ইউরোপের দুই সহসভাপতি হাঙ্গেরির সান্দর সানয়ি ও ইংল্যান্ড এফএর প্রধান ডেভি হিউইটকে দেখা যায়নি। নিজেদের আসনে ছিলেন না জার্মানি, নরওয়ে ও রোমানিয়ার প্রতিনিধিরাও। ফিফা সভাপতির দেরিতে কংগ্রেসে যোগদানের ঘটনা 'খুবই হতাশাজনক' উল্লেখ করে উয়েফা এক বিবৃতিতে লিখেছে, ' নিছক ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার প্রয়াস বলেই প্রতীয়মান, তা খেলাটির উপকারে আসে না বরং এর স্বার্থকে গৌণ করে তোলে।' দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে অনেকটাই নির্ভার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। এরপরও চলতি বছর দলটির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপের বাকি ১৩ মাস। এ পরিস্থিতিতে হাতে থাকা বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বাকি ম্যাচগুলো দিয়েই যতটা সম্ভব প্রস্তুতি ঝালাই করে নিতে হবে লিওনেল স্কালোনির দলকে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com